উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

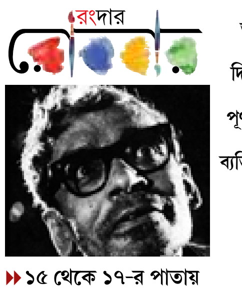

রংদার রোজনামচা

তাঁর সিনেমার নানা আঙ্গিক বারবার দর্শকদের চমকে দিয়েছে। মাত্র পঞ্চাশ বছরের জীবনকাল। খান আষ্টেক পূর্ণদৈর্ঘ্যের ছবি; কিছু অসমাপ্ত কাজ। তিনি আনখশির ব্যতিক্রম। ৪ নভেম্বর শতবর্ষ পূর্ণ হবে তাঁর।

ঋত্বিক তোমার জন্য

১৫ থেকে ১৭-র পাতায়

দাদ হাজা চুলকানি
মাত্র তিনবার ব্যবহারেই আরাম পান
মনমোহন জাদু মলম
নকল থেকে সাবধান
Manmohan JADU MALAM
MK
Ph : 9830303398
Since 90 Years

মিনি তিরুপতিতে পদপিষ্ট, মৃত ১২

অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীকাকুলাম জেলার কাশীবুগ্গায় শ্রী বেঙ্কটেশ্বর স্বামী মন্দিরে পদপিষ্টের ঘটনায় অন্তত ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। অধিকাংশই শিশু ও মহিলা। আহত হয়েছেন অর্ধশতাধিক। ১০

ক্ষোভ বিএলও-দের

কলকাতার নজরুল মঞ্চে প্রশিক্ষণ শিবিরে ক্ষোভ উগরে দিলেন বিএলও-রা। অভিযোগ, বিএলও হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময় তাঁদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার কথা ভাবছে না কমিশন। ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
শিলিগুড়ি	২৯°	২০°
জলপাইগুড়ি	২৯°	২০°
কোচবিহার	২৯°	২১°
আলিপুরদুয়ার	২৭°	১৮°

উত্তরে নামছে পারদ

ক্রমেই মন্থার প্রভাবমুক্ত হচ্ছে উত্তরবঙ্গ। রবিবার ছুটির দিন থেকেই পরিবর্তন ঘটবে আবহাওয়ার। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মেঘমুক্ত হবে আকাশ। নামবে পারদও। ১৪

১৫ কার্তিক ১৪৩২ রবিবার ৭.০০ টাকা 2 November 2025 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 163

সাদা চোখে সাদা কথায়

আক্ষেপে লাভ কী কমরেড, বাম-প্রদীপেই তেলে টান

গৌতম সরকার

ভেসে যাচ্ছেন প্রচণ্ড। আদর্শহীনতার স্রোতে। নীতিহীনতার স্রোতে। প্রচণ্ডকে চিনতে পারেন? মাওবাদী প্রচণ্ড। কমরেড প্রচণ্ড সম্বোধনে যাঁর খ্যাতি। যে পরিচিতিতে নেপালের সীমান্ত ছাড়িয়ে ভারতীয় উপমহাদেশের তরুণ প্রজন্মের একাংশের হার্টথ্রব হয়েছিলেন তিনি। গোপন ডেরায় আত্মগোপন করে থেকে নেপালের রাজতন্ত্রবিরোধী কঠোর লড়াইয়ের সেনাপতি প্রচণ্ড। অনেক আশার প্রদীপ জ্বালিয়ে একটি দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন যিনি।

প্রদীপটা নিভে গিয়েছে অনেকদিন। সুবিধাবাদের হাওয়ায় প্রদীপটা নিভিয়ে দিয়েছেন প্রচণ্ড নিজেই। ফলশ্রুতি? ক্ষমতা হারিয়েছেন। দল ভাগ হয়ে গিয়েছে। তাঁর কবজায় দলের লৌহকঠিন নিয়ন্ত্রণও আর নেই। দলে কমিউনিস্ট তকমাটা শুধু আছে। ভাবাদর্শ আর নেই। ইতিমধ্যে নেপালে জেন জেডের বিদ্রোহের দু'মাস পার। নেপালে সরকারের পতন হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলি কোণঠাসা।

ক'দিন ধরে ভাবছিলাম, প্রচণ্ডর কী হল? পদচ্যুত প্রধানমন্ত্রী আরেক মাওবাদী কেপি শর্মা ওলি তাও মাঝেমধ্যে মিটিং করছেন। কিন্তু প্রচণ্ড? বিদ্রোহে তাঁর দলের সদর দপ্তরের মাথার ওপর থেকে লাল পতাকাটা খুলে ছুড়ে ফেলেছিলেন বিদ্রোহী তরুণরা। সেই প্রচণ্ড এখন কী করছেন? খোঁজ নিতে গিয়ে দেখি, ও হরি, তিনি কালস্রোতে গা ভাসিয়েছেন। কীরকম গা ভাসানো? উনি জেন জেডের বিদ্রোহে সিলমোহর দিয়ে তাদের কাছের লোক হওয়ার চেষ্টা করছেন।

এমন দাবিও করছেন যে, নেপালের দীর্ঘস্থায়ী মাওবাদী 'বিপ্লবে'-র ধারাবাহিকতার ফসল এই জেন জেড! বাংলায় প্রবাদ আছে, অবোধের গোবধেই আনন্দ। অর্থাৎ অজ্ঞতা ও অকর্মণ্যতা ঢেকে রাখতে বাহাদুরি দেখানো। কমরেড প্রচণ্ডর এখন আরেকটি বাংলা প্রবাদ অনুযায়ী 'হারায়ে মারায়ে কাশ্যপ গোত্র' দশা। এরপর চোদ্দোর পাতায়

অধরা মাধুরীর খোঁজে

জয়ের স্বাদ চেখে দেখতে চাই : হরমনপ্রীত

নভি মুম্বই, ১ নভেম্বর : ২০২৩ সালের ১৮ নভেম্বর। পুরুষদের ওডিআই বিশ্বকাপ ফাইনালের আগের দিন আহমেদাবাদে ট্রফি নিয়ে ফোটোশুট করেছিলেন রোহিত শর্মা ও প্যাট কামিন্স। যেমনটা আইসিসি-র প্রতিটি টুর্নামেন্টের ফাইনালের আগে হয়ে থাকে। কিন্তু সেদিন ফোটোশুটের সময় শেষমুহূর্তে প্রান্ত বদলে রোহিতকে ট্রফির ডানদিকে দাঁড়াতে হয়েছিল। কারণ সম্প্রচারকারী চ্যানেল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য ছিল, এরপর চোদ্দোর পাতায়

আতঙ্কে আশ্রয় ত্রাণশিবিরেই

স্কুল-কলেজে পড়ুয়া কম, শুনসান বাজার

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

১ নভেম্বর : শনিবার সারাদিন বৃষ্টি ছিল। ভারী বৃষ্টি না হলেও আতঙ্ক কাটছে না। পাহাড়ে বৃষ্টি হওয়ায় তিস্তায় কিছুটা জলস্ফীতি হয়। দোমোহনি থেকে মেখলিগঞ্জের বাংলাদেশ সীমান্ত পর্যন্ত তিস্তা নদীর অসংরক্ষিত এলাকায় হলুদ সংকেত জারি করা হয়েছে। এদিন স্কুল-কলেজের পড়ুয়াদের উপস্থিতি ছিল খুবই কম। বাজারঘাটও ছিল শুনসান। নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া রাস্তায় বের হননি কেউ। রাস্তায় গাড়ির সংখ্যাও ছিল একেবারেই কম। ত্রাণশিবির থেকে আতঙ্কে বাড়ি ফেরেননি প্রায় কেউই। চালসায় নেওড়া ও কূর্তির ধার থেকে মাঝরাতে লোকজনকে সরানো হয়েছে।

সেচ দপ্তর সূত্রে খবর, শুক্রবার রাত থেকে শনিবার বিকেল পর্যন্ত জেলার মধ্যে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়েছে জলপাইগুড়ি শহরে (১৬৯ মিলিমিটার)। গজলডোবায় ১০৬ মিমি, ময়নাগুড়িতে ১৩৮ মিমি, ধূপগুড়িতে ১২৫ মিমি, মোহিতনগর এলাকায় ১৪৭ মিমি, মেটেলিতে ৯৪ মিমি, মালবাজারে ৮৪ মিমি এবং বানারহাটে ৯৩ মিমি বৃষ্টি হয়েছে।

টানা দ্বিতীয় দিনের বৃষ্টিতে জেলার স্কুলগুলির অধিকাংশে পড়ুয়ার সংখ্যা ছিল হাতেগোনা। ধূপগুড়ি সুপার মার্কেটে এদিন সাপ্তাহিক হাট জমেনি। জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি মিনিবাস অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অজয়কৃষ্ণ দে বলেন, 'কদমতলা বাসস্ট্যান্ড থেকে এদিন ৭-৮টি বাস চলেছে।' অন্যদিকে, নেতাজি বাসস্ট্যান্ড থেকেও এদিন প্রতিদিনের তুলনায় কম বাস যাতায়াত করে।

আবহাওয়ার কিছুটা উন্নতি হওয়ায় মাল শহরে পরিস্থিতি আংশিক স্বাভাবিক হয়। ভারী বৃষ্টির ফলে মাল শহরের পর্যটন আবাসের সামনে নর্দমার জল উপচে পড়ে এলাকাটি জলমগ্ন হয়ে পড়ে। এর ফলে চা বাগান এলাকার স্কুল পড়ুয়া ও পর্যটক দু'পক্ষকেই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়।

রাজগঞ্জের গাডরা হাটের দোকানদার হরেন দাস বলেন, 'শনিবার চা বাগানগুলির সাপ্তাহিক মজুরি হয়। ফলে বেচাকেনা অনেক বেশি হত। কিন্তু সারাদিন বৃষ্টির ফলে এদিন অর্ধেক বেচাকেনা হয়নি।'

এদিকে ত্রাণশিবিরে খাবার পৌঁছানো নিয়ে রাজনীতি করছেন বিজেপি পরিচালিত গধেয়ারকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও অন্যরা, অভিযোগ এমনটাই। যা নিয়ে প্রশাসন যেমন ক্ষুব্ধ তেমনই তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বও প্রধানের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছে।

ধূপগুড়িতে বৃষ্টিকবলিত এলাকাগুলি থেকে জল নেমেছে। ত্রাণশিবিরে থাকা আশ্রিত শশীমোহন রায় বলেন, 'পুনরায় বৃষ্টিতে তাঁবু ভেসে চলে গিয়েছে। এবার ফের উঁচু জায়গায় ত্রাণশিবির করে থাকার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। যতদিন বাড়ি তৈরি না হচ্ছে এভাবেই থাকতে হবে।'

এদিন বিন্নাগুড়ির সাপ্তাহিক হাট জমেনি। ক্রান্তি ব্লকের চ্যাংমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের সাহেববাড়ি ও দোলাইগাঁও এলাকায় শুক্রবার রাতে জল কিছুটা বাড়লেও শনিবার জল নেমে যায়। এরপর চোদ্দোর পাতায়

জঙ্গলের পাশে আবর্জনার স্তূপ

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ১ নভেম্বর : জঙ্গলের মধ্যেই লাটাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের আবর্জনা সংগ্রহ কেন্দ্র। আর সেখানেই রাতের অন্ধকারে চলে আসছে হাতির দল। তা নিয়ে উঠতে শুরু করেছে প্রশ্ন। বন দপ্তরের কর্তাদের চোখের সামনে কীভাবে ওই জায়গায় আবর্জনা সংগ্রহ কেন্দ্র গড়ে উঠল এবং তা আটকাতে বন দপ্তর কেন ব্যবস্থা নিল না এমন প্রশ্ন তুলছেন স্থানীয় পরিবেশপ্রেমীরা। লাটাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ স্বীকার করে নিয়েছে, প্রায় এক বছর ধরে জঙ্গল লাগোয়া ওই জায়গায় অপচনশীল আবর্জনা ফেলা হচ্ছে। তার জন্য বন দপ্তরের কোনও অনুমতি নেওয়া হয়নি। জলপাইগুড়ি বন বিভাগের ডিএফও বিকাশ ভি জানিয়েছেন, কেন ওখানে আবর্জনা ফেলা হচ্ছে তা নিয়ে আমাদের কথা হয়েছে। দ্রুত সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতকে চিঠি পাঠানো হচ্ছে।

দীর্ঘদিনের দাবি সত্ত্বেও লাটাগুড়িতে ডাম্পিং গ্রাউন্ড গড়ে না উঠলেও, লাটাগুড়ির বিভিন্ন বাজার, দোকান, রিসর্ট ও বাড়ি বাড়ি আবর্জনা সংগ্রহের কাজ শুরু করেছে গ্রাম পঞ্চায়েত। এই সমস্ত আবর্জনা থেকে পচনশীল অংশ চাঁপাডাঙ্গায় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্ল্যান্টে পাঠানো হয় প্রতিদিন। আর অপচনশীল বিভিন্ন প্লাস্টিক সামগ্রী, খাবার প্যাকেট, জলের বোতল সংগ্রহ করে রাখা হয় লাটাগুড়ির দুটি জায়গায়। লাটাগুড়ির ক্রান্তি মোড়ে মাইনরিটি ভবনের ঠিক পাশে একটি জায়গায় এই অপচনশীল সামগ্রী জড়ো করে রাখা হচ্ছে। তবে সেখানে জায়গা খুব কম হওয়ায় নতুন করে তা রাখা হচ্ছে একেবারে লাটাগুড়ি জঙ্গল লাগোয়া লাটাগুড়ি পুলিশ বুথের ঠিক উলটো পাশে। পরিবেশপ্রেমীদের অভিযোগ, একেবারে জঙ্গলের গা ঘেঁষে এই আবর্জনা রাখা হচ্ছে। সেখানে প্রতি রাতেই হাতি, বনশুয়োর সহ ছোট-বড় অন্য বন্যপ্রাণীরা চলে আসছে। পড়ে থাকা প্লাস্টিকের প্যাকেটে অনেক সময় খাবারের অবশিষ্ট অংশ থেকে যাচ্ছে, যা আকৃষ্ট করছে বন্যপ্রাণীদের। জঙ্গলের গা ঘেঁষে এভাবে প্লাস্টিক সামগ্রী ও আবর্জনা কীভাবে রাখা হচ্ছে এবং তার জন্য অনুমতি নেওয়া হয়েছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন পরিবেশপ্রেমীরা। এরপর চোদ্দোর পাতায়

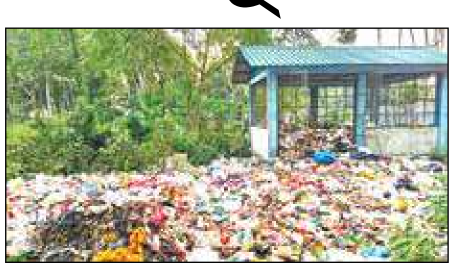

শান্তির সন্ধানে অতিষ্ঠ পক্ষীকুল

'...তারপর চলে যায় কোথায় আকাশে? তাদের ডানার ঘ্রাণ চারিদিকে ভাসে।' জীবনানন্দ তাঁর কবিতার পাখিদের বর্ণনা করেছিলেন এভাবেই। উত্তরের আকাশেও পাখিদের অবাধ বিচরণ। পরিযায়ীদেরও। সেই পাখিদের নিয়েই বিশেষ সিরিজ। আজ শেষ পর্ব।

পাখি সব করে রব

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১ নভেম্বর : পাখিকে বলা হয় প্রকৃতির উড়ন্ত শিল্পী। নির্জনতা ছাড়া তারা ছন্দ হারায়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পাখি হল প্রকৃতির সবচেয়ে পুরোনো 'ইনট্রোভার্ট'। নির্জনতা কেবলই তাদের 'পছন্দ' নয়, বরং বেঁচে থাকার একটি অপরিহার্য কৌশল। আত্মরক্ষার তাগিদ, প্রজননের জন্য উপযুক্ত পরিবেশের সন্ধান নানা কারণে পাখিরা সবসময়ই নিরিবিলি জায়গা খুঁজে নেয়। কিন্তু মানুষের অত্যাচারে পাখিরা দিশেহারা। নিছকই রিল বানানোর প্রতিযোগিতা, বার্ড ফোটোগ্রাফির নামে আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে পাখিদের বাসস্থানে ঢুকে ক্যামেরার ঝলকানি ইত্যাদি নানা কারণে উত্তরের জঙ্গল ছাড়ছে পাখির দল। আত্মরক্ষার লাটপাঞ্চার, শিবখোলা, গজলডোবা, রংটংয়ের মতো একসময়ের নিরাপদ বাসস্থান ছেড়ে ডানা মেলে অন্যত্র পাড়ি জমিয়েছে প্রকৃতির নিঃস্বার্থ বন্ধুরা। যে বন আগে ছিল পাখিদের আবাস, তা এখন হয়েছে 'ইনস্টাগ্রামের লোকেশন'।

উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি জনপদ আর পাহাড় লাগোয়া সবুজ জঙ্গলগুলিতে আজকাল এক নতুন ধরনের 'শিকার' উৎসব চলছে। না বন্দুক হাতে নয়, সেই শিকারিদের কারও হাতে থাকছে দামি লেন্সের ক্যামেরা, কারও হাতে সেলফি স্টিক। জঙ্গলের ভেতর ঢুকে পাখির বাসার কাছে গিয়ে ঘাপটি মেরে বসে থাকছে। এদের ভিড় এতটাই বেড়েছে যে, এরপর চোদ্দোর পাতায়

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : পারিবারিক শান্তি বজায় থাকবে। নিজের উদাসীনতার কারণে ব্যবসায় লোকসান হতে পারে। অন্যের কথায় নির্ভর করে প্রেমের সম্পর্কে ভাঙনের সম্ভাবনা। হাতে প্রচুর অর্থ এলেও বেহিসেবি খরচের কারণে সপ্তাহ শেষে চাপে পড়তে পারেন।

বৃষ : বহুদিন ধরে আটকে থাকা ফ্ল্যাট কেনার জন্য ব্যাংক ঋণ অনুমোদিত হওয়ার সম্ভাবনা। গুরুজনদের সঙ্গে পরামর্শ না করে ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে যাবেন না। স্ত্রীর শারীরিক সমস্যা নিয়ে একটু চিন্তা থাকবে। খেলাধুলোয় কৃতিত্বের জন্য নামী সংস্থায় চাকরির সুযোগ পেতে পারেন।

মিথুন : পড়ুয়ারা এ সপ্তাহে আশাতীত সাফল্য পাবেন। কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মনোমালিন্যের জেরে পদোন্নতি আটকে যেতে পারে। কোনও সামাজিক অনুষ্ঠানে গিয়ে অকারণে অপমানিত হওয়ার সম্ভাবনা। পাওনা আদায় করতে গিয়ে সমস্যা হতে পারে।

কর্কট : সম্পত্তি কেনাবেচায় বিপুল লাভ করতে পারবেন। কোনও বন্ধুর কাছ থেকে মূল্যবান সামগ্রী উপহার পেতে পারেন। সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা ছাড়ুন। ব্যবসায় সামান্য মন্দা থাকলেও আত্মবিশ্বাস হারাবেন না। এ সপ্তাহে পথে একটু সতর্ক হয়ে চলাফেরা করুন।

সিংহ : বাড়ি রক্ষণাবেক্ষণে পুঁজিতে হাত দিতে হতে পারে। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। জমিজমা সংক্রান্ত মামলায় এখনই কোনও নিষ্পত্তি না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। প্রতিবেশীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলার চেষ্টা করুন।

কন্যা : কাজ ফেলে রাখবেন না। বন্ধুর পরামর্শে কোনও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে টাকা লগ্নি করবেন না। পাওনা টাকা আদায় নিয়ে কোনও আত্মীয়ের সঙ্গে মনোমালিন্য। সপ্তাহের শেষে মানসিক চাপ কমাতে ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে পারেন।

তুলা : আপনার সুমধুর কথার জন্য সমাজে প্রশংসিত হবেন। সরকারি কর্মীদের আর্থিক লাভ। সন্তানের উচ্চশিক্ষায় টাকার বাধা কেটে যাবে। প্রেমের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা থাকলেও নিজেরাই মিটিয়ে ফেলতে সক্ষম হবেন। লটারিতে প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির যোগ।

বৃশ্চিক : একাধিক উপায়ে আয়ের পথ খুলবে। নতুন বাড়ি কিংবা ফ্ল্যাট কেনার ক্ষেত্রে আরেকটু অপেক্ষা করুন। আপনার বুদ্ধির কৌশলে শত্রুদের পরাস্ত করতে সক্ষম হবেন। শরীর, স্বাস্থ্য খুব একটা ভালো যাবে না। ব্যবসায় বড় বরাত প্রাপ্তির সম্ভাবনা।

ধনু : আপনার কারণে সংসারে অশান্তি হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে বিরোধীদের হেয় করলে তার ফল ভুগতে হবে। শিল্পী, সাহিত্যিকরা সম্মানিত হতে পারেন। দীর্ঘদিনের কোনও স্বপ্ন বাস্তব হতে চলেছে। ধর্মকর্মে মনোযোগ বাড়বে।

মকর : নার্ভের সমস্যায় সপ্তাহজুড়ে ভোগান্তি চলবে। সামান্য গাফিলতিতে ভালো কাজের সুযোগ নষ্ট হবে। কোনও ছদ্মবেশী বন্ধুর পাল্লায় পড়ে প্রচুর টাকা নয়ছয় হতে পারে। স্ত্রীর সঙ্গে মতপার্থক্য মিটিয়ে নিন।

কুম্ভ : সন্তানের পড়াশোনা নিয়ে চিন্তা কাটবে। বাড়িতে সুখশান্তি বজায় থাকবে। ব্যবসায় ভালো আয়ের যোগ। বাবার পরামর্শে কোনও জটিল কাজের সমাধান। সন্তানের চাকরি প্রাপ্তিতে বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ।

মীন : অকারণে মায়ের আত্মীয়ের সঙ্গে বিবাদ। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সহযোগিতা পাবেন। ব্যবসায় কর্মচারী নিয়ে সমস্যা মিটে যাবে। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সঙ্গে জড়িতদের সপ্তাহটি অত্যন্ত শুভ। উচ্চশিক্ষার্থীদের বিদেশে পড়াশোনার সুযোগ মিলবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৫ কার্ত্তিক, ১৪৩২, ভাঃ ১১ কার্ত্তিক, ২ নভেম্বর ২০২৫, ১৫ কাতি, সংবৎ ১২ কার্ত্তিক সুদি, ১০ জমাঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।৪৬, অঃ ৪।৫৬। রবিবার, দ্বাদশী রাত্রি ১।১৮। পূর্ব্বভাদ্রপদনক্ষত্র দিবা ১।৫৮। ব্যাঘাতযোগ রাত্রি ৯।২৩। ববকরণ দিবা ২।৩ গতে বালবকরণ রাত্রি ১।১৮ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, দিবা ৮।৮ গতে মীনরাশি বিপ্রবর্ণ, দিবা ১।৫৮ গতে অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে- চতুষ্পাদদোষ, দিবা ১।৫৮ গতে দ্বিপাদদোষ, রাত্রি ১।১৮ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- নৈর্ঋতে, রাত্রি ১।১৮ গতে দক্ষিণে। বারবেলাদি ৯।৫৭ গতে ১২।৪৫ মধ্যে। কালরাত্রি ১২।৫৭ গতে ২।৩৪ মধ্যে। যাত্রা- নাই, রাত্রি ২।৩৪ গতে যাত্রা শুভ পশ্চিমে নিষেধ। শুভকর্ম- দীক্ষা। (অতিরিক্ত বিবাহ- শেষরাত্রি ৪।৩৪ গতে ৫।৪৭ মধ্যে তুলালগ্নে সুতহিকবুকযোগে বিবাহ।) বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দ্বাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। রাত্রি ১।১৮ মধ্যে মাসদগ্ধা। রাত্রি ১।১৮ মধ্যে মন্বন্তরা স্নানদানাদি। নারায়ণদ্বাদশী। গোস্বামিমতে উত্থানদাদশীব্রত। গোস্বামিমতে সায়ংসন্ধ্যায় শ্রীশ্রীহরির উত্থান। দ্বাদশ্যরম্ভকল্পে চাতুর্ম্মাস্য ব্রত সমাপন। শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসমতে সায়ংকালে প্রবোধনীকৃত্য ও শ্রীশ্রীকৃষ্ণের রথযাত্রা। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৪৫ গতে ৮।৫৪ মধ্যে ও ১১।৪৪ গতে ২।৩৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২৫ গতে ৯।১০ মধ্যে ও ১১। ৪৮ গতে ১।৩৪ মধ্যে ও ২।২৬ গতে ৫।৪৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৩।২০ গতে ৪।৩ মধ্যে।

গনির নামে সংগ্রহশালার ভাবনা

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ১ নভেম্বর : শনিবার ছিল প্রাক্তন সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রয়াত গনি খান চৌধুরীর ৯৯তম জন্মদিবস। বৃষ্টি উপেক্ষা করে গনি খানের পৈতৃক বাড়ি মালদার কোতুয়ালি ভবনে হাজির হয়েছিলেন কালিয়াচকের প্রবীণ কংগ্রেস কর্মী আমিনুল ইসলাম। অঝোরে বৃষ্টির জন্য কংগ্রেস নেতারা তখনও গনি খানের কবরে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করতে আসতে পারেননি। গুটিগুটি পায়ে গনি খানের স্মৃতিবিজড়িত ধুলোমাখা মার্সেডিজের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন আমিনুল। বললেন, 'সে যুগের সবচেয়ে দামি এই গাড়িতে বরকতদা একদিন তিন বস্তা চিঁড়ে আর গুড়ের চাক লোড করে বাঁধের উপরে বসে থাকা বন্যার্তদের কাছে গিয়েছিলেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন, এই মানুষগুলোর পেটে খাবার গিয়েছে কি না জানা নেই। বাড়িতে বসে থাকি কী করে।' কথাগুলো বলতে বলতে চোখে জল চলে আসে আমিনুলের।

গনি খানের জীবদ্দশায় তাঁর জন্মদিন কোতুয়ালি ভবনে জাঁকজমক করে পালিত হত। আমন্ত্রিত থাকতেন হাজার দশেক মানুষ। অতিথি আপ্যায়নের জন্য দিল্লি থেকে আনা হত খানসামাদের। দেদার খানাপিনা আর অগণিত মানুষের ভিড়ে মুখরিত থাকত কোতুয়ালি ভবন। সেসব দিন এখন অতীত। গনি খানের পরিবারের তরফে তাঁর কবরে শ্রদ্ধার্ঘ্য দেওয়া ছাড়া বড় কোনও অনুষ্ঠান হয় না। গনি খানের উত্তরসূরি ইশা খান চৌধুরী, মৌসম নুররা রাজনৈতিক ব্যাটন এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। যদিও মৌসম গনির কংগ্রেস ছেড়ে এখন ঘাসফুলের সম্পদ। এবার মামার জন্মদিনে তাঁকে কোতুয়ালি ভবনে দেখা যায়নি। জানা গেল, তিনি কালীপুজোর আগে কলকাতা গিয়েছেন। এখনও ফিরে আসেননি।

এদিন সকাল ১০টা নাগাদ গনি খানের কবরে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করতে যান কংগ্রেস নেতারা। ইশা খান চৌধুরীর সঙ্গে ছিলেন সায়েম চৌধুরী, আবদুল হান্নান, কংগ্রেসের আইনজীবী সেলের সভাপতি মহিবর রহমান পিটু প্রমুখ।

শ্রদ্ধার্ঘ্য কর্মসূচি সেরে ভবনে বসে গনি খানের স্মৃতিতে সংগ্রহশালা তৈরির উদ্যোগের কথা জানান ভাইপো ইশা খান চৌধুরী। ইশা খান বলেন, 'একাধিক স্মারক বরকত জেঠুর ঘরে রয়েছে। তাঁর ব্যবহৃত চেয়ার, খাট থেকে শুরু করে নানা আসবাব এখনও অক্ষত রয়েছে। রয়েছে তাঁর ব্যবহৃত মার্সেডিজ গাড়িটিও।'

গাড়িটি সম্পর্কে ইশা খান আরও বলেন, '১৯৮০ সালে বরকত জেঠু মার্সেডিজ গাড়িটি কিনেছিলেন। এতে চেপেই মালদা জেলার সর্বত্র ছুটে বেড়াতেন, মানুষের কথা শুনতেন এবং কাজ করতেন। আমরা চেষ্টা করেছিলাম গাড়িটিকে সচল করার। কিন্তু এত পুরোনো গাড়ির যন্ত্রাংশ আর পাওয়া যায় না। তাই ঠিক করেছি সংগ্রহশালায় কাচের ফ্রেম দিয়ে ঘিরে গাড়িটিকে রক্ষা করব আমরা।'

প্রয়াত কংগ্রেস নেতার ব্যবহৃত মার্সেডিজ গাড়ি। কোতুয়ালিতে।

জন্মদিনে গনি খানের মূর্তিতে মাল্যদান ইশা খানের। শনিবার।

পাত্র চাই

■ পাত্রী B.A., Eng.(H), 36/5', SC, SBI স্থায়ী কর্মী। এক বোন। পিতা অবসরপ্রাপ্ত SBI কর্মী। মা গৃহিণী। চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। 6295933518. (C/118378)

■ ব্রাহ্মন, দেব, 34+/5'-4", ফর্সা, MCA, সরকারি ব্যাংকে অফিসার পদে কর্মরতা। মিউচুয়াল ডিভোর্সি। উপযুক্ত, শিক্ষিত, নেশাহীন ও প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 8617058682, 8617050257. (C/118384)

■ পাত্রী SSC শিক্ষিকা, 42, Gen., নামমাত্র ডিভোর্সি, শিলিগুড়ি কেন্দ্রিক সঃ চাকরি/শিক্ষক পাত্র চাই। (M) 9679335535. (K)

■ কোচবিহার নিবাসী, ব্রাহ্মণ, 26+/5'-8", সুন্দরী, ফর্সা, সুশিক্ষিতা, আইনজীবী পাত্রীর জন্য অনূর্ধ্ব 32, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ পাত্র কাম্য। মোঃ 7001948162. (C/118165)

■ 30/5'-1", B.Com., Cal/নামী MNC-তে সল্টলেকে কর্মরতা, ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সমতুল্য 35-এর মধ্যে আলিপুরঃ/কোচঃ/জলঃ/শিলিগুড়ির মধ্যে সরকারি/বেসরকারি চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত কায়স্থ পাত্র কাম্য। একমাত্র পাত্রপক্ষ যোগাযোগ করুন-9932627051 (নিজগৃহ), 9832455063 (4 P.M.-9 P.M.). (C/118713)

■ রাজবংশী, SC, 36, সঃ চাকরিরতা। সঃ চাকরিজীবী পাত্র চাই। বয়সে ছোট চলবে। কাস্ট নো বার। (M) 7076784540. (C/118712)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, কুলীন, ফর্সা, সুন্দরী, ২৮+/৫'-৮", B.Sc., B.Ed., বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলে শিক্ষিকা। সঃ চাকুরে পাত্র কাম্য। অনূর্ধ্ব ৩২, জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 8617569590. (C/118555)

■ কায়স্থ, ২৮+, কেন্দ্রীয় সরকারি শিলিগুড়িতে কর্মরতা পাত্রীর জন্য শিলিগুড়ির সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। (M) 9365067738. (C/118869)

■ কায়স্থ, মাঙ্গলিক, 32/5', M.A., পাত্রীর জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী, মাঙ্গলিক পাত্র কাম্য। (M) 8116031627. (C/118857)

■ পাত্রী কায়স্থ, 30/5'-4", শিলিগুড়িতে রেলে উচ্চপদে কর্মরত। পিতা-মাতা সঃ কঃ। উপযুক্ত পাত্র চাই। 9733091878. (C/118858)

■ বৈশ্য সাহা, 34, ফর্সা, সুশ্রী, W.B. Govt.-এ চাকুরে। সঃ চাকুরে/ব্যবসায়ী পাত্র চাই। অসবর্ণ চলিবে। APD অগ্রগণ্য। অভিভাবক কথা বলবেন। (M) 9339693371 (10 A.M. - 6 P.M.). (U/D)

■ পাত্রী কায়স্থ, 27+/4'-11", M.A., Music Teacher, একমাত্র কন্যার জন্য সরকারি/বেঃ সঃ চাকুরে/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, ব্রাহ্মণ/কায়স্থ পাত্র কাম্য। কোচবিহার সদর অগ্রগণ্য। (M) 9679819238. (C/118167)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, পাত্রী 5'-4"/35, MNC-তে কর্মরতা। MNC-তে কর্মরত পাত্র চাই। শিলিগুড়ি/জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য। মোবাইল : 9832038538. (C/118868)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, 31, একমাত্র কন্যা, M.A. পাত্রীর জন্য চাকরি/শিক্ষক পাত্র চাই। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। প্রকৃত পাত্র যোগাযোগ করিবেন। মোঃ 9474702079. (C/118556)

■ পাত্রী কায়স্থ, সুশ্রী, ফর্সা, MCA, 41+, তুলা রাশি, দেবারি, অবিবাহিতা। শিক্ষিত সুপাত্র চাই। (M) 9475744349. (C/118554)

■ ব্রাহ্মণ, বশিষ্ঠ গোত্র, দেবগণ, ৩১+/৫'-৬", ফর্সা, সুন্দরী, B.Tech., MNC-তে কর্মরত। পিতা-মাতা সদ্য অবসরপ্রাপ্ত সেঃ গভঃ কর্মী, একমাত্র কন্যার জন্য ব্যাঙ্গালোরে কর্মরত যোগ্য পাত্র কাম্য। অভিভাবকই যোগাযোগ করবেন। 8389903123, 8721004740. (C/118553)

পাত্র চাই

■ কায়স্থ, 30/5'-2", সুন্দরী, M.A. (Eng.), B.Ed., সুচাকুরে/প্রতিষ্ঠিত, স্বঃ/উচ্চ অসবর্ণ পাত্র চাই। যোগাযোগ-7364017924. (C/118551)

■ ব্রাহ্মণ, 5'-3" উচ্চতা, 28+, কাশ্যপ গোত্র, M.Sc. (Chemistry), MBA, প্রোডাক্ট অ্যানালিস্ট (ACT 21-Software Company, Noida), উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9854504728. (C/118638)

■ ব্রাহ্মণ, একমাত্র কন্যা। সুশ্রী, নম্র, সরকারি স্কুল শিক্ষিকা, ৩২, কন্যা রাশি। সরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। কায়স্থ, বৈদ্য চলিবে। উত্তরবঙ্গের পাত্র অগ্রগণ্য। 9531626473, 7602984785. (C/118549)

■ কায়স্থ, 25/5'-2", M.A., B.Ed., সুশ্রী পাত্রীর জন্য সরকারি/সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র চাই (31 মধ্যে)। (M) 9064402717. (B/B)

■ রায়গঞ্জ, কায়স্থ, 35+/5'-2", হাইস্কুল শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য সরকারি চাকুরে/সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। রায়গঞ্জ অগ্রগণ্য। (M) 9474848869. (C/118875)

পাত্র চাই

■ কায়স্থ দত্ত, জন্ম ১৯৯৬, 5'-5", M.A., D.El.Ed., কলকাতায় সল্টলেকে বেসরকারি চাকরিরতা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। কলকাতায় কর্মরত, জলপাইগুড়ি/শিলিগুড়ির পাত্র অগ্রগণ্য। 8918611414, 6294963352. (C/118548)

■ 30/5'-4", প্রকৃত সুন্দরী, ইলেক্ট্রিসিটি বোর্ডে কর্মরতা, পিতা সঃ কর্মচারী পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। 9230648113. (K)

■ কাঃ, 34, M.Sc., B.Ed., 5'-2", হাইস্কুল টিচার। ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর (COB, APD) সঃ চাকুরে পাত্র কাম্য। (M) 9126261977. (C/118893)

■ একমাত্র সন্তান, সাহা, Gen., 31/5'-3", ডেন্টাল সার্জেন (BDS), সুশ্রী পাত্রীর জন্য ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার/সরকারি অফিসার পাত্র কাম্য। Ph : 8972791581. (C/118894)

■ মালবাজার নিবাসী, ২৯/৫'-২", দত্ত, M.Sc. (Math), ব্যাংকে Asst. Manager পদে কর্মরত পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। ফোন-৯৩৮২২৫৬১০৩. (C/118391)

পাত্র চাই

■ জেনারেল, 24/5'-3", M.Sc. পাশ, সুশ্রী, স্লিম, ঘরোয়া, বাড়িতে হোম টিউশন পড়ায়, এইরূপ পাত্রীর জন্য উত্তরবঙ্গের পাত্র চাই। 9734485015. (C/118393)

■ কায়স্থ, 29/5'-2", B.Sc., সুশ্রী পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, দাবিহীন পাত্র চাই। মোঃ 9475765192. (C/118393)

■ কোচবিহার নিবাসী, ২৮+, অসম-এ চাকরিরতা, পাত্রী হিন্দু বাঙালি, গভঃ ব্যাংক কর্মচারী। যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 8822987763. (C/118393)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৭, জিওগ্রাফি (M.A.), B.Ed. পাশ, বর্তমানে সেন্ট্রাল গভঃ স্কুল টিচার। পিতা গভঃ চাকরিজীবী, মাতা গৃহবধূ। পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 9330394371. (C/118393)

■ বাঙালি সুন্নি মুসলিম, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬, M.Sc., B.Ed. পাশ, ICDS-এর সুপারভাইজার। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 9874206159. (C/118393)

পাত্র চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৭, ডিভোর্সি, রাজ্য সরকারি চাকরিরতা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 9836084246. (C/118392)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, নামমাত্র ডিভোর্সি, শিক্ষিতা, সুন্দরী, ৩০+, প্রাইভেট প্রাইমারি সচল শিক্ষিকা, পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, মাতা গৃহবধূ। পাত্র চাই। (M) 8967180345. (C/118392)

■ শিলিগুড়ি, সাহা, (Gen.), 31/5'-3", M.A. (Bng.), শ্যামবর্ণা পাত্রীর জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। (M) 8145272732. (C/118394)

■ সরকার, 30+/5'-2", M.A. (বাংলা), শ্যামবর্ণা, অল্পদিনের ডিভোর্সি, পাত্রীর জন্য ইস্যুলেশ, শিলিগুড়ি সংলগ্ন প্রতিষ্ঠিত চাকরিজীবী পাত্র চাই। (M) 9002518594. (C/118394)

■ কায়স্থ, একমাত্র কন্যা, ২৮+/৫'-৩", সুশ্রী, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, M.A. (Eng.), B.Ed., ICSE স্কুলে চাকরিরতা। সরকারি চাকুরে, বেঃ সঃ চাকুরে পাত্র কাম্য। ম্যাট্রিমনি/ঘটক নহে। (M) 8918420653. (A/B)

■ মণ্ডল (নঃ শূঃ), 28/4'-11", M.Sc. (Math), রেল Group-C কর্মরতা (NJP), 35-এর মধ্যে সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। 9641390194. (C/118877)

■ হাজরা (SC), প্রাথমিক শিক্ষিকা, 36/5'-2", শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রীর জন্য শিলিগুড়ি নিবাসী সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। 7797974075. (C/118881)

■ পাত্রী কায়স্থ, ৫', বয়স ২৯, সরকারি হাসপাতালের নার্স, (B.Sc. Nursing পাশ), পিতা রিটায়ার্ড সরকারি চিকিৎসক, সরকারি চাকরিজীবী/ব্যাংক/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী/রেল-এর পাত্র চাই। (M) 9800600609. (C/118883)

■ কায়স্থ, ফর্সা, 30+/5'-1", এমএ, ঘরোয়া, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রীর প্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। 7439691336. (C/118890)

■ বয়স 50, বিধবা, প্রাইমারি স্কুলে প্রধান শিক্ষিকা, পিতা-মাতাহীন পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। যোগাযোগ : 6297679754. (K)

■ কায়স্থ, 24/5'-3", B.Sc., ঘরোয়া, সুন্দরী, সম্ভ্রান্ত পরিবারের পাত্রীর জন্য সঃ চাঃ/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। 8116521874. (C/118393)

■ পাত্রী সাহা (জেনারেল), 26/5'-6.5", বেঃ সঃ কর্মরতা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী। স্বঃ/অসবর্ণ, Bank, LIC, সঃ চাকুরে পাত্র কাম্য। (M) 6297926975, (জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য)। (C/118393)

■ মাহিষ্য, 33/5'-2", Ph.D., ফর্সা পাত্রীর জন্য কেঃ সঃ অফিঃ/রাঃ সঃ অফিঃ/Govt. Prof. অনূর্ধ্ব 38 পাত্র কাম্য। (M) 8918513686. (C/118880)

■ বয়স 37, বিধবা, হাইস্কুলে কর্মরতা পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। যোগাযোগ : 8910490360. (K)

■ ব্রাহ্মণ, 25+/5'-4", MBBS পাঠরতা, সুন্দরী, বনেদি পরিবারের পাত্রীর জন্য ভালো, শিক্ষিত পাত্র চাই, জাতিভেদ নাই। 9593704442. (C/118393)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৭, M.Sc., B.Ed., কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। এইরূপ পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী, যোগ্য পাত্র চাই। (M) 9874206159. (C/118396)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বয়স ২৮, প্রকৃত সুন্দরী, B.Tech. পাশ, প্রাইভেট কোম্পানিতে কর্মরতা। কন্যাসন্তান পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। (M) 7596994108. (C/118392)

■ শিলিগুড়ি, ২৯, M.Tech. পাশ, MNC-তে কর্মরতা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/118392)

■ জলপাইগুড়ি, রাজবংশী, ২৫+, M.A., B.Ed. পাশ ও প্রাইভেট স্কুল শিক্ষিকা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। একমাত্র কন্যাসন্তানের জন্য পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/118392)

■ যাদব ঘোষ, 37+/5'-1", B.A., ফর্সা, ঘরোয়া পাত্রীর জন্য চাকুরে/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র চাই। (M) 6296323663, Slg. (C/118394)

■ পাত্রী কায়স্থ, গোত্র-(গৌতম), দেবগণ, 31/5'-3", ফর্সা, সুশ্রী, M.Sc. (Zoo.), B.Ed., Kol., Central গভঃ চাকুরীরতা একমাত্র কন্যার জন্য শিক্ষিত, গভঃ চাকুরীজীবি সুযোগ্য পাত্র কাম্য। হোমিওপ্যাথি ডাক্তার পাত্র/উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। অভিভাবকরাই যোগাযোগ করবেন। মোঃ 9434191455, 9434256464. (D/S)

■ জন্ম 2/95, সাহা, হলদিয়ায় IVL-এর ইঞ্জিনিয়ার। ছোট পরিবারের সুন্দরী পাত্রী কাম্য। কোচবিহার জেলা অগ্রগণ্য। (M) 9933947872. (D/S)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, 26/5'-4', M.Sc., B.Ed., Railway School Teacher, পিতা-মাতা সরকারি চাকরিজীবী, সুপাত্র চাই। 7001761066.

পাত্রী চাই

■ গোয়ালা ঘোষ, 35 বছর বয়স, উচ্চতা 5'-8", বাগডোগরা নিবাসী পাত্রের জন্য শিক্ষিতা ও গৃহকর্মে সুনিপুণা পাত্রী প্রয়োজন। সরাসরি-8670231200, 9800553562 নং-এ যোগাযোগ করতে পারেন। (C/118848)

■ ব্রাহ্মণ, B.Com. (Hons.), 36/5'-5", প্রাইভেট সংস্থায় কর্মরত পাত্রের জন্য শিক্ষিত, অনূর্ধ্ব ৩৪ পাত্রী চাই। (M) 9474383862. (C/118849)

■ বারুজীবী, 38/6'-2", B.Com. (Hons.), প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, একমাত্র পুত্র। সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। (M) 9679968547. (C/118163)

■ Retd. Govt. Emp.-র একমাত্র পুত্র, ব্রাহ্মণ, 29+/5'-8", দেবগণ, মাঙ্গলিক, কাশ্যপ, Pvt. Bank Emp., জলপাইগুড়ি নিবাসী পাত্রের জন্য সুপাত্রী কাম্য। Mob : 7679174367, 8918561322. (C/118673)

■ মালদা নিবাসী, বৈশ্য, B.A., 32/5'-6", সম্ভ্রান্ত বনেদি পরিবার, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য (24-27) মধ্যে ফর্সা, সুশ্রী, উপযুক্ত ঘরোয়া পাত্রী চাই। স্বঃ/অসবর্ণ চলিবে। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। যোগাযোগ-7098944200. (C/115434)

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, বিটেক, সেঃ গভঃ ইঞ্জিনিয়ার, 39+/5'-10", কয়েকদিনের বিবাহিত জীবন, ফর্সা, সুশ্রী, অবিবাহিত, অনূর্ধ্ব 33 পাত্রী কাম্য। SC-ST বাদে। Caste bar নেই। (M) 9002983458. (C/118855)

■ রাজবংশী, ৩০, ডাক্তার (Govt. job), শিলিগুড়ি, অনূর্ধ্ব ২৭, সুন্দরী, শিক্ষিত, উচ্চমধ্যবিত্ত, পাত্রী চাই। যোঃ ৭৯০৮৮৪৮১০৪. (C/118856)

■ তিলি, সাহা, মালদা নিবাসী, 33/5'-8", B.Tech., নরগণ, পূর্তবিভাগে কর্মরত ইঞ্জিনিয়ার পাত্রের জন্য অমাঙ্গলিক, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 8100195172. (C/115436)

■ 33/5'-7", কুণ্ডু, আলিপুরদুয়ার নিবাসী, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে Asst. Manager পাত্রের জন্য ফর্সা, সুন্দরী, উপযুক্ত 29 অনূর্ধ্ব পাত্রী কাম্য। (M) 7602552565 (অভিভাবক) (6 P.M. - 10 P.M.). (C/118714)

■ বালুরঘাট নিবাসী, সদগোপ, অলাদশী, অবসরপ্রাপ্ত হাইস্কুল শিক্ষকের মাতৃহীন, একমাত্র সন্তান, জুনিয়ার হাইস্কুলের I.T.C শিক্ষক, M.A. (Eng.), D.El.Ed. Tr., 5'-5", জন্ম 31.07.92. ছোট পরিবারের ছোটখাটো কর্মে নিযুক্ত সুশ্রী পাত্রী চাই। মোঃ 9434964492. (C/118861)

■ কোচবিহার নিবাসী, ৩৩/৫'-৫", সরকারি চাকরিজীবী, পিতা অবসরপ্রাপ্ত সঃ চাঃ, এরূপ পাত্রের জন্য সুন্দরী, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। কর্মরতা অগ্রগণ্য। 6295040155. (C/118863)

■ পঃ বঃ সদগোপ, 42/5'-9", স্কুলের স্পোর্টস টিচার। পৈতৃক বাড়ি ও চাষ জমি। উপযুক্ত পাত্রী চাই। অসবর্ণ/বিধবা/ডিভোর্সি চলিবে। সত্বর বিবাহ। 7908366069. (C/118864)

■ পাত্র বৈশ্য দাস (জেনারেল), ৩৭/৫'-৫", B.Com. (Hons.), P.G.D.B.O, MNC (Bank)-এ AGM পদে চাকরিরত Pune, পিতা-মাতা উভয়েই কেন্দ্রীয় সরকারের অবসরপ্রাপ্ত অফিসার/কর্মী। একমাত্র ভাই Engineer, MNC পুনেতে চাকরিরত। পাত্রের জন্য ন্যূনতম স্নাতক, পুনেতে চাকরিরতা বা পুনেতে বদলিযোগ্য পাত্রী অগ্রগণ্য। যোগাযোগ-9774762503. (K)

■ MBBS MD Aspirant, 34+, পাত্রের জন্য সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক মনস্কা, অনূর্ধ্ব 28 পাত্রী চাই। 9474061782. (C/118171)

■ Groom Barujibi, 5ft 8 inch., fair, DOB 24 Oct. 1988, B.Tech., own organization in Bangalore, seeks suitable bride. Parents (Purnia). Contact No. 9546556700. (C/118872)

পাত্রী চাই

■ ব্রাহ্মণ, শাণ্ডিল্য গোত্র, বয়স ৩৭, দেবারিগণ পাত্রের জন্য ঘরোয়া, সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। মোঃ 6296939836. (C/118546)

■ Gen., 35/5'-7", MBA, সরকারি কর্মী পাত্রের 30-এর মধ্যে ফর্সা, সুশ্রী, গ্র্যাজুয়েট পাত্রী চাই। (M) 9002561144. (C/118550)

■ কায়স্থ, 25/5'-4", M.A., B.Ed., ইংলিশ-মিডিয়াম স্কুলে টিচার, শিলিগুড়ি নিবাসী, সুন্দরী পাত্রী চাই। 9635026555. (C/118393)

■ ক্ষত্রিয়, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকের একমাত্র সন্তান, মেয়ে নেই। ৩২+/৫'-৯", B.Tech., ব্যবসা (মিল), বাড়ি তিনটি, পৈতৃক জমি, অফিস ভাড়া আছে। বাবা-মা ইসকন ভক্ত। রায়গঞ্জ, দাবিহীন। অসবর্ণ অগ্রাধিকার। (M) 8967175765. (C/118875)

■ ভৌমিক (বারুজীবী) 70+, আলিপুরদুয়ারে নিজস্ব বাড়ি, রামকৃষ্ণদেবের শিষ্য, কেন্দ্রীয় সরকারের পেনশনভোগী ব্যক্তির জন্য ৫০-৫২ মধ্যে ইস্যুলেস পাত্রী চাই। আইনগতভাবে স্ত্রীর মর্যাদা ও স্বামীর অবর্তমানে পেনশন পাবে। (M) 6295750340. (C/118717)

■ রাজবংশী, কোচবিহার নিবাসী, B.Tech., 31/5'-7 1/2", MNC-তে Costarica Cognizant-এ কর্মরত। 24 থেকে 27-এর মধ্যে পাত্রী চাই। সত্বর যোগাযোগ করুন। ঘটক নিষ্প্রয়োজন। (M) 7047915763, 8597115888. (C/118172)

■ বাঙালি সুন্নি মুসলিম, শিলিগুড়ি নিবাসী, ৩২, MD গভর্নমেন্ট ডাক্তার। এইরূপ প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 9874206159. (C/118393)

■ পাত্র ৩১, MBBS, M.O. সরকারি ডাক্তার, কায়স্থ, অতীব সুন্দরী/ডাক্তার/সুচাকুরে পাত্রী চাই, ২৩-২৯ মধ্যে। (M) 9083527580. (C/118559)

■ বয়স 40, মাড়োয়ারি, ডিভোর্সি, 30 থেকে 40-এর মধ্যে ডিভোর্সি পাত্রী লাগবে। বাঙালি, বিহারি হলেও চলবে। ফোন-9475200947. (C/118888)

■ কায়স্থ, 30+/5'-7", M.Sc., MNC IT পুনেতে কর্মরত। শিলিগুড়ি নিজস্ব বাড়ি। পাত্রের জন্য উপযুক্ত সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। (M) 7001185440. (C/118891)

■ নমশূদ্র, 30/5'-7", MBBS MD 2nd year পাঠরত, Govt. Job. উপযুক্ত শিক্ষিতা, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। Dr. অগ্রগণ্য। 9434150711, 8617034272. (C/118886)

■ 38 years old, divorced groom, well-settled with a salaried job and own house in Bagdogra, seeking a divorced or widowed bride. Contact : 9733000592. (C/118876)

■ ক্ষত্রিয় রায়, 34/5'-3", M.A., সুপ্রতিষ্ঠিত নিজস্ব ব্যবসায়ীর জন্য অতি সাধারণ পাত্রী চাই। বাড়ি ধনতলা ক্রান্তি। (M) 9635529844. (C/118878)

■ 37, ডিভোর্সি, 5'-7", রাজ্য সরকারি গ্রুপ-সি পদে কর্মরত, পাত্রের জন্য সুন্দরী, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। (M) 9641139653. (C/118884)

■ পূঃ বঃ কায়স্থ, ৩০/৫'-৮", B.Tech. (C.S), বেঃ সঃ সংস্থায় কর্মরত, দেবারিগণ, তুলা রাশি, একমাত্র ভাই দিল্লিতে কর্মরত, বাগডোগরায় ত্রিতল বাড়ি+গাড়ি দাবিহীন ও নেশাহীন পাত্রের সুশ্রী ২৭-এর মধ্যে ঘরোয়া/চাকরিরতা পাত্রী কাম্য। 9434818383, 9434706709. (C/118892)

■ EB, 34/5'-6", কায়স্থ, নরগণ, গুয়াহাটিতে বেঃ সঃ কর্মরত, শিলিগুড়ি নিবাসী। সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 8637802281. (C/118389)

■ 36/5'-5", ব্রাহ্মণ, B.Com. (H), বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। নমশূদ্র বাদ, ব্রাহ্মণ অগ্রগণ্য। (M) 9749374768. (C/118391)

পাত্রী চাই

■ পাত্র কম্পিউটার ব্যবসায়ী। বাবা-মা'র একমাত্র সন্তান। নিজস্ব ফ্ল্যাট। বয়স 37, 28-35 বয়সের মধ্যে মধ্যবিত্ত পরিবারের পাত্রী চাই। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। যোগাযোগ : 9933049510. (C/118391)

■ কায়স্থ, 33/5'-8", ইঞ্জিনিয়ার, WB, SEB গঃ জব-এ কর্মরত, ভদ্র, নেশাহীন পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। 8653532785. (C/118393)

■ Gene., 33/5'-8", সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট-এ কর্মরত, ভদ্র ফ্যামিলির পাত্রের যোগ্য পাত্রী চাই। 9635924555. (C/118393)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, ৩৮/৫'-৬", প্রাইঃ হাসপাতালের ম্যানেজার পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব ৩৩, শিক্ষিত, ঘরোয়া সুপাত্রী চাই। 8170028064. (C/118601)

■ পাত্র Gene., 34/5'-9", B.Tech., গঃ উচ্চপদে কর্মরত পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। 8016232769. (C/118393)

■ পাত্র কায়স্থ, 33+/5'-8", M.Sc., কেন্দ্রীয় সরকারে উচ্চপদে কর্মরত এবং একাধিক সম্পত্তির মালিকানা, নেশাহীন, ভদ্র পরিবারের পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। 9432076030. (C/118393)

■ বৈষ্ণব, মালদা নিবাসী, ৩৫/৫'-৬", M.A., Govt. প্রাইমারি শিক্ষক, ৩০-এর মধ্যে উপযুক্ত সুশ্রী পাত্রী কাম্য। মালদা, দঃ দিনাজপুর জেলা অগ্রগণ্য। মোঃ 9832477945.

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, SC, 31, M.Sc., অ্যাগ্রিকালচার অফিসার, দাবিহীন সুপাত্রের জন্য একটা ভালো পরিবারের শান্ত পাত্রী চাই। 9733066658. (C/118393)

■ ৩৩+, আলিপুরদুয়ার নিবাসী, অসম-এ কর্মরত, ভারতীয় রেলওয়েতে ইঞ্জিনিয়ার পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। দাবিহীন। (M) 8822987763. (C/118393)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩২, M.Sc. পাশ এবং সেন্ট্রাল গভঃ-এর অধীন NHPC-তে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত গভঃ চাকরিজীবী, মাতা গৃহবধূ। পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9330394371. (C/118393)

■ কোচবিহার, ২৯, M.Tech. পাশ, সরকারি চাকরিজীবী। পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। এইরূপ প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 9874206159. (C/118392)

■ জন্ম ১৯৯১, উত্তরবঙ্গ বাসিন্দা, M.Tech. পাশ, ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে ইঞ্জিনিয়ার। পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7596994108. (C/118392)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৩, M.Tech. পাশ এবং বেঙ্গালুরুতে নামী MNC-তে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/118392)

■ আলিপুরদুয়ার রাজবংশী, ৩২, M.Tech., সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী। পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M)7679478988. (C/118392)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বিপত্নীক, ৪৫, সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী। পিতা মৃত ও মাতা গৃহবধূ। পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 9836084246. (C/118392)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি, ৩৮+, সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিরতা। পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 8967180345. (C/118392)

■ জেনারেল, 32+/6', BHMS ডাক্তার। বেসরকারি হাসপাতালে কর্মরত। সুদর্শন পাত্রের জন্য ফর্সা, সুশ্রী পাত্রী চাই। Ph : 8101486750. (C/118394)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ একমাত্র আমরাই পাত্রপাত্রীর সেরা খোঁজ দিই মাত্র 799/-, Unlimited Choice. (M) 9038408885. (C/118393)

শতাব্দী মার্চ পৌঁছাল মহানদী স্টেশনে

শিলিগুড়ি, ১ নভেম্বর : দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের ‘শতাব্দী মার্চ’ শনিবার কার্সিয়াং থেকে মহানদী স্টেশনে এসে পৌঁছাল। এদিন সকালে ১০০ জনেরও বেশি মানুষ এই পদযাত্রায় অংশ নিয়েছিলেন। স্বচ্ছতা বজায় রাখা, পরিবেশকে ভালো রাখার বার্তা দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে মহাত্মা গান্ধির টয়ট্রেনে চেপে দার্জিলিং যাওয়ার শতবর্ষপূর্তিতে এই মার্চের আয়োজন করা হয়েছে।

দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী বলেন, ‘মহাত্মা গান্ধি ১০০ বছর আগে শিলিগুড়ি টাউন স্টেশন থেকে দার্জিলিং এসেছিলেন। আমরা সেই শতবর্ষ উদযাপন করছি। গান্ধিজির নীতি এবং আদর্শ নিয়ে পদযাত্রা হচ্ছে।’ দার্জিলিং স্টেশন থেকে শুরু হয়েছে এই ‘শতাব্দী মার্চ’। পাহাড়ের সবগুলি স্টেশন ছুঁয়ে সমতলে শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনে এসে থামবে এই পদযাত্রা। প্রতি সপ্তাহে একদিন করে একটি করে স্টেশন পার করবেন পদযাত্রায় অংশগ্রহণকারীরা। প্রত্যেক স্টেশনকে পরিষ্কার রাখার বার্তা দেওয়া হচ্ছে এই পদযাত্রা থেকে। দুটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় আবর্জনা সংগ্রহ এবং পৃথকীকরণ করে দুটি নির্দিষ্ট পাত্রে ফেলা হচ্ছে। ডিএইচআর- এর সব স্টেশনেই এই কাজ করা হবে বলে রেলের তরফে জানানো হয়েছে।

ঠাকুর যাবে বিসর্জন... তোর্ষা নদীতে মদনমোহনবাড়ির জগদ্ধাত্রী মূর্তির বিসর্জন। ছবি : জয়দেব দাস

আজ ঘুম ভাঙবে ছোট মদনমোহনের

৫ নভেম্বর শুরু রাস উৎসব

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১ নভেম্বর : প্রায় চার মাস একটানা ঘুমানোর পর রবিবার উত্থান একাদশীতে ঘুম থেকে উঠবেন মদনমোহন (ছোট)। দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর মদনমোহনকে (ছোট) মন্দিরের বারান্দায় নিয়ে এসে স্নান করানো হবে। তারপর রয়েছে বিশেষ পুজো।

রাজপুরোহিত হীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেন, ‘রবিবার প্রায় চার মাস বাদে ছোট মদনমোহনবাবা ঘুম থেকে উঠবেন। তারপর পরম্পরা মেনে তাঁকে ১০৮ কলস জল দিয়ে স্নান করানো হবে এবং বিশেষ পুজো হবে। ছোট মদনমোহনবাবা চার মাস ঘুমিয়ে থাকার কারণে মদনমোহনের ভোগে পুঁই, পটল ইত্যাদি সবজি দেওয়া বন্ধ ছিল। এবার থেকে সেইসব সবজি ফের মদনমোহনের ভোগে দেওয়া যাবে।’

সেই রাজ আমল থেকে প্রচলিত প্রথার আজও কোনও বদল ঘটেনি। রথের শেষে বড় মদনমোহন গুঞ্জবাড়িতে মাসিরবাড়ি থেকে বৈরাগী দিঘির ধারে মন্দিরে ফিরে আসেন। আর ছোট মদনমোহন চলে যান হরিশয়নে। একটানা প্রায় চারমাস ঘুমানোর পর রবিবার তিনি ঘুম থেকে উঠবেন। দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের সচিব পবিত্রা লামা জানালেন, রবিবার সকাল সাতটা বেজে চল্লিশ মিনিটে ঘুম থেকে উঠবেন। তারপর বিশেষ পুজো করিয়ে বারান্দায় নিয়ে আসা হবে আটটা চব্বিশ মিনিটে। এই প্রথা ‘বারাম’ নামে পরিচিত।

মন্দিরের বারান্দায় নিয়ে এসে ছোট মদনমোহনকে আমলকি এবং আম গাছের ডাল দিয়ে দাঁত মাজানো হবে। এরপর রাজ আমলের পরম্পরা মেনে দুধ, দই, ঘি, মধু, চন্দন, ডাবের জল সহযোগে ১০৮ কলস জল দিয়ে মদনমোহনকে স্নান করানো হবে। পরে আবার সহস্রধারা দিয়ে স্নান করানো হবে।

> রবিবার প্রায় চার মাস বাদে ছোট মদনমোহনবাবা ঘুম থেকে উঠবেন। তারপর পরম্পরা মেনে তাঁকে ১০৮ কলস জল দিয়ে স্নান করানো হবে এবং বিশেষ পুজো হবে।
>
> **হীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য**
> *রাজপুরোহিত*

তবে সকালে স্নান করানোয় যাতে মদনমোহনের ঠান্ডা না লেগে যায়, সে কারণে স্নানের আগে মদনমোহনের গায়ে তিলবাটা মাখানো হবে। দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের অন্যতম পুরোহিত শিবকুমার চক্রবর্তী রবিবার মন্দিরের বারান্দায় ছোট মদনমোহনকে এই বিশেষ স্নান করাবেন। অন্যদিকে, রাস উৎসবে যোগ দিতে শনিবার সন্ধ্যায় মদনমোহন ঠাকুরবাড়িতে এলেন রাজমাতা এবং ডাঙ্গরআই মন্দিরের দুই মদনমোহন।

স্নানের পর ছোট মদনমোহনকে ঘরের ভেতর নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে নতুন বস্ত্র পরিয়ে তাঁকে সিংহাসনে বসিয়ে উত্থান একাদশীর বিশেষ পুজো হবে। অপরদিকে ছোট মদনমোহনকে ঘরের ভেতর ঢোকানোর পর নিত্যস্নান শেষে বড় মদনমোহনকে মন্দিরের বারান্দায় নিয়ে আসা হবে। রবিবার মন্দিরের বারান্দায় বড় মদনমোহনের পাশাপাশি রাজমাতা এবং ডাঙ্গরআই মন্দিরের দুই মদনমোহনকেও বাইরে আনা হবে। তিন মদনমোহনকে বারান্দায় একসঙ্গে রাখা হবে। এরপর প্রথা মেনে রবিবার সন্ধ্যার আগে ছোট মদনমোহনকেও বাইরে বারান্দায় আনা হবে।

৫ নভেম্বর বুধবার সন্ধ্যায় রাস উৎসব শুরুর দিন পসার ভাঙা অনুষ্ঠানের পর ছোট মদনমোহনকে মন্দিরের ভেতরে নিয়ে যাওয়া হবে। তবে রাস উৎসব চলাকালীন ১৫ দিন রাজমাতা ও ডাঙ্গরআইয়ের দুই মদনমোহনের সঙ্গে বড় মদনমোহন মন্দিরের বারান্দাতেই থাকবেন।

৫ নভেম্বর থেকে কোচবিহারে মদনমোহনের রাস উৎসব শুরু হবে। দিনভর উপোস থেকে সন্ধ্যায় রাসচক্র ঘুরিয়ে রাস উৎসবের উদ্বোধন করবেন দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের সভাপতি তথা কোচবিহারের জেলা শাসক রাজু মিশ্র। বেশি দেরি নেই, তাই রাস উৎসব উপলক্ষ্যে ইতিমধ্যে সাজোসাজো রব শুরু হয়ে গিয়েছে কোচবিহারের মদনমোহন ঠাকুরবাড়িতে।

PUBLIC NOTICE

Property : ALL THAT piece and parcel of land measuring 1.56 acres situated within Pargana Baikunthpur, Mouza Dabgram, Police Station Bhakti Nagar, District Jalpaiguri, comprised in R.S. Plot Nos. 458/ 1440, 458/1442, 458/1441, 458/1443 and 458, appertaining to R.S. Khatian No. 296/17.

IN THE COURT OF THE LEARNED CIVIL JUDGE (JUNIOR DIVISION), JALPAIGURI
TITLE SUIT NO. 668 OF 2025
Giridhar Gopal Dalmiaand Ors.
..................PLAINTIFFS
VERSUS
M/s. Construction and Trading CorporationandAnr.
....DEFENDANTS

My Clients Plaintiffs

The Plaintiffs in the captioned Suit have sought for various reliefs of declaration and injunction in respect of the captioned property and have also filed an Application for injunction, which was taken up for hearing and the Learned Court has been pleased to pass an order dated 25.09.2025 directing to maintain STATUS-QUO as regards the title, possession, nature and character of the suit property being the property mentioned above.

Public is hereby informed of the above order and also called upon to ensure compliance thereof.

Sd/-
Mr. Aditya Kanodia, Advocate
"Temple Chambers", 4th Floor,
6, Old Post Office Street,

কেনরা বৈংক Canara Bank — A Govt. of India Undertaking — সিন্ডিকেট Syndicate

দাবির বিজ্ঞপ্তি
ধারা ১৩(২)

রিজিওনাল অফিস: শিলিগুড়ি, হোম ল্যান্ড বিজনেস সেন্টার
তৃতীয় তল, থার্ড মাইল, সেবক রোড, পোস্ট- সালুগাড়া, থানা- ভক্তিনগর জেলা- জলপাইগুড়ি, পিন- ৭৩৪ ০০৮, মোবাইল: ৬২৯২৩ ২৯২৩৭/ ৯৮৩২৩ ৩১৬৩৬

রেফারেন্স: আরওএসএলজি/১৩(২)/সিবি-১১৫৩০/২০২৫-২৬/২৬৭ তারিখ: ৩০.১০.২০২৫

প্রতি,

১. চন্দন জয়সওয়াল (ঋণগ্রহীতা), পিতা- কানিয়া লাল জয়সওয়াল, ৫২, সোনাই মনাই অ্যাপার্টমেন্ট, এস.এন বোস রোড, বাবু পাড়া শিলিগুড়ি, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৩৪ ০০৪।

২. সঞ্জয় জয়সওয়াল (সহ-ঋণগ্রহীতা), পিতা- কানিয়া লাল জয়সওয়াল, সুপার মার্কেট জয়গাঁও, আলিপুরদুয়ার, জেলা- জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৩৬ ১৮২।

৩. অনিল কুমার জয়সওয়াল (সহ-ঋণগ্রহীতা), পিতা- কানিয়া লাল জয়সওয়াল, জয়গাঁও, আলিপুরদুয়ার, জেলা- জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৩৬ ১৮২।

মাননীয় মহাশয়,

বিষয়: সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে জারি করা বিজ্ঞপ্তি।

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (এরপরে "আইন" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে)-এর অধীনে নিযুক্ত কানাড়া ব্যাঙ্ক, শিলিগুড়ি- ২ শাখার অনুমোদিত আধিকারিক হিসাবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ব্যক্তি আপনাদেরকে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করছেন যার বক্তব্য নিম্নরূপ:

উল্লেখ্য যে চন্দন জয়সওয়াল, সঞ্জয় জয়সওয়াল এবং অনিল কুমার জয়সওয়াল এখানে তপশীল ক এবং গ- তে বর্ণিত ঋণের সুবিধাগুলি এবং দায় গ্রহণ করেছেন এবং কানাড়া ব্যাঙ্কের পক্ষে সুরক্ষা চুক্তিগুলি করেছেন। উক্ত আর্থিক সহায়তা গ্রহণের সময়, আপনি উপরোক্ত চুক্তির শর্তাবলী অনুসারে ঋণের মূল্য/গুলি পরিশোধ করার ব্যাপারে স্পষ্টভাবে অঙ্গীকার করেছেন।

তপশীল ক এবং গ

লোনের ধরন (লোন অ্যাকাউন্ট নং)	লোনের পরিমাণ (টাকায়)	২৯.১০.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত দায়	পেনাল্টি সহ সুদের হার
হাউজিং ফাইন্যান্স (১৬০০০০০৫২৫৩৬)	৫৪,৪০,০০০.০০ টাকা	৪১,০৯,৮৬৭.৩৫ টাকা	৯.৫৫%

উপরোক্ত ঋণ/ধারের সুবিধাগুলি আমাদের পক্ষে সম্পাদিত হওয়া সংশ্লিষ্ট প্রাসঙ্গিক নথির ভিত্তিতে তপশীল খ অনুসারে আরও সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণনা দেওয়া সম্পদের বন্ধকের মাধ্যমে যথাযথভাবে সুরক্ষিত করা হয়েছে। যেহেতু আপনারা নির্ধারিত নিয়ম ও শর্তাবলী অনুযায়ী আপনার দায় পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই ব্যাঙ্ক ২৯.১০.২০২৫ তারিখে সংশ্লিষ্ট ঋণটিকে এনপিএ হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করেছে। অতএব, আমরা সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩(২) ধারার অধীনে আপনাদের প্রতি এই বিজ্ঞপ্তিটি জারি করছি যা দ্বারা আপনাদেরকে সম্পূর্ণ দায় মেটানোর আহ্বান করা হচ্ছে যার পরিমাণ ৪১,০৯,৮৬৭.৩৫ টাকা (একচল্লিশ লক্ষ নয় হাজার আটশো সাতষট্টি টাকা এবং পঁয়ত্রিশ পয়সা মাত্র) ২৯.১০.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত, যা বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ষাট (৬০) দিনের মধ্যে উপরে বর্ণিত ৩০.১০.২০২৫ তারিখ থেকে অতিরিক্ত সুদ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয় এবং খরচ সহ শোধ করতে হবে, যাতে ব্যর্থ হলে আমরা সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩(৪) ধারার অধীনে যে কোনও বা সমস্ত অধিকার প্রয়োগ করতে পারি।

উপরন্তু, আমাদের পূর্ব সম্মতি ব্যতীত আপনাদেরকে তপশীল খ-তে উল্লিখিত যে কোনও সুরক্ষিত সম্পদের সাথে যে কোনও উপায়ে লেনদেন করা থেকে বিরত থাকতে বলা হচ্ছে। এটি সংশ্লিষ্ট আইন এবং/অথবা কার্যকর অন্য কোনও আইনের অধীনে আমাদের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনও অধিকারের প্রতি পক্ষপাত ছাড়াই।

সুরক্ষিত সম্পদ উদ্ধারের জন্য উপলব্ধ সময়ের ক্ষেত্রে, সারফায়েসি আইনের ১৩ নং ধারার উপ-ধারা (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

শাখার নথিতে উপলব্ধ আপনার সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রাপ্তিস্বীকারের শর্ত সমেত রেজিস্টার্ড পোস্টের মাধ্যমেও আপনাকে দাবির বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছিল।

তপশীল- খ
সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ

স্থাবর: আবাসিক ফ্ল্যাটের পরিমাপ ১৫৭৫ বর্গফুট, যার মধ্যে ১২৬০ বর্গফুটের কার্পেট এরিয়া, জমির আনুপাতিক ভাগের খরচ, সিঁড়ি, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া এবং "সোনাই মানাই" নামক কমপ্লেক্সের ভবনের দ্বিতীয় তলে থাকা ফ্ল্যাট নং এ-২- এ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা অন্তর্ভুক্ত একই সাথে গ্রাউন্ড ফ্লোরে খোলা পার্কিং স্থানে (সামনের দিকে পশ্চিম দেওয়াল পিলার নং ২ এবং ৩- এর মাঝে) একটি গাড়ি পার্ক করার অধিকার রয়েছে যার পরিমাপ ১২০ বর্গফুট কম বেশি একত্রে জমির অবিভাজ্য অধিকার/ভাগের পরিমাপ ১২ কাঠা ৮ ছটাক আরএস প্লট নং ৫২২৪ এবং ৫২২৫- এর অংশে গঠন করছে, আরএস খতিয়ান নং ২০০১- এ রেকর্ড করা রয়েছে, মৌজা- শিলিগুড়িতে অবস্থিত, জে.এল নং ১১০(৮৮), তৌজি নং ৩(জেএ), পরগনা- বৈকুণ্ঠপুর, শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নং ২৭, থানা- শিলিগুড়ি, জেলা- দার্জিলিং। জমির চারপাশে রয়েছে: উত্তরে- ২৪ ফুট চওড়া সত্যেন বোস রোড, দক্ষিণে- প্রণব দাসের উত্তরাধিকারীর সম্পত্তি, পূর্বে- মেঘদূত অ্যাপার্টমেন্ট এবং শ্রীমতি আর. চক্রবর্তীর সম্পত্তি, পশ্চিমে- দেবব্রত চক্রবর্তীর সম্পত্তি।

স্বত্বের ধারকের নাম: শ্রী চন্দন জয়সওয়াল, শ্রী অনিল কুমার জয়সওয়াল এবং শ্রী সঞ্জয় জয়সওয়াল

তারিখ: ৩০.১০.২০২৫ অনুমোদিত আধিকারিক (৬২৯২৩ ২৯২৩৭/ ৯৮৩২৩ ৩১৬৩৬)
স্থান: শিলিগুড়ি কানাড়া ব্যাঙ্ক

নামমাত্র দাম, ফাঁপরে উত্তরের আলু কারবারিরা

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ১ নভেম্বর : চলতি বছর মার্চ-এপ্রিল মাসে যখন ৯ থেকে ১০ টাকা কেজি দরে আলু কিনে হিমঘরে মজুত করার হিড়িক উঠেছিল, তখন কি কেউ ঘুণাক্ষরেও ভেবেছিল, সেই আলু একসময় পথে বসাতে পারে? বর্তমান বাজারে ওজনে ঘাটতি সহ ৭ থেকে ৭.৫০ টাকা কেজি দরে আলু বিক্রি করলে এক গাড়িতে লোকসানের পরিমাণ হবে ২০ থেকে ৩০ হাজার টাকা। তাই এমন অবস্থায় কৃষকরা কিছুতেই হিমঘর থেকে আলু বের করতে চাইছেন না। এতেই বিপদে পড়েছেন হিমঘরের মালিকরা।

সরকারি নিয়ম অনুযায়ী, আগামী ৩০ নভেম্বরের মধ্যে হিমঘর খালি করতে হবে। এর মধ্যে মজুত করা ৩৫ শতাংশের বেশি আলু নিয়ে ফাঁপরে পড়েছেন হিমঘর মালিকরা। আলু বের না হলে একদিকে যেমন প্রাপ্য ভাড়া আদায় হবে না, তেমনই মেয়াদ শেষে পড়ে থাকা আলু ফেলার খরচও নিজেদের পকেট থেকে গুনতে হবে।

এরমধ্যে সবথেকে বেশি চাপে পড়েছেন সেইসব হিমঘর মালিকরা যাঁরা লোডিং-এর মরশুমে হিমঘর বোঝাই করতে বস্তা প্রতি ভাড়ায় ছাড় বা লোন দিয়েছিলেন। এমন পরিস্থিতিতে কারও কারও আশা, ঘূর্ণিঝড় মন্থা আলুর মরা বাজারে জোয়ার আনবে। আবার কেউ ভাবছেন, শেষ বাজারে চড়চড়িয়ে আলুর দর বাড়বে।

রাজ্য হিমঘর মালিক সমিতির উত্তরবঙ্গ আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক মনোজ সাহা বললেন, ‘প্রতিটি হিমঘর কর্তৃপক্ষই চায় হিমঘর তার ক্ষমতা অনুসারে ভর্তি হোক এবং নির্দিষ্ট সময়ে খালি হোক। তা না হলে বিশাল অঙ্কের বিদ্যুতের বিল, ঋণের কিস্তি সহ অন্যান্য খরচ বহন করে লোকসানের সম্মুখীন হতে হবে। এখন যা পরিস্থিতি তাতে রাজ্য সরকার কিছুটা বাড়তি সময় না দিলে এবং আলুর বাজারদর না বাড়লে আমাদের চাপ বাড়বে।’

উত্তরবঙ্গের আট জেলা মিলে চলতি মরশুমে ৭০টির বেশি হিমঘরে সাদা জ্যোতি এবং লাল হল্যান্ড আলু মজুত হয়েছে। সব মিলে ৫০ কেজি ওজনের প্রায় তিন কোটি প্যাকেট আলুর ৩৫ থেকে ৩৭ শতাংশ এখনও পড়ে রয়েছে। স্বাভাবিক নিয়মে প্রতি মাসে গড়ে ১২ থেকে ১৫ শতাংশ আলু বের করা হয়। তাই সরকার নির্ধারিত এক মাস সময়ের মধ্যে মজুত বিপুল আলু কীভাবে বের হবে তা নিয়ে দুশ্চিন্তা সকলেরই।

গোদের ওপর বিষফোড়ার মতো নভেম্বরের মাঝামাঝি সময় থেকেই বিহার ও উত্তরপ্রদেশের প্রাকমরশুমি আলু উত্তরবঙ্গের বাজারগুলিতে পৌঁছে যাবে। সঙ্গে ভুটান থেকে আসা কাঁচা আলু তো রয়েছেই। নতুন আলু বাজারে ঢুকতে শুরু করলে হিমঘরে রাখা পুরানো আলুর চাহিদা আরও তলানিতে ঠেকবে বলেই মত কারবারিদের। উত্তরবঙ্গ আলু ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক বাবলু চৌধুরী বলেন, ‘সর্বশেষ মরশুমে কিছুটা বাড়তি ফলনের কথা মাথায় রেখে বলা যায়, উত্তরবঙ্গের আলু দক্ষিণবঙ্গ এবং ভিনরাজ্যে না গেলে প্রতিবারই এমন অবস্থা অনিবার্য। শুধু কৃষক বা ব্যবসায়ীদের পরিকল্পনা নয়, এর জন্য সুনির্দিষ্ট নীতি প্রয়োজন।’ এনিয়ে রাজনৈতিক তর্জাও ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে। রাজ্য সরকারকে দায়ী করে সারা ভারত কৃষকসভার জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক প্রাণগোপাল ভাওয়াল বলেন, ‘অন্যান্য রাজ্য এবং প্রতিবেশী দেশে উত্তরবঙ্গের আলুর বাজার তৈরি করা এবং রপ্তানিতে সহায়তা করছে না রাজ্য।’

অপারেশনে ফুসফুস থেকে উদ্ধার বাঁশি

শিলিগুড়ি

শিলিগুড়ি, ১ নভেম্বর : নাতনিকে বাঁশি বাজানো শেখাতে গিয়ে বাধে বিপত্তি। বাঁশি গিয়ে আটকে পড়ে দাদুর ফুসফুসে। শ্বাসপ্রশ্বাসের সময় সেই বাঁশি থেকে বেরিয়ে আসছিল আওয়াজ। অবশেষে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের চিকিৎসকদের তৎপরতায় শনিবার অপারেশন করে বের করা হল সেই বাঁশি।

বর্তমানে ওই ব্যক্তি বিপন্মুক্ত বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন। মেডিকেলের নাক-কান-গলা (ইএনটি) বিভাগের প্রধান ডাঃ রাধেশ্যাম মাহাতো বলেন, ‘ইএনটি, অ্যানাস্থিশিয়া সহ অন্য বিভাগের চিকিৎসকদের যৌথ প্রচেষ্টায় ওই ব্যক্তির ফুসফুসে আটকে থাকা দুই সেন্টিমিটারের বেশি লম্বা বাঁশিটি বের করা হয়েছে।’

কিশনগঞ্জের তেউসা গ্রামের বাসিন্দা ৫৫ বছর বয়সি নুর আলম শুক্রবার দুপুরে নাতনির সঙ্গে খেলছিলেন। সেই সময় তিনি নাতনিকে একটি চিপসের প্যাকেট দেন। সেই প্যাকেটে চিপসের সঙ্গে একটি বাঁশি ছিল। কীভাবে বাঁশি বাজাতে হয় সেটা দেখানোর জন্য তিনি সেটিকে মুখে নেন। সেই সময় অসাবধানবশত বাঁশিটি শ্বাসনালিতে পৌঁছে গিয়েছিল। দ্রুত ওই ব্যক্তিকে কিশনগঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা প্রাথমিক চিকিৎসার পর উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে রেফার করেন। রাতেই রোগীকে মেডিকেলে নিয়ে এসে ভর্তি করা হয়।

চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, রোগী নিঃশ্বাস নিলেই গলা দিয়ে বাঁশির শব্দ বের হচ্ছিল। দ্রুত সিটি স্ক্যান এবং রক্তের বিভিন্ন পরীক্ষা করা হয়। সিটি স্ক্যানের রিপোর্টে দেখা যায় যে, বাঁশিটি রোগীর ফুসফুসে ঢুকে রয়েছে। এই সমস্ত রোগীর ফুসফুস থেকে এত বড় আকারের বাঁশি বের করা যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ। তবুও বিভাগের অন্যান্য চিকিৎসক এবং অ্যানাস্থিজিওলজি বিভাগের সঙ্গে আলোচনা করে দ্রুত ব্রঙ্কোস্কপি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

চা বাগানের বাসিন্দাদের ছবি ‘ধাগো’

নাগরাকাটা, ১ নভেম্বর : ডুয়ার্সের চা বাগানের ছেলেমেয়েরাও এবার বিনোদন দুনিয়ায় পা রাখছেন। তাঁরাও ঝুঁকছেন সিনেমায় অভিনয়ের দিকে। ৭০ জন এমন কলাকুশলীকে নিয়ে নির্মিত নেপালি সিনেমা ‘ধাগো’ আগামী ১৪ নভেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে চলেছে। ডুয়ার্সের নিরিখে এই ঘটনা কার্যত নজিরবিহীন বলেই মনে করা হচ্ছে। শনিবার লুকসানে ছিল সিনেমার প্রিমিয়ার শো-এর অনুষ্ঠান। ধাগো-র নির্দেশক উদীপ থাপা নিজে লিস রিভার চা বাগানের বাসিন্দা। তিনি বলেন, ‘এখানে সিনেমা জগতে কাজ করার মতো যোগ্য ছেলেমেয়ের কোনও অভাব নেই। প্রয়োজন শুধু একটা সুযোগের। সেটাই ওঁদের দিতে চেয়েছি। ভবিষ্যতেও এই প্রয়াস অব্যাহত থাকবে।’

ধাগো সিনেমায় নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন কালচিনির রাজাভাতখাওয়া চা বাগানের বাসিন্দা প্রভাত থাপা। পার্শ্বচরিত্র সমেত সিনেমায় যাবতীয় কারিগরি বিভাগের সঙ্গে যুক্ত সবাই চা বাগানের বাসিন্দা। নায়িকা নেপালের জাতীয় সিনে পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেত্রী সুরক্ষা পন্ত। তাঁরা দুজন শুধু নেপালি ভাষাভাষি নন, মিশ্র জনজাতির প্রতিনিধিও বটে। ডুয়ার্সে অন্য ভাষার সিনেমা আরও বেশি করে তৈরি হোক, এমনটাই চাইছেন এই সিনেমার সঙ্গে যুক্ত সবাই। এদিকে এদিন ধাগো-র প্রিমিয়ার শো-কে ঘিরে দারুণ সাড়া পড়ে লুকসানে।

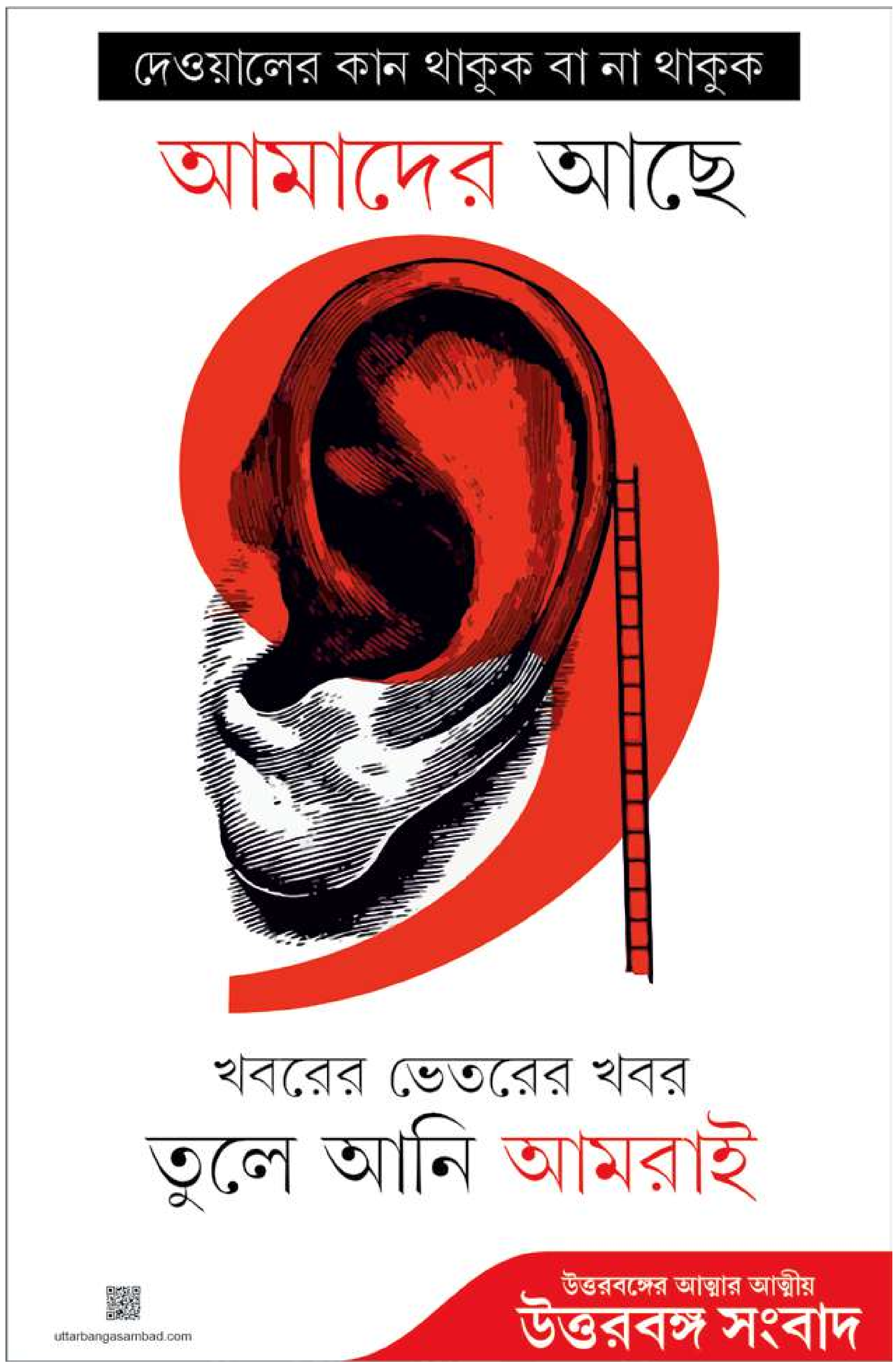

মনোজের ‘দাদাগিরি’তে তোলপাড়

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ১ নভেম্বর : আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা এসেছিলেন ডেপুটেশন দিতে। তখনই বিডিও-র চেম্বারে ঢুকে টেবিল চাপড়ে মারমুখী আচরণের অভিযোগ উঠল সাংসদের বিরুদ্ধে। ঘটনা গত ২৯ অক্টোবরের হলেও ভিডিও ভাইরাল হয় শুক্রবার রাত থেকেই (ওই ভিডিও-র সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ)। সেই ভিডিওয় দেখা যায় অত্যন্ত উত্তেজিত ভঙ্গিতে বিডিও-র টেবিল চাপড়ে তাঁকে ধমকাচ্ছেন সাংসদ। তবে বিডিও অমিতকুমার চৌরাসিয়া শান্তই ছিলেন। ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই তীব্র নিন্দা করেছেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক। যদিও বিডিও বলেন, ‘বিজেপির সাংসদ ডেপুটেশন দেওয়ার জন্য আগাম অনুমতি নেননি। আমাকে পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা সুজিত সাহা জানান, সাংসদ মনোজ এসেছেন। দেখা করতে। আমি ভেবেছিলাম, উনি প্রায়ই আসেন। এদিন হয়তো সেরকমই এসেছেন। এরপর সদলবলে চেম্বারে ঢুকে অপ্রাসঙ্গিক কথা বলা শুরু করেন। চূড়ান্ত উত্তেজিত হয়ে আমার টেবিল চাপড়ান।’

অন্যদিকে সাংসদ মনোজ বলেন, ‘হাতির হানায় মা ও সন্তানের মৃত্যুর ঘটনা জানাতে ও বেশকিছু দাবিতে আগাম অনুমতি নিয়ে বিডিও-র চেম্বারে যাই। বিডিও ব্লকের প্রধান। আমি বিডিও-র কাছে প্রশ্ন রেখেছিলাম, আমাদের পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী

দলনেতা আজও কেন অফিসে বসার জায়গা পেলেন না? তাঁর কোটার সামগ্রী তাঁকে কেন দেওয়া হয় না? ত্রাণসামগ্রী পৌঁছোলে শুধু তৃণমূলের পঞ্চায়েত থেকে পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা পান। তার সঙ্গে বন্যপ্রাণীর আক্রমণে মৃত বা জখমদের ক্ষতিপূরণ বাড়ানোর দাবিও জানাই।’ মনোজ বলেন, ‘বিডিও অফিস যেন তৃণমূলের পার্টি অফিস! তৃণমূলের একজন কর্মাধ্যক্ষ তো সকাল থেকে রাত পর্যন্ত জয়েন্ট বিডিও-র চেম্বারে বসে থাকেন। এইসব ঘটনার প্রতিবাদ করলে বিডিও আইন দেখাতে শুরু করেন।’ যদিও এ ব্যাপারে বিডিও বলেন, ‘আমি সরকারি নিয়ম মেনে চলি। সাংসদ যেভাবে মারমুখী হয়েছিলেন আমি আতঙ্কিত ছিলাম। আমার টেবিল বারবার চাপড়াচ্ছিলেন। আমাকে কথা বলার সুযোগ দিচ্ছিলেন না তিনি। আমি সাংসদকে সৌজন্য দেখাতে চেয়েছিলাম। তিনি তত উগ্র আচরণ করতে থাকেন।’

এদিকে তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক বলেন, ‘অত্যন্ত নিন্দনীয় ঘটনা। আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাই। এই সাংসদ এর আগে কুমারগ্রামে একজন বয়স্ক লোককে ধাক্কা দিয়েছেন।’ সাংসদের সমালোচনা করে তিনি আরও বলেন, ‘পাঁচ বছর কোথায় ছিলেন, কী কাজ করেছেন? এই যে এতবড় বন্যা পরিস্থিতি গেল, উনি কোথায় ছিলেন? কী দিয়েছেন? বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরে আমি এক লাখ টাকা দিয়েছি। মনোজ কী দিয়েছেন? পলিথিন দেওয়ার নামে বিডিও-র সঙ্গে যে ব্যবহার করলেন, গুন্ডামি করলেন, মস্তানি করলেন, আমি তীব্র ধিক্কার জানাই। আসলে এবার নির্বাচনে সাফ হয়ে যাবে। সেইজন্য মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে ওঁর।’

মূর্তি নদীর ধার থেকে শুটিং দলকে সরিয়ে দিচ্ছেন পুলিশকর্মী ও বনকর্মীরা। শনিবার।

টানা বৃষ্টিতে জারি হাই অ্যালার্ট

মূর্তির ধারে বন্ধ শুটিং

রহিদুল ইসলাম

চালসা, ১ নভেম্বর : অবিরাম বৃষ্টিতে ফুঁসছে মূর্তি নদী। বেড়ে গিয়েছে জলস্তর। প্রশাসনের তরফে নদীসংলগ্ন এলাকায় হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। তার মধ্যেই প্রশাসনের নির্দেশকে অমান্য করে শনিবার মূর্তি নদীর ধারে একটি ওয়েব সিরিজের শুটিং চলছিল। শুটিং দলের সদস্যরা কলকাতা থেকে এসেছিলেন। খবর পেয়ে নদীর ধার থেকে ওই শুটিং দলকে তুলে দেন মেটেলি থানার পুলিশ ও চালসা রেঞ্জের বনকর্মীরা। ফলে শুটিং মাঝপথেই বন্ধ হয়ে যায়।

চালসার রেঞ্জ অফিসার প্রকাশ থাপা জানিয়েছেন, ওই দলটির খড়িয়ার বন্দর বিট অফিস ক্যাম্প সহ মূর্তি নদীর ধারে শুটিং করার অনুমতি নেওয়া ছিল। কিন্তু লাগাতার বৃষ্টির ফলে নদীসংলগ্ন এলাকায় হাই অ্যালার্ট জারি রয়েছে। তাই শুটিং দলকে তুলে দেওয়া হয়। ওয়েব সিরিজের পরিচালক মিলন ভৌমিক বলেন, ‘হাই অ্যালার্ট জারি থাকার বিষয়টি জানতাম না। আমাদের ৩০ অক্টোবর থেকে ৮ নভেম্বর পর্যন্ত চালসা রেঞ্জের বিভিন্ন জায়গায় শুটিংয়ের জন্য বন দপ্তরের কাছ থেকে অনুমতি নেওয়া রয়েছে।’

শনিবার দিনভর ডুয়ার্সে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হয়। নদীসংলগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। নদীতে নামার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি রয়েছে। প্রশাসনের তরফে চলছে মাইকিং। বৃষ্টি হলেই পাহাড়ি নদী মূর্তিতে হঠাৎ করে জল বেড়ে যায়। বৃষ্টির জন্য গত কয়েকদিন ধরেই মূর্তি নদীর ধারে কাউকেই দেখা যায়নি।

পরিবেশপ্রেমী সাবুল হকের কথায়, ‘দুইদিন ধরে টানা বৃষ্টি হচ্ছে। প্রশাসনের তরফে মূর্তি নদীর ধারে না যাওয়ার জন্য নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। কিন্তু নিষেধ উপেক্ষা করেই নদীর চরে শুটিং চলছিল। এই মুহূর্তে ওখানে শুটিং করা হলে দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকে।’

স্টোর্স ই-প্রকিওরমেন্ট

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ এস/২৪/২০২৫-২৬; তারিখঃ ৩০-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ-

ক্র.নং. ১। টেন্ডার নং. ৬১/২৫/৫৪৯৪/ওটি/১৬৭/২০২৫-২৬,
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২৫-১১-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণঃ পিএসসি ওয়াইডার স্ল্যাক গেজ স্লিপার, আরডিএসও ড্রয়িং নং. টি-৮৯৮১। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সিঃ সিওএনএসজি, স্টেজ আইএনএসপিঃ না, স্টেজঃ ০]। [ইউভিএএম লিঙ্কিং] আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ- এসএসই/পি.ওয়ে/ফরকাটিং জং., এনএফআর (অসম)-এর জন্য ৪০৫টি, (ii) পরিমাণ- এসএসই/পি.ওয়ে/লামডিং, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ৪২০০টি, (iii) পরিমাণ- ডিআরএম/ডব্লিউ/আলিপুরদুয়ার জং., এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ)-এর জন্য ৫৪৮টি, পি. এল. নং.- ৬০০৩০১৫৭০০৯২।(২) পিএসসি ওয়াইডার স্ল্যাক গেজ স্লিপার, আরডিএসও ড্রয়িং নং. টি-৮৯৮২। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সিঃ সিওএনএসজি, স্টেজ আইএনএসপিঃ না, স্টেজঃ০]। [ইউভিএএম লিঙ্কিং] আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ)। (i) পরিমাণ- এসএসই/পি.ওয়ে/ফরকাটিং জং., এনএফআর (অসম)-এর জন্য ৮২৭টি, (ii) পরিমাণ- ডিআরএম/ডব্লিউ/আলিপুরদুয়ার জং., এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ)-এর জন্য ১০৯৯টি, (iii) পরিমাণ- এসএসই/পি.ওয়ে/লামডিং, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ৮৪৬৩টি, পি. এল. নং.- ৬০০৩০১১৫৮৩০০৫০।(৩) পিএসসি ওয়াইডার স্ল্যাক গেজ স্লিপার, আরডিএসও ড্রয়িং নং. টি-৮৯৮০। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সিঃ সিওএনএসজি, স্টেজ আইএনএসপিঃ না, স্টেজঃ ০]। [ইউভিএএম লিঙ্কিং] আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ)। (i) পরিমাণ- ডিআরএম/ডব্লিউ/আলিপুরদুয়ার জং., এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ)-এর জন্য ৫৪৮টি, (ii) পরিমাণ- এসএসই/পি.ওয়ে/লামডিং, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ৪২০০টি, (iii) পরিমাণ- এসএসই/পি.ওয়ে/ফরকাটিং জং., এনএফআর (অসম)-এর জন্য ৪০৫টি, পি. এল. নং.- ৬০০৪০০৭৪০১৩৩।(৪) পিএসসি ওয়াইডার স্ল্যাক গেজ স্লিপার, আরডিএসও ড্রয়িং নং. টি-৮৯৮২। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সিঃ সিওএনএসজি, স্টেজ আইএনএসপিঃ না, স্টেজঃ০]। [ইউভিএএম লিঙ্কিং] আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ)। (i) পরিমাণ- এসএসই/পি.ওয়ে/ফরকাটিং জং., এনএফআর (অসম)-এর জন্য ৪০৫টি, (ii) পরিমাণ- ডিআরএম/ডব্লিউ/ডব্লিউ/আলিপুরদুয়ার জং., এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ)-এর জন্য ৫৪৮টি, (iii) পরিমাণ- এসএসই/পি.ওয়ে/লামডিং, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ৪২০০টি, পি. এল. নং. ৬০১৬০০৯০০৪৬৫।

ক্র.নং. ২। টেন্ডার নং. ৬১/২৫৫৫০৬/ওটি/১৬৮/২০২৫-২৬,
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২০-১১-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণঃ (১) পিএসসি মেইন লাইন স্লিপারস, আরডিএসও ডিআরজি. নং. টি-৮৭৪৬। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সিঃ সিওএনএসজি, স্টেজ আইএনএসপিঃ না, স্টেজঃ ০]। [ইউভিএএম লিঙ্কিং] আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ- সিনি. ডিইএন/সি/কাটিহার, এনএফআর (বিহার)-এর জন্য ৪০৫৫২৭টি, পি. এল. নং.- ৬০১১০৯৭১।(২) পিএসসি মেইন লাইন স্লিপারস, আরডিএসও ডিআরজি. নং. টি-৮৭৪৬। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সিঃ সিওএনএসজি, স্টেজ আইএনএসপিঃ না, স্টেজঃ০]। [ইউভিএএম লিঙ্কিং] আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ- ডিআরএম/ডব্লিউ/আলিপুরদুয়ার জং., এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ)-এর জন্য ১৫২৮২৯টি, পি. এল. নং.- ৬০১১০৯৭২।(৩) পিএসসি মেইন লাইন স্লিপারস, আরডিএসও ডিআরজি. নং. টি-৮৭৪৬। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সিঃ সিওএনএসজি, স্টেজ আইএনএসপিঃ না, স্টেজঃ০]। [ইউভিএএম লিঙ্কিং] আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ- সিএইচ ওএস /জি/ইএনজিজি/রঙিয়া, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ৮৬৬৩০টি, পি. এল. নং.- ৬০১১০৯৭।(৪) পিএসসি মেইন লাইন স্লিপারস, আরডিএসও ডিআরজি নং. টি-৮৭৪৬। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সিঃ সিওএনএসজি, স্টেজ আইএনএসপিঃ না, স্টেজঃ০]। [ইউভিএএম লিঙ্কিং] আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ- এসএসই/পিডব্লিউ/এমএক্সএনএল, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ১১০৬৭৩টি, পি. এল. নং.- ৬০১১০৯৭১০। (৫) পিএসসি মেইন লাইন স্লিপারস, আরডিএসও ডিআরজি. নং. টি-৮৭৪৬। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সিঃ সিওএনএসজি, স্টেজ আইএনএসপিঃ না, স্টেজঃ০]। [ইউভিএএম লিঙ্কিং] আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ- এসএসই/পি.ওয়ে/লামডিং, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ২৩৯৯৭৬টি, পি. এল. নং.- ৬০১১০৯৭১০০।

ক্র.নং. ৩। টেন্ডার নং. ৬১/২৫/৫২৫৬/ওটি/১৬৯/২০২৫-২৬,
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২৮-১১-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণঃ ৬০ কি.গ্রা. ইউআইসি/৫২ কি.গ্রা. রেল সেকশনের জন্য ফ্ল্যাট টো সহ ইলাস্টিক রেল ক্লিপ এমকে-V, ডিআরজি নং. আরডিএসও টি-৫৯১৯, আইআরএস-টি-৩১-২০২১-এর অনুরূপ স্পেসিফিকেশন, যদি থাকে, সর্বশেষ সংশোধনী সহ, যদি থাকে, এএলটি নং. ২ সহ, সর্বশেষ পরিবর্তন সহ, যদি থাকে। [সর্বশেষ পরিবর্তন শব্দটি যেখানেই ব্যবহৃত হোক না কেন, টেন্ডার খোলার প্রকৃত তারিখের ৫ দিন আগে পর্যন্ত পরিবর্তনকে বোঝাবে]। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সিঃ রাইটস, নন-টিপিআই, স্টেজ আইএনএসপিঃ না, স্টেজঃ ০]। [ইউভিএএম লিঙ্কিংঃ আইটেমঃ ৩১০০৫৫৮, ইলাস্টিক রেল ক্লিপস]। আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ- ডিওয়াই. সিএমএম/নিউ জলপাইগুড়ি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ)-এর জন্য ৩০০০০০০টি, (ii) পরিমাণ- ডিওয়াই. সিএমএম/পান্ডু, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ২০০০০০০টি, পি. এল. নং.- ৬০১১০০২৮।

ক্র.নং. ৪। টেন্ডার নং. ৪০/২৫/৫৪৪৭/ওটি/১৭০/২০২৫-২৬,
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১৩-১১-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণঃ গ্যালল্যান্ড মেক-শর্ট নিউট্রাল সেকশন অ্যাসেম্বলি (ফেজ ব্রেক পিটিএফই টাইপ)-এর জন্য রক্ষণাবেক্ষণ/সমন্বয় জিগ সরবরাহ এবং পরীক্ষা। মেকঃ গ্যালল্যান্ড। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সিঃ সিওএনএসজি, স্টেজ আইএনএসপিঃ না, স্টেজঃ ০]। [ইউভিএএম লিঙ্কিংঃ] আইটেমঃ ৩১০০৪৪৪, শর্ট নিউট্রাল সেকশন অ্যাসেম্বলি (ফেজ ব্রেক) আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ- এসএসই/আইসি/টিডিআর/কাটিহার, এনএফআর (বিহার)-এর জন্য ১ সেট, পরিমাণ- এসএসই/ট্র্যাকশন ডিস্ট্রিবিউশন/ওভারহেড ইকুইপমেন্ট/নিউ আলিপুরদুয়ার, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ)-এর জন্য ১ সেট, পরিমাণ- এসএসই/আইসি/টিআরডি/রঙিয়া, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ১ সেট, পরিমাণ- এসএসই/ টিআরডি/ডিব্রুগড়, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ১ সেট, পরিমাণ- ওএইচই অ্যান্ড পিএসআই ডিপো/লামডিং, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ১ সেট, পি. এল. নং.- ৪৬৯০৯৪৫৫৪০০২৬।

দ্রষ্টব্যঃ-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, টেন্ডারদাতারা (www.ireps.gov.in) ওয়েবসাইটে লগইন করতে পারেন, সম্ভাব্য বিডার যারা উপরের টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী তারা যদি ইতিমধ্যে **আইআরইপিএস**-এ রেজিস্টার করে থাকেন তাহলে তাদের উপরের ওয়েবসাইটে লগইন করতে হবে এবং তাদের প্রস্তাব বৈদ্যুতিকভাবে জমা করতে হবে। যদি তারা **আইআরইপিএস**-এ রেজিস্টার না করে থাকেন তাহলে, তাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে তারা যেন ভারত সরকারের আইটি আইন ২০০০-এর অধীনে সার্টিফাইং এজেন্সিগুলির কাছ থেকে ক্লাশ-III ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রমাণপত্র সংগ্রহ করেন এবং উপরের টেন্ডারে অংশগ্রহণ করেন।

পিসিএমএম/মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আজ টিভিতে

বসন্ত বিলাপ দুপুর ২.৩০ ডিডি বাংলা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.১৫ ফাটাফাটি, দুপুর ১.০০ জোর, বিকেল ৪.০০ সেন্টিমেন্টাল, সন্ধে ৭.০০ বেশ করেছি প্রেম করেছি, রাত ১০.০০ পাগলু

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ চোরে চোরে মাসতুতো ভাই, দুপুর ১.০০ বিধিলিপি, বিকেল ৩.৪৫ খিলাড়ি, সন্ধে ৭.০০ এমএলএ ফাটাকেষ্ট, রাত ৯.৪৫ ফিরিয়ে দাও

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ প্রতিশোধ, দুপুর ১২.০০ চিতা, বিকেল ৩.০০ অন্যায় অত্যাচার, রাত ১০.০০ চতুষ্কোণ

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ বসন্ত বিলাপ, সন্ধে ৭.৩০ সন্তান যখন শত্রু

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ মান মর্যাদা

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ফুল আর পাথর

স্টার গোল্ড সিলেক্ট : বেলা ১১.০৪ থোড়া পেয়ার থোড়া ম্যাজিক, দুপুর ১.১৭ কিঁউ কি ম্যায় ঝুট নেহি বোলতা, বিকেল ৩.৫০ অংরেজি মিডিয়াম, সন্ধে ৭.৫৯ কুইন, রাত ১০.২১ ভুজ : প্রাইড অফ ইন্ডিয়া

জি অ্যাকশন : বেলা ১১.১৫ সিটিমার, দুপুর ১.৫০ এনিমি, বিকেল ৪.৪৪ ভোলা, সন্ধে ৭.২৮ রাবণ রাজ, রাত ১০.০৮ ইনসান

জি সিনেমা : দুপুর ১২.৩১ রেইড-টু, ২.৫১ ক্রু, বিকেল ৪.৪৮ বেবি জন, সন্ধে ৭.৫৫ স্কন্দ, রাত ১০.৪৭ ওয়েলকাম ব্যাক

অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১.৪৪ জুদাই, বিকেল ৪.২৭ অব তুমহারে হওয়ালে ওয়াতন সাথিয়োঁ, সন্ধে ৭.৩০ তিরঙ্গা, রাত ১০.১৫ কমান্ডো-থ্রি

স্টার গোল্ড : সকাল ১০.২৬ ফির হেরা ফেরি, দুপুর ১.৩৪ চেন্নাই এক্সপ্রেস, বিকেল ৪.৪২ ভুল ভুলাইয়া, সন্ধে ৭.৫০ হাউসফুল-ফাইভ, রাত ১০.৫৮ চক দে ইন্ডিয়া

বিধিলিপি দুপুর ১.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

কাসনপোড়া চালকুমড়ো শুক্তো এবং **মরিচ মাখন মুরগি** রান্না শেখাবেন প্রিয়াংকা ঘোষাল এবং বন্দনা ঘোষাল। **রাঁধুনি** দুপুর ১.৩০ **আকাশ আট**

হাউসফুল : ফাইভ সন্ধে ৭.৫০ স্টার গোল্ড

উত্তরবঙ্গ সংবাদ
সিনিয়ার/জুনিয়ার রিপোর্টার চাই
WALK-IN-INTERVIEW
শিলিগুড়িতে সিনিয়ার/জুনিয়ার রিপোর্টার নেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা রবিবার, ২ নভেম্বর ২০২৫-এ বেলা ১১টায় সিভি সহ সরাসরি চলে আসতে পারেন। লিখিত পরীক্ষা থাকবে।
সময় : দেড় ঘণ্টা
ন্যূনতম যোগ্যতা : স্নাতক
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-১

e-Tender Notice

Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invited e-tender vide N.I.T. No:- 1) WBMAD/JM/CH/eNIT-59/2025-26 Memo No : 3407/JM Date : 31/10/2025 Tender ID : 2025_MAD_936053_1, 2) WBMAD/JM/CH/eNIT-60/2025-26 Memo No : 3408/JM Date : 31/10/2025 Tender ID : 2025_ MAD_936069_1, 3) WBMAD/JM/CH/eNIT-61/2025-26 Memo No : 3409/JM Date : 31/10/2025 Tender ID : 2025_MAD_936084_1, 4) WBMAD/JM/CH/eNIT-62/2025-26 Memo No : 3410/JM Date : 31/10/2025 Tender ID : 2025_MAD _936100_1, 5) WBMAD/JM/CH/eNIT-60/2025-26 Memo No : 3411/JM Date : 31/10/2025 Tender ID : 2025_MAD_936113_1. Last date of bidding (Online) dated:- 03/12/2025 at 6.55 P.M. Details of which are available in the web portal **www.wbtenders.gov.in** & **www.jalpaigurimunicipality.org** & in the office of the undersigned during the office hours.

Sd/- Executive Officer
Jalpaiguri Municipality

NOTICE

To the public in general that one Smt. Hira Rani Aditya alias Rani Devi Aditya alias Hira Devi, wife of Late Ratan Lal Aditya of Siliguri had become the absolute owner of land measuring in total 20 Kathas and 2 Chattaks being recorded in R. S. Plot no.-532 corresponding to its R.S. Khatian no.-59, presently recorded in L. R. Plot no.-1602 (L. R. Khatian nos.-577/4, 6550 and 6551), situated within Mouza¬Bara Mohansingh, J.L. No.-71, P.S.-Matigara, Sub-Division-Siliguri, District-Darjeeling, in the State of West Bengal vide four registered Deeds of Sale being nos.-4688 of 1987, 4689 of 1987, 17 of 1993 and 5636 of 1996 and another Ratan Lal Aditya, son of Late B. Lal Aditya had become the absolute owner of land measuring in total 10 Kathas being recorded in R. S. Plot no.-532 corresponding to its R.S. Khatian no.-59, presently recorded in L. R. Plot no.-1602 (L. R. Khatian nos.-577/4, 6550 and 6551), situated within Mouza-Bara Mohansingh, J.L. No.-71, P.S.-Matigara, Sub-Division-Siliguri, District-Darjeeling, in the State of West Bengal vide a registered Deed of Sale being no.-4761 of 1981, all the deeds referred herein were registered at the office of the then Sub-Registrar, Siliguri, District-Darjeeling, W.B.

The above two owners of land measuring 30 Kathas and 2 Chattaks died intestate and the title in the aforesaid land measuring 30 Kathas and 2 Chattaks devolved upon their legal heirs, namely, Sri Satya Darshan Aditya being son and Navneet Aditya being the daughter.

That after the demise of Smt. Hira Rani Aditya alias Rani Devi Aditya alias Hira Devi and her husband Ratan Lal Aditya, their two children inherited their properties, Sri Satya Darshan Aditya being son and Navneet Aditya being the daughter.

In view of the above facts, Sri Satya Darshan Aditya and Navneet Aditya have got absolute ownership upon the said land described within schedule given below in equal one-half share each being free from all encumbrances and charges whatsoever and the original owners being the parents of the present owners or the present owners themselves never transferred and/or sold the scheduled land or any part thereof unto and in favor of any person or party.

This notice is hereby published for information to the public in general as a whole to declare the title of the present owners over the scheduled land hence this is to the notice of the General Public that the legal heirs of Hira Rani Aditya alias Rani Devi Aditya alias Hira Devi and Ratan Lal Aditya hold good title and rightful ownership upon the scheduled land.

“Schedule”

All that piece or parcel of land measuring 30 Kathas and 2 Chattaks being recorded in R. S. Plot no.-532 corresponding to its R.S. Khatian no.-59, presently recorded in L. R. Plot no.-1602 (L. R. Khatian nos.-577/4, 6550 and 6551), situated within Mouza-Bara Mohansingh, J.L. No.-71, P.S.-Matigara, Sub-Division-Siliguri, District-Darjeeling, in the State of West Bengal.

Sd/. Sanjay Kumar Marodia. Advocate.
S. K. Marodia & Associates.
Shiv Mandir Road.
By lane-1.
Punjabipara.
P.O. & P.S.-Siliguri.
District-Darjeeling.
Pin Code-734001.
West Bengal.
Phone no.-9832091212.

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২১২০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২১৮০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১৫৭৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৪৯৯৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৫০০৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

CINEMA সিনেমা

টিউশন

■ শিবমন্দিরে I.C.S.E ক্লাস-3-র বাচ্চার English(+অন্যান্য বিষয়) এর জন্য গৃহশিক্ষক চাই। 9434369374. (C/118895)

■ Maths, Sc., IT. ব্যাচে/বাড়ি গিয়ে যত্ন নিয়ে পড়ানো হয়। (V-XI), (CBSE/ICSE) শক্তিগড়। M-9832034289. (C/118860)

■ (ICSE/CBSE) বোর্ডের বাংলা যত্ন সহকারে পড়ানো হয়। 8101286255, 9064402935, (আলিপুরদুয়ার) (C/118552)

■ নাসারী থেকে ক্লাস টু পর্যন্ত শিশুদের এবং একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষাবিজ্ঞান(এডুকেশন) বিষয় যত্ন সহকারে পড়ানো হয়। Cont No-9339070103. (C/118391)

■ CBSE বোর্ডের স্টুডেন্ট বাড়ি এসে পড়ানোর জন্য অভিজ্ঞ শিক্ষিকা চাই। রবীন্দ্র নগর শিলিগুড়ি। 8777085537. (C/118392)

■ A Smart Physics Class at Ashrampara, Siliguri for CBSE/ ICSE/WB/NEET/JEE (Main & Advance) and Foundation Course for class X. (IIT'ian) 8837030364. (C/118394)

■ বাড়ি গিয়ে/ব্যাচে যত্ন সহকারে VI-XII, Math/Sci (CBSE, ICSE, W.B.) পড়ানো হয়। M-8250947913. (C/118394)

জ্যোতিষী

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা- 501/-। (C/118391)

ব্যবসা-বাণিজ্য

■ কোনও দোকান ছাড়াই মডার্ন Door-এর ব্যবসাতে শুধু 25K invest করে মাসে 25K-50k ইনকাম করুন। যোগাযোগ-7384250162(শিলিগুড়ি) (C/118391)

ভ্রমণ
ডলফিন হলিডেস্ (জলপাইগুড়ি)

■ রাজস্থান 24/1/26, কেরল 28/1, গুজরাট 5/1, মধ্যপ্রদেশ 8/2, কাশ্মীর 17/3, হিমাচল 20/3, অরুণাচল 3/4/26, আন্দামান, ভুটান যে কোনও দিন। 9903603311. (K)

ক্রয়

■ 4 to 6 Kattha land required at Babupara, Laketown, Milanpally, Deshbandhupara, Shaktigarh. M : 7365928281.

বিক্রয়

■ জলপাইগুড়ি গোমস্তপাড়ায় 2.5 কাঠা জমির উপর নতুন একতলা বাড়ি 38 লাখে বিক্রয়। Mobile-7718779945. (C/118557)

■ বাড়ি বিক্রয় রায়গঞ্জে। রায়গঞ্জ উকিলপাড়া পশ্ এলাকায় দোতলা বাড়ি বিক্রয়। উত্তম পজিশনে। M : 9475389790. (C/118875)

■ শিলিগুড়ি রথখোলা নবীন সংঘ ক্লাবের পাশে ৭½ কাঠা জমি বিক্রয় হবে, সামনে ১৮' রাস্তা পিছনে ৮½' রাস্তা। ও ২ কাঠা জমি বিক্রয় হবে রাস্তা ৮½'। (M) 9735851677. (C/118389)

■ ইস্টার্ন বাইপাস থেকে ৫ মিনিটের দূরত্বে আশীঘর থেকে সাহুডাঙ্গি হাট যাওয়ার মেন রোডে ছোট ছোট প্লট করে জমি বিক্রি হচ্ছে, মেন রোডের সঙ্গে ছোট বড় প্লট রয়েছে। 9332492359. (C/118391)

■ কেকের দোকানের A.C. ও Non-A.C. কাউন্টার, কফি মেশিন ও কাঁচের র‍্যাক বিক্রয় হবে শিবমন্দিরে। 9434369374. (C/118895)

■ Flat for Sale- new building, 2BHK, 3BHK, available on Asian Highway near BSF Camp, Kadamtala, Shivmandir, M-9330321004.

■ জলপাইগুড়ি শিরিষ তলায় রাস্তার পাশে ১½ কাঠা জমি সমেত দোকান বিক্রি হবে। 8900461158. (C/118540)

বিক্রয়

■ 1100 SFT Carpet area 3 BHK 24 hrs lift faci. for sale, Ward No. 12, Hakimpara, near Old Employment Office, Haren Mukherjee Rd, Dipti Appt. 4 A, Slg. M : 6294977808/ 9734150837. (C/118394)

■ Sale 2/3 BHK Flat & Garage, Siliguri near Jalpaimore. M : 70473-20899, after 9 P.M. (C/118396)

সঙ্গীত/কলা

■ Ovijaan FolkMusical Group (Siliguri) যোগাযোগ 9832302513. (K)

ভাড়া

■ শিলিগুড়ির সুভাষপল্লিতে কমারশিয়াল বিল্ডিং, অফিস ও ব্যাংক ভাড়া দেওয়া হবে। দুটো গ্যারাজ আছে। 9874974820. (C/118847)

■ Godown space about 5,000 sq.ft available for rent beside Asian Highway, near Narayana School, Fulbari, Siliguri. Contact- 8900529689/ 9434049466. (C/118390)

■ বেকারী ভাড়া দেওয়া হবে, ময়দা মিক্সচার, ক্রিম মেশিন, ইলেক্ট্রিক Oven & others সহ 2000 sq.ft. (M)-7718131794. (C/118399)

ভাড়া

■ Rent for Office/Shop/Godown 265 sq.ft. Sanghati More. Slg (P) 9832537734. (C/118390)

কর্মখালি

■ Required Marketing Executive Male, Female, Manager, Receptionist girl Computer TPA Hospital Siliguri -9046037779, 7908585890. Interview Mon/Tue 11 A.M. to 4 P.M. (C/118391)

■ প্রিন্টিং হাউসে কাজের জন্য স্টাফ চাই। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। Flex-O-Print, শিলিগুড়ি, M :-98320-12224. (C/118391)

■ শিলিগুড়িতে সাংসারিক কাজে মাঝ বয়সি মহিলা চাই। বেতন 8,000/-। কাজের সময় 8 A.M. - 6 P.M. M : 98324-92627. (C/118392)

■ Required 5 Smart and dynamic Sales Representative for Book Promotion in Schools. The role involves generating orders and building relationships with schools. Qualifications : 12th pass or equivalent. Send your CV to 9832084669. (C/118391)

■ Required Office staff & MR in Medicine Sector for North Bengal. Interested persons call/ send their CV to 8617501527. (C/118396)

কর্মখালি

■ Requird experienced Civil Engineer and Accountant in Siliguri. M : 8670138703. (C/118394)

■ Chef & Helper চাই Cafe-এর জন্য Urgent শিলিগুড়িতে। M. No. 8016908453. (C/118889)

■ কাপড়ের দোকানের কাজের জন্য মহিলা স্টাফ চাই। ইন্টারভিউ তারিখ 03/11/25 ও 04/11/25, সময়- সকাল 12টা থেকে বিকাল 4টা পর্যন্ত। বায়োডাটা ও আধার কার্ড সহ যোগাযোগ করুন Shree Shankar Stores, ক্ষুদিরামপল্লি, শিলিগুড়ি। M : 8436681211. (C/118391)

■ Darjeeling Public School, Fulbari, Siliguri (Affiliated to CBSE) Urgently requires:- PGT Chemistry, PGT Accountancy & PGT Psychology. Apply within 5 days E-mail : schooldarjeelingpublic@gmail.com (C/118395)

■ শিলিগুড়িতে চিমনী সেলস ও সার্ভিসিং করার জন্য ছেলে ও মেয়ে নিয়োগ করা হচ্ছে। ফিক্সড বেতন ১৪,১০০/- ও ইনসেন্টিভ। কাজের সময়- সকাল ৮.৩০ থেকে ২টা। Ph. : 8250106017. (C/118396)

■ প্রতিষ্ঠিত হোটেল Room Service boy এবং Restaurant cum Bar এর জন্য Waiter প্রয়োজন। M-8016285697/ 9679487882. (C/118887)

কর্মখালি

■ The Paan Palace শিলিগুড়িতে খিলি পানের কাজ জানা দক্ষ পুরুষ /মহিলা কর্মী এবং ১জন পুরুষ সিকিউরিটি গার্ড প্রয়োজন। M : 8918394139.

■ শিলিগুড়ি বাড়িভাষায় পলিউশন সেন্টারে পার্ট টাইম কাজের জন্য ছেলে (১৮-২২) চাই। CV পাঠাও। 9851231330.

■ আয়ের সুযোগ...জলপাইগুড়ি ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় পার্ট/ফুলটাইম কাজে আগ্রহী পুঃ/মহিলা চাই। 9733170439. (K)

■ শিলিগুড়িতে বাড়ির রান্নার জন্য মহিলা চাই। দিন রাত থাকতে হবে। M-7584933225. (C/118396)

■ শিলিগুড়ি হিলকার্ট রোডে দোকানে কাজের জন্য লোক চাই। Ph - 99328-90077. (C/118396)

■ শিলিগুড়িতে Fast Food এর দোকানে Momo এবং অন্যান্য খাবার বানানোর জন্য অভিজ্ঞ লোক দরকার। M-8918901515.

Female টেলিকলার চাই

■ নামী অফিসে অভিজ্ঞ শিলিগুড়ির লোকাল Female টেলিকলার প্রয়োজন। বেতন 15000/- থেকে 20000/- ইন্টারভিউ 03/11/2025 সোমবার, সময় 5টা থেকে 7টা পর্যন্ত। যোগাযোগ- প্রবীন আগরওয়াল, ন্যাশনাল কমার্স হাউস, 2nd ফ্লোর, চার্চ রোড, শিলিগুড়ি। Ph- 9647855333. (C/118396)

কর্মখালি

■ রিটায়ার্ড পেনশনার বিপত্নীক শিলিগুড়িতে সর্বক্ষণের জন্য পিছুটানহীন মাধ্যমিক পাশ রুচিশীলা মহিলা সহায়িকা চাই। M- 9434249237. (C/118843)

■ Katamari B.K. Nursery স্কুলের জন্য অভিজ্ঞ শিক্ষক চাই। কোচবিহার। M- 9851789290. (C/118162)

■ ডুয়ার্সের একটি নামি চা কোম্পানির ফ্যাক্টরির জন্যে ন্যূনতম ৩-৪ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন Fitter Helper, CTC Attender এবং মোটর রিওয়াইন্ডিং জানা Electrician Helper প্রয়োজন। ইচ্ছুক প্রার্থী নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করতে পারেন। E-Mail - stfmaynaguri2016@gmail.com WhatsApp- 9733033221. (S/C)

■ আলিপুরদুয়ারে হোটেলে Room Service-এর জন্য Waiter চাই। বেতন 7000-8000, M- 9733078227. (C/118718)

■ প্রোডাক্ট ডেমোর জন্য ছেলে বা মেয়ে প্রয়োজন। বয়স ২৫-৩৫, ফিক্সড স্যালারি ও অন্যান্য সুবিধা। 8617563236. (C/118879)

■ India-র বৃহত্তম Ins (Pvt) Company-তে Team Leader হিসেবে Join করে অপরিসীম Income ও বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ। দল গঠনের অভিজ্ঞতা অগ্রগণ্য (শিলিগুড়ি ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য)। Age-25 ও উর্ধ্বে। যোগাযোগ : 7001706780/7811991383. (C/118558)

পদ্মের যুব সেনা

মিসড কলের মাধ্যমে আবার এক লাখ যুব সেনা গড়ার লক্ষ্য বিজেপির। নাম নমো যুব ওয়ারিয়ার। বিজেপির যুব মোর্চার উদ্যোগে শনিবার সুনীল বনসলের হাতে হল উদ্বোধন।

পিটিয়ে খুন

প্রতিমা বিসর্জনের পর ক্লাব ঘরে জড়ো হয়েছিলেন সদস্যরা। এক সদস্য তিনটি সিদ্ধ ডিম আগে খেয়ে ফেলেন। এই নিয়ে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল হুগলির কামারপুকুর এলাকায়।

ধর্ষণ

বীরভূমের সিউড়িতে গৃহশিক্ষকের বাড়িতে সহপাঠিনীকে ডেকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল দুই নবম শ্রেণির পড়ুয়ার বিরুদ্ধে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। সোমবার গোপন জবানবন্দি নেওয়া হবে।

দেহ উদ্ধার

একই পরিবারের তিন সদস্যের দেহ উদ্ধার। শনিবার হুগলির চাঁপদানির এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, পারিবারিক গণ্ডগোলের জেরে এই ঘটনা। তদন্ত চলছে।

এসআইআর বিতর্ক বহাল

শুরুর দিনে পথে মমতা ও অভিষেক

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ১ নভেম্বর : ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন শুরুর দিনেই পথে একযোগে নামতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। 'সাইলেন্ট ইনভিজিবল রিগিং' বলে ইতিমধ্যেই এসআইআর-এর বিরুদ্ধে চড়া সুর চড়িয়েছে সবুজ শিবির। ওয়াররুম গড়ে তোলার মাধ্যমে বাজিয়ে দিয়েছে যুদ্ধের দামামাও।

এবার যুদ্ধকে আরও শক্তিশালী করতে ৪ নভেম্বর অর্থাৎ মঙ্গলবার এনুমারেশন ফর্ম পূরণের দিন মিছিলের ডাক দিল শাসকদল। ওইদিন দুপুর ২টোর সময় রেড রোডে বিআর আম্বেদকর মূর্তির সামনে থেকে মিছিল শুরু হয়ে তা পৌঁছোবে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি পর্যন্ত। দলীয় সূত্রে খবর, বাঙালি অস্মিতাকে কাজে লাগিয়ে বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সংবিধান প্রণেতা বিআর আম্বেদকর ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে হাতিয়ার করতে চলেছেন তাঁরা।

আগেই পরিকল্পনা হয়েছিল, রবিবার কলকাতায় কেন্দ্রীয় সমাবেশ করা হবে অভিষেকের নেতৃত্বে। তবে এদিন শহিদ মিনার ময়দানে পৃথক কর্মসূচি থাকায় চলতি মাসের দ্বিতীয় বা তৃতীয় সপ্তাহে এই সমাবেশের পরিকল্পনা চালাচ্ছে তৃণমূল। তবে চূড়ান্ত তারিখ এখনও ঘোষণা হয়নি।

একই সঙ্গে শনিবার অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের সংঘাধিপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর এসআইআর-এর প্রতিবাদে আমরণ অনশন শুরুর ডাক দিয়েছেন। এসআইআর হলে একাধিক মতুয়া ভোটারের নাম বাদ যেতে পারে বলেই আশঙ্কা করছেন তিনি। উত্তর ২৪ পরগনার অধিকাংশ জায়গায় মতুয়া অধ্যুষিত হওয়ায় তাঁদের নিয়ে দুশ্চিন্তা বাড়ছে শাসকদলের।

এদিন বনগাঁয় মতুয়া মহাসংঘের বৈঠকের পর সাংসদ জানিয়েছেন, বুধবার অর্থাৎ ৫ নভেম্বর থেকে ঠাকুরনগরে মতুয়া ঠাকুরবাড়ির বড় মা বীণাপাণি দেবীর ঘরের সামনে শুরু হবে আমরণ অনশন।

তিনি বলেন, 'যেভাবে বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা চলছে তাতে সব উদ্বাস্তু মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষ বিপদে পড়তে পারেন। অনশন মঞ্চ শুধুমাত্র মতুয়াদের জন্য নয়, এসআইআর-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে চাইলে সকলেই যোগদান করতে পারেন।' রণকৌশল ঠিক করতে রবিবার বনগাঁর ঠাকুরবাড়িতে মমতাবালার নেতৃত্বে বৈঠকে বসছে মতুয়া মহাসংঘ।

মতুয়াদের স্বার্থ রক্ষায় আমরণ অনশনের ডাক মমতাবালার

মঙ্গলবার মমতা-অভিষেকের সঙ্গে মিছিলে হাঁটবেন দলীয় সাংসদ, বিধায়ক, কাউন্সিলার সহ নেতা-কর্মীরা। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, মিছিলে যোগদান করতে পারেন এনআরসি আতঙ্কে মৃতদের পরিবারের সদস্যরাও।

তাঁদের সঙ্গে নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে কড়া আন্দোলনের বার্তা দিতে পারেন মমতা-অভিষেক। একশো দিনের কাজের টাকা সহ অন্যান্য বঞ্চনার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ জোরালো করতে পারেন তাঁরা। তৃণমূল সূত্রে খবর, রবীন্দ্রনাথ ও আম্বেদকরকে যুক্ত করে বিভাজনমূলক রাজনীতির বিরুদ্ধে প্রতীকী বার্তা দেবে দল। গণতন্ত্র রক্ষার শপথ নেওয়াই হবে তাদের উদ্দেশ্য। একইসঙ্গে ভোটার তালিকা থেকে যোগ্য ভোটারের নাম যাতে না বাদ পড়ে, সেই নিয়েও সুর চড়াবে তারা। এদিনের মিছিল ঘিরে কড়া পুলিশি নজরদারি চলবে। যান নিয়ন্ত্রণের জন্যও থাকবে বিশেষ ব্যবস্থা। রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের কটাক্ষ, 'গোটা ভারতে সব রাজ্যে এসআইআর হচ্ছে। কোথাও কোনও তাপ-উত্তাপ নেই, অথচ বাংলাতেই যত উত্তেজনা।'

কলকাতার নজরুল মঞ্চে প্রশিক্ষণ শিবিরে নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তোলেন বিএলও-রা। শনিবার। -রাজীব মণ্ডল।

বিএলওদের প্রশ্ন বহু, উত্তর অজানা

কলকাতা, ১ নভেম্বর : প্রশিক্ষণ শিবিরে ক্ষোভ উগরে দিলেন বিএলওরা। শনিবার নজরুল মঞ্চে কর্তব্যরত শিক্ষকদের একাংশের অভিযোগ, বিএলও হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময় তাঁদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার কথা ভাবছে না নির্বাচন কমিশন। স্কুলের কাজের পাশাপাশি বিএলওর কাজ করলেও স্কুলের উপস্থিতির খাতায় কেন তাঁদের গরহাজির দেখানো হবে, এই প্রশ্ন তোলেন শিক্ষকরা। এদিন কমিশনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিন দফা দাবিতে সরব হন তাঁরা।

এদিন টালিগঞ্জ, যাদবপুর, বেহালা পূর্ব ও পশ্চিম, মেটিয়াবুরুজ ও কসবা এলাকার ১৮০০ জন বিএলও এদিন চূড়ান্ত প্রশিক্ষণ নিতে আসেন। তাঁদের একাংশের দাবি, প্রথমত এসআইআর-এর সময় স্কুলে যেতে না পারলেও উপস্থিতির খাতায় হাজিরা নিশ্চিত করতে হবে। দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা দিতে হবে। তৃতীয়ত, বড় বুথে দু'জন করে বিএলও রাখতে হবে। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, অন ডিউটি নথি না দেখালে অনুপস্থিত করে দেবে বলে জানিয়েছেন অধিকাংশ স্কুল কর্তৃপক্ষ। এদিকে প্রশিক্ষণের সময় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যথাযথ নথি হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে না। তাহলে প্রশিক্ষণে উপস্থিতির কথা কীভাবে প্রমাণ করা যাবে?

যদিও নির্বাচন কমিশন সূত্রে এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। আগেই জানানো হয়েছে, রাজ্য সরকার বিএলওদের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নেবে। তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, 'সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত শিক্ষকতা করে তারপর বিএলওর কাজ করবেন কী করে? বিএলওর কাজে রাত হয়ে গেলে সেই খরচ বা নিরাপত্তা কি কমিশন বহন করবে?' সামনেই মাধ্যমিক পরীক্ষার টেস্ট ও সামেটিভ পরীক্ষা রয়েছে। শিক্ষকদের প্রশ্ন, খাতা দেখব কখন আর বিএলওর দায়িত্ব পালন করব কখন? এই সমস্যা কমিশনকেই সমাধান করতে হবে বলে সুর চড়িয়েছেন কুণাল। পালটা বিজেপি নেতা সজল ঘোষ বলেন, 'বিএলওদের অবস্থা শাঁখের করাতের মতো। বিএলওর ওপর হামলা হলে রাজ্য পদক্ষেপ না করলে তার বিরুদ্ধে কমিশন ব্যবস্থা নেবে।'

বিএলওদের পাশাপাশি এবার বিএলএদের ৩ নভেম্বরের মধ্যে প্রশিক্ষণ শেষ করতে জেলা নির্বাচনি আধিকারিককে নির্দেশ দিলেন সিইও। দলীয়ভাবে বিএলএ-দের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে সব রাজনৈতিক দলই। এদিন কলকাতায় বিএলও প্রশিক্ষণ শিবিরের আনুষ্ঠানিক সূচনা করতে গিয়ে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল বলেন, 'দলগতভাবে তাঁদের প্রশিক্ষণ দিলেও এসআইআর-এর ব্যাপারে কমিশনের নির্দিষ্ট বিধি ও নির্দেশিকা রয়েছে। বিএলএ-দের তা অনুসরণ করেই কাজ করতে হবে।' বিএলওদের সঙ্গে সমন্বয়ের বিষয়টিকেও গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি।

বিএলওদের দাবি

- এসআইআর-এর সময় স্কুলে হাজিরা নিশ্চিত করতে হবে
- কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা দিতে হবে
- বড় বুথে দু-জন বিএলও রাখতে হবে

বিএলওদের প্রশ্ন

- ভোটের কাজ করলে খাতা দেখব কখন?
- কাজ করতে রাত হলে খরচ ও নিরাপত্তা বহন করবে কে?
- প্রাণরক্ষার দায়িত্ব কে নেবে?

'পদ্মের সরকার হলে কাঁটাতার থাকবে না'

জগন্নাথের কথায় বিতর্ক, কটাক্ষ অভিষেকের

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১ নভেম্বর : রাজ্যে বিজেপির সরকার হলে সীমান্তে আর কাঁটাতার থাকবে না। দু-দেশ এক হয়ে যাবে। এসআইআর-এর আবহে রানাঘাটের বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকারের এই মন্তব্যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। জগন্নাথের এই মন্তব্যকে বিজেপির দ্বিচারিতা বলে পালটা কটাক্ষ করেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপি সাংসদের মন্তব্যের সমালোচনায় সুর মিলিয়েছে বামেরাও।

রাজ্যে ভোটের আগে এসআইআর কেন? রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই পাঁচ রাজ্যের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে এটা বিজেপির চাল। এমনই দাবি করেছে বিরোধীরা। বিরোধীদের দাবির জবাবে বিজেপির সাফাই, অনুপ্রবেশ না হলে বাংলায় এসআইআর-এর কোনও প্রয়োজনই হত না। ভোটার তালিকাকে অনুপ্রবেশকারী মুক্ত করতেই কমিশনকে এই উদ্যোগ নিতে হয়েছে। ভোটব্যাংকের স্বার্থেই এরাজ্যে তৃণমূল সীমান্তে কাঁটাতার লাগাতে না দিয়ে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের অবাধে এরাজ্যে আসার সুযোগ করে দিয়েছে। লালকেল্লার পর বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিনে গুজরাটের জাতীয় একতা দিবসের অনুষ্ঠানেও অনুপ্রবেশ বন্ধে হুংকার শোনা গিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর মুখে। এসআইআর শুরুর মুখে অনুপ্রবেশ নিয়ে যখন রাজ্য রাজনীতি সরগরম তখন রানাঘাটের বিজেপি সাংসদের মন্তব্যে আগুনে ঘি পড়েছে। সম্প্রতি দলীয় এক সভায় জগন্নাথ বলেন, 'কথা দিচ্ছি এবারের ভোটে আমরা জিতলে সীমান্তে কাঁটাতার থাকবে না। দুই বাংলা আবার আগের মতো এক হয়ে যাবে।' বিজেপি সাংসদের এই মন্তব্যের সমালোচনা করে অভিষেক তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'সাংসদের এই মন্তব্য থেকেই বিজেপির দ্বিচারিতা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। একদিকে তাঁরই দলের সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী খোদ অমিত শা যখন কাঁটাতার ও অনুপ্রবেশ নিয়ে রাজ্য সরকারকে দায়ী করছেন, তখন তাঁরই দলের সাংসদ বলছেন, তাঁরা ক্ষমতায় এলে কাঁটাতার তুলে দেবেন।' শুধু তাই নয়, এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করার পরও বিজেপির পক্ষ থেকে তার কোনও প্রতিক্রিয়া শোনা যায়নি। সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জনসংঘই তো কাঁটাতারের বেড়ার প্রস্তাবক। তাঁর অনুগামী হয়ে উলটো সুর গাইছেন এটা আশ্চর্য।' যদিও জগন্নাথের দাবি, তাঁর মন্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। তিনি বলতে চেয়েছিলেন, বিজেপির সরকার হলে অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা থাকবে না। ফলে কাঁটাতারেরও কোনও প্রয়োজন হবে না। তাঁর দাবি, মোদির উন্নয়নে সাড়া দিয়ে যেমন পাক অধিকৃত কাশ্মীর ভারতের সঙ্গে যুক্ত হবে, তেমনটাই হবে বাংলাদেশেরও। যদি অনুপ্রবেশ ইস্যুতে রানাঘাটের সাংসদের এধরনের মন্তব্য অস্বস্তি বাড়িয়েছে গেরুয়া শিবিরের।

ডিসেম্বরে শিল্প কনক্লেভ

কলকাতা, ১ নভেম্বর : এক দশকেরও বেশি সময় শিল্পের খরা কাটাতে পারেনি রাজ্য সরকার। বিনিয়োগও তাই তথৈবচ। বিরোধীদের বরাবরের এই অভিযোগ খণ্ডাতে এবার ২০২৬-এর ভোটে পরোক্ষে শিল্পমহলকে এখন থেকেই কাজে লাগাতে চাইছে সরকার। কোথায় কী কী ক্ষেত্রে শিল্পে বিনিয়োগ হয়েছে ও হতে চলেছে এবার বিভিন্ন শিল্প সংস্থা ও লগ্নিকারীরা তা সরাসরি প্রকাশ্যে তুলে ধরবেন। ১৮ ডিসেম্বর ধনধান্য প্রেক্ষাগৃহে নয়া 'বিজনেস ইন্ডাস্ট্রি কনক্লেভে' শিল্পমহলের সরাসরি এই স্বীকারোক্তি তুলে ধরতে এখন সাজোসাজো রব নবান্ন প্রশাসনের সরকারি সব দপ্তরে। বিনিয়োগ সংক্রান্ত নানান খুঁটিনাটি বিচার করে দপ্তরগুলিকে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের কাছে রিপোর্ট পাঠাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সোমবার মন্ত্রীসভার বৈঠকও এই নিয়ে আলোচনার সম্ভাবনা।

শমীকের মুখে ভিন্ন তত্ত্ব

কলকাতা, ১ নভেম্বর : এসআইআর করে অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করা ও ভোটার তালিকা থেকে তাদের নাম বাদ দেওয়ার কথা বললেও অনুপ্রবেশকারীদের ফেরত পাঠাবার দাবি করলেন না বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। যদিও এই প্রশ্নে বিরোধী দলনেতার মুখে বারবারই শোনা গিয়েছে ডিটেক্ট, ডিলিট অ্যান্ড ডিপোর্ট।

শনিবার বিজেপির যুব মোর্চার এক সভায় রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'এসআইআর, সিএএ-র ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থান একটাই। ডিটেক্ট অ্যান্ড ডিলিট। ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দিতে হবে।' কিন্তু ওই অবধি। বিরোধী দলনেতার মতো চিহ্নিত অনুপ্রবেশকারীদের সীমান্তের ওপারে ছুড়ে ফেলে দেওয়া বা সুন্দরবনে পাঠিয়ে দেওয়ার প্রশ্নে শমীক নীরব।

মার্কশিট কেন স্কুল দেবে, প্রশ্ন প্রধান শিক্ষকদের

কলকাতা, ১ নভেম্বর : এই প্রথম উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েও মার্কশিট হাতে পেল না পরীক্ষার্থীরা। উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ আগেই জানিয়েছিল, অনলাইনে বিস্তারিত তথ্য সহ রেজাল্ট দেখতে পাওয়া যাবে। তবে সংসদের তরফে কোনওরকম মার্কশিট দেওয়া হবে না। স্কুলের প্রধান শিক্ষকরা রেজাল্ট প্রিন্ট করে নিজেরা স্বাক্ষর করে সেই মার্কশিট পড়ুয়াদের হাতে তুলে দেবেন। এই ব্যবস্থা নিয়ে প্রধান শিক্ষকদের দুশ্চিন্তা, প্রতিটি স্কুলের প্রিন্টিং কাগজের মান সমান হবে না। ফলে মার্কশিটের বৈধতা নিয়ে পরবর্তী ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে। এতে বিপদ বাড়বে পড়ুয়াদেরই। ইতিমধ্যেই মার্কশিট দেওয়ার জন্য সংসদ সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্যকে চিঠি দিয়েছে অ্যাডভান্সড সোসাইটি ফর হেডমাস্টার্স অ্যান্ড হেড মিস্ট্রেসেস।

মিত্র ইন্সটিটিউশনের প্রধান শিক্ষক রাজা দের কথায়, 'অ্যাডমিট কার্ড ও মার্কশিট দুটোই সংসদের তরফে হলে ভালো হত। কারণ, এটি পড়ুয়াদের সারাজীবনের প্রশ্ন। সব স্কুল তো একইরকমভাবে মান সম্পন্ন কাগজ ব্যবহার করে না।' কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক চন্দন মাইতির মত, 'পরীক্ষা বাবদ অর্থ নিল সংসদ। আর আমাদের প্রিন্ট করে মার্কশিট দিতে হবে? এ কেমন নিয়ম! ভিন্নরকম ছাপা হলে অভিন্নতা বজায় থাকবে না।' যদিও সংসদ আগেই জানিয়েছে, চূড়ান্ত ফলাফলে তৃতীয় ও চতুর্থ সিমেস্টারের প্রাপ্ত নম্বরই একইসঙ্গে থাকবে। সেই মার্কশিট দেওয়া হবে উচ্চমাধ্যমিকের দ্বিতীয় পর্বের পর। এই বিষয়ে সংসদ সভাপতির যুক্তি, 'এখানে অভিযোগ তোলা ভিত্তিহীন। অনলাইনের রেজাল্টে লোগো সহ সমস্ত অফিসিয়াল প্রমাণ দেওয়া রয়েছে। চূড়ান্ত মার্কশিটে দুটি সিমেস্টারেরই তথ্য থাকবে।'

নতুন সিমেস্টার ব্যবস্থার ফলাফল নিয়ে আরও প্রশ্ন তুলেছেন প্রধান শিক্ষকরা। বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক অরূপ ভুঁইয়া বলেন, 'কেন এবারে রিভিউ বা স্ক্রুটিনির ব্যবস্থা রাখা হল না? যেসব পরীক্ষার্থীরা কম নম্বর পেয়েছেন বলে মনে করবে তারা কীভাবে পদক্ষেপ করবে?' সাঁইথিয়া হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক জগবন্ধু রায়ের বক্তব্য, 'আগের মতো বেস্ট অফ ফাইভ বিষয়ের নম্বরের ওপর নির্ভর করে রেজাল্ট হয়নি। ফলে বিকল্প বিষয়গুলিও গুরুত্ব পেয়েছে। সংসদের কাছে অনুরোধ, একটি বা দুটি বিষয়ে অনুত্তীর্ণ হলে সেই পড়ুয়াদের যেন সাপ্লিমেন্টারি না দেওয়া হয়।'

শুভেন্দুর নামে কমিশনে নালিশ অরূপের

কলকাতা, ১ নভেম্বর : বিএলওদের ইচ্ছাকৃতভাবে ভয় দেখানো হচ্ছে। এই অভিযোগ তুলে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে শীঘ্র পদক্ষেপের অনুরোধ জানিয়ে নির্বাচন কমিশনে চিঠি দিল শাসকদল।

সম্প্রতি বিহারের উদাহরণ টেনে রাজ্যের বুথস্তরের আধিকারিকদের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে শুভেন্দুর বিরুদ্ধে। সেই সংক্রান্ত ভিডিও দেখিয়ে তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক অরূপ বিশ্বাস কমিশনের কাছে চিঠি দিয়েছেন। তিনি আবেদন করেছেন, আগামী দিনে নির্বাচনের কাজের সঙ্গে যুক্ত কোনও সরকারি কর্মীকে যেন এভাবে ভয় না দেখানো হয়।

কমিশনের কাছে তৃণমূলের দাবি, পুলিশকে তৎক্ষণাৎ শুভেন্দুর বিরুদ্ধে এফআইআরের নির্দেশ দিতে হবে। দ্বিতীয়ত, সকল বিএলও ও অন্য নির্বাচনি আধিকারিকরা যাতে রাজনৈতিক ভীতি প্রদর্শনের হাত থেকে দূরে থাকতে পারেন, তা নিশ্চিত করতে দ্রুত যথাযথ নির্দেশিকা জারি করতে হবে। তৃতীয়ত, নির্বাচনি আধিকারিকদের ভয় দেখালে কী কী আইনি পদক্ষেপ করা হবে, সেই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করতে হবে।

শুভেন্দু বলেছিলেন, 'বিহারের ৫২ জন বিএলও জামিন পাননি। একইরকমভাবে রাজ্যের বিএলওদেরও জেল হতে পারে। জেলে যাওয়ার জন্য সমস্ত নথি ও তথ্য আমরা জোগাড় করে দেব।' এই মন্তব্যের বিরুদ্ধেই শুক্রবার রাতে কমিশনে অভিযোগ জমা করেছে তৃণমূল।

চিঠিতে অরূপ লিখেছেন, 'আমাদের ভোটার তালিকার অখণ্ডতা রক্ষার দায়িত্ব যেসব সরকারি কর্মীকে দেওয়া হয়েছে, খুব পরিকল্পিতভাবে তাঁদের ভয় দেখানো হচ্ছে। যদি বিষয়টিকে এখন থেকে গুরুত্ব দিয়ে না দেখা হয়, তবে পশ্চিমবঙ্গে স্বচ্ছ ও অবাধ নির্বাচন সম্ভব হবে না। এসআইআর ঘোষণার পর শুভেন্দুর মতো নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির মুখে এই ধরনের মন্তব্য ফৌজদারি অপরাধের শামিল। এটি ভারতীয় ন্যায়সংহিতার ৩৫১ ধারার আওতায় পড়ে।'

শুভেন্দুর মন্তব্যকে 'নির্বাচনি প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার প্রয়াস' বলে দাগিয়ে দিয়েছে তৃণমূল। এই অভিযোগের ভিত্তিতে পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসককে দ্রুত রিপোর্ট জমা দিতে বলেছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল। শুভেন্দুর বক্তব্যের ভিডিও রেকর্ডিং পাঠানোর নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

হাত সাফাইয়ে চর্চায় ক্লেপ্টোম্যানিয়া

রিমি শীল

কলকাতা, ১ নভেম্বর : ক্যারাটেতে ব্ল্যাক বেল্ট। আকর্ষণীয় সুন্দরী। পয়সার অভাব নেই। অভিনয়ের প্রশিক্ষণকেন্দ্রও রয়েছে। টলিউড এবং বলিউডেও কাজ করেছেন। অথচ সুযোগ পেলেই চুরি করতে সিদ্ধহস্ত। পোস্তায় চুরির ঘটনায় টলি অভিনেত্রী রূপা দত্তের গ্রেপ্তারির ঘটনায় চর্চা শুরু হয়েছে। সচ্ছল পরিবারের সন্তান এবং আর্থিক অনটন না থাকা সত্ত্বেও কেন একজন অভিনেত্রী এই কাজ করলেন, তার নেপথ্যে কারণ খুঁজছেন মনোবিদরা। বার বার এই ধরনের ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে। তাতে দেখা গিয়েছে, চুরির দায়ে গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তি পারিবারিক, আর্থিক, সামাজিক দিক থেকে সচ্ছল। অথচ হাত সাফাই করা বদভ্যাস। মনোবিদরা মনে করছেন, এর নেপথ্যে থাকতে পারে ক্লেপ্টোম্যানিয়া। এঁদের অভাব না থাকলেও কোনও জিনিস দেখলে এরা মানসিক দিক থেকে চুরি করার অদম্য তাগিদ অনুভব করেন। এটা একধরনের অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার বা ওসিডি। এই ধরনের ঘটনার পরেই সংশ্লিষ্ট দোকানের তরফে ওই অপরাধ সংক্রান্ত সিসিটিভির ফুটেজ সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। তা আইনের সঙ্গে যুক্তিসংগত নয় বলে মনে করছেন আইনজীবীদের একাংশ।

অভিনেত্রী রূপা দত্ত বেলতলা গার্লস হাইস্কুল থেকে পড়ার পর যোগমায়াদেবী কলেজে উচ্চশিক্ষা সেরেছেন। অভিনয়ে তাঁর ছোটবেলা থেকে আগ্রহ ছিল। অভিনেতা অঙ্কুশ হাজরার সঙ্গে 'কেল্লাফতে' ছবিতে কাজ করেছেন তিনি। তবে টলিউডে বিশেষ শিকে না ছেঁড়ায় মুম্বই চলে যান তিনি। সেখানে 'জয় মা বৈষ্ণোদেবী' সিরিয়ালে অভিনয়ের পর পরিচিত মুখ হয়ে ওঠেন রূপা।

এর আগেও তাঁর বিরুদ্ধে ২০২২ সালে চুরির অভিযোগ উঠেছিল। কলকাতা বইমেলায় পকেটমারি করতে গিয়ে ধরা পড়েছিলেন অভিনেত্রী। তাঁর ব্যাগ থেকে নগদ ৭৫ হাজার টাকা ও একাধিক মানিব্যাগ উদ্ধার হয়েছিল। সেই কারণে জেলও খেটেছিলেন তিনি। এর আগে ২০২৫ সালে পোস্তা থানা আদি বাঁশতলা লেনে এক মহিলার ব্যাগ থেকে সোনার গয়না ও নগদ চুরির অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে।

চুরির অভিযোগে গ্রেপ্তার অভিনেত্রী

ছবি : এআই

জানা গিয়েছে, ১৫ অক্টোবর সর্বশেষ ঘটনাটি ঘটেছে। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে বড়বাজার থানা এলাকার নন্দরাম মার্কেটের কাছ থেকে অভিনেত্রীকে গ্রেপ্তার করা হয়। ওই দিন প্রায় ২০ গ্রাম ওজনের একটি সোনার মঙ্গলসূত্র, ২১ গ্রাম ওজনের একটি সোনার চেন, দুটি সোনার বালা ও নগদ ৪ হাজার টাকা চুরি করা হয়। অভিনেত্রীর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ৬২.৯৫ গ্রাম ওজনের সোনার গয়না উদ্ধার করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় অবাক নেটিজনরা। মনোবিদ সংগীতা ভট্টাচার্যের কথায়, 'এই ব্যাধির নেপথ্যে সেরোটোনিন ও ডোপামিন হরমোনের ভারসাম্যহীনতা থাকতে পারে। আসলে যে ব্যক্তি এই কাজ করছেন, তাঁর মধ্যে উদ্বেগজনিত সমস্যা রয়েছে। জিনিসটি হয়তো তাঁর প্রয়োজন নেই, অথচ চুরি করার জন্য তাঁর মধ্যে মানসিক টান অনুভব হতে থাকে। পরে তিনি বিষয়টি নিয়ে অনুতাপও করেন। কিন্তু এটা একধরনের ভারসাম্যহীনতা। এঁরা বার বার একই কাজ করতে থাকেন। এর নির্দিষ্ট কোনও চিকিৎসাযোগ্য প্রতিকার নেই। তবে ব্যক্তি বিশেষে এক এক ধরনের থেরাপির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।'

এই ধরনের ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে আনা যায় কি? সেই প্রসঙ্গে আইনজীবী অরুণ কুমার মাইতি বলেন, 'তদন্ত চলাকালীন ফুটেজ প্রকাশ করা যায় না। এতে বিভ্রান্তি ঘটতে পারে। গোপনীয়তা রাখতে হয়। এটাই প্রক্রিয়া।'

ইউনিটি কনসার্ট

কলকাতা, ১ নভেম্বর : ঘূর্ণিঝড় মন্থার রেশ ধরে শনিবারও বৃষ্টিতে ভিজল শহর কলকাতা। সেই ঝিরঝিরে বৃষ্টি গায়ে মেখে একমঞ্চে ধরা দিল বাংলার ৪টি সেরা ব্যান্ড। চন্দ্রবিন্দু, লক্ষ্মীছাড়া, ইউফোরিয়া ও ফসিলসের লাইভ পারফরমেন্সে মাতলেন কয়েকহাজার মানুষ। হিন্দি-ইংরেজির রমরমার যুগে বাংলা ব্যান্ডের শিকড় যে আজও কতটা গভীর, তার প্রমাণ দিল গীতাঞ্জলি স্টেডিয়ামে আয়োজিত ইউনিটি কনসার্ট।

দর্শকদের মন কাড়ল নতুন বাংলা ব্যান্ড শ্লোক ও গায়ক-সুরকার অঙ্কুর দত্তের একক পারফরমেন্স। মূল অনুষ্ঠানের শুরুতে পুরোনো নস্টালজিয়া জাগিয়ে দিল চন্দ্রবিন্দুর অনিন্দ্য-উপল যুগলবন্দি। এরপর ছিল লক্ষ্মীছাড়ার পালা। রাজীব, বোধিসত্ত্ব, জন, সংকেত, দেবাদিত্যদের হার্ড রক-মেটাল মাতাল দর্শকদের। রাত যত গভীর হচ্ছিল ততই যেন চড়ছিল বাংলা ব্যান্ডের নস্টালজিয়ার পারদ। শেষমেশ ইউফোরিয়ার পলাশ সেন, ফসিলসের রূপম ইসলামদের জাদুতে একরাশ মুগ্ধতা নিয়ে প্রেক্ষাগৃহ ছাড়েন সকলে।

রাজ্যের স্কুলে পরিকাঠামো নেই এআইয়ের

কলকাতা, ১ নভেম্বর : তৃতীয় শ্রেণি থেকে পড়ুয়াদের পড়তে হবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারত যাতে পিছিয়ে না পড়ে সেই কথা মাথায় রেখে সম্প্রতি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক এই নির্দেশ জারি করেছে। ২০২৬-'২৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে এই নীতি চালু হবে। ইতিমধ্যেই সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন এই বিষয়ে রূপরেখা তৈরি করে ফেলেছে। শুরু হয়ে গিয়েছে পাইলট প্রোজেক্টও। প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে শিক্ষকদের। কিন্তু রাজ্যের সরকারি প্রাথমিক স্কুলগুলির যা পরিকাঠামো, তাতে কি আদৌ এই নির্দেশ কার্যকর করা সম্ভব? শিক্ষকদের একাংশের মত, যে রাজ্যের ক্লাসরুমে বেঞ্চ ও ফ্যানের মতো ন্যূনতম পরিকাঠামোই নেই, সেই রাজ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা শেখানোর সিদ্ধান্ত ভিত্তিহীন।

যদিও কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের নির্দেশকে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ গ্রহণ করবে কি না তা নিয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানা যায়নি। তবে প্রাথমিক শিক্ষকদের মত, এই নির্দেশ বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। অল বেঙ্গল প্রাইমারি টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সেক্রেটারি ধ্রুবশেখর মণ্ডলের মত, 'রাজ্য সরকার এখনও কম্পিউটার, ইন্টারনেটের দাবি পূরণ করেনি। শিক্ষকদের এআই প্রশিক্ষণ দেওয়াও কতটা সম্ভব তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।'

বিজেপি দপ্তরে উচ্ছ্বাস দিলীপের

কলকাতা, ১ নভেম্বর : মুরলীধর সেন লেনে রাজ্য বিজেপির আদি ঠিকানায় বিজয়া সম্মিলনি করলেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। অনুগামীদের সঙ্গে সিঙ্গাড়া ও মিষ্টিমুখ করে আবেগে ভাসলেন। তবে দলের বর্তমান পদাধিকারীদের একজনকেও দেখা গেল না দিলীপের অনুষ্ঠানে। সল্টলেকে দলীয় দপ্তর থেকে বেরোনোর মুখে একদা দিলীপ অনুগামী বলে পরিচিত বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল বলেন, 'দিলীপদা আমাদের সঙ্গেই আছেন। আমন্ত্রণ না থাকায় যাওয়া হয়নি।' শিকড়ে ফিরেও দলে প্রাসঙ্গিক হওয়ার মতো ভরসা পেলেন না দিলীপ।

দলীয় কর্মসূচি থেকে এখনও দূরে। '২৬-এর বিধানসভা ভোটে দলীয় প্রস্তুতিতেও কোথাও নেই তিনি। অনুগামীদের অনেকে মনে করছেন, মুরলীধর সেন লেনে ফেরা আসলে দিলীপের শিকড়ে ফেরার চেষ্টা। দিলীপের কথাতেও তার ইঙ্গিত। অতীতকে স্মরণ করে এদিন দিলীপ বলেছেন, 'এই বাড়ি আমাদের কাছে মন্দিরের মতো।'

যদিও আশঙ্কা কাটছে না দিলীপ অনুগামীদের। চলতি সপ্তাহেই সম্ভবত বিজেপির রাজ্য কমিটি ঘোষিত হবে। তার দিকেই এখন তাকিয়ে রয়েছেন তাঁরা। দিলীপও বললেন, 'আমার কী ভূমিকা হবে তা পার্টি ঠিক করবে।'

জলবায়ু পরিবর্তন আজ আর তাত্ত্বিক বিষয় নয়, বরং চেন্নাই বা বেঙ্গালুরুর মতো শহরে জলসংকট আকারে এক অনিবার্য বাস্তব। গ্রেটা থুনবার্গ বা মুম্বইয়ের সুমাইরা আব্দুল্লালির মতো আন্দোলনকারীরা প্রমাণ করেন, ছোট ছোট উদ্যোগও বিশ্বজুড়ে পরিবর্তন আনতে পারে। আর গোটা পৃথিবী সেই লক্ষ্যেই এগোচ্ছে। অন্যদিকে, বৈশ্বিক ‘নেট জিরো’ লক্ষ্যপূরণে ট্রিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের প্রয়োজন, যা পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি, ইভি এবং গ্রিন স্কিলসে নতুন বাজারের সৃষ্টি করছে। উত্তর সম্পাদকীয়র জোড়া প্রতিবেদন ভবিষ্যতের আশার আলোয় চোখ রাখল।

পরিবেশ প্রত্যয়

জল বাঁচলে বাঁচবে জীবন

সৈয়দ তানভীর নাসরীন

২০১৯ সালে জলসংকটের সময় চেন্নাইয়ের এক আবাসন একটি সদ্য তৈরি হওয়া ‘স্টার্ট-আপ’-এর সঙ্গে যোগাযোগ করে। ‘স্টার্ট-আপ’-টির নাম ছিল ‘উই গট অ্যাকুয়া সিস্টেম’। যদি কেউ ২০১৯-এর চেন্নাই শহরের সেই ভয়ংকর সংকটের কথা মাথায় রাখেন, তাহলে বুঝতে পারবেন কতটা সংকটে পড়ে তামিল ভূমের অধিবাসীরা ওই প্রযুক্তিবিদদের সাহায্য নেওয়ার কথা ভেবেছিলেন! ওই নতুন ‘স্টার্ট-আপ’ সংস্থাটি আবাসনে এক ধরনের মিটার বসিয়ে দেয়। ঠিক এক মাসের মাথায় দেখা যায়, ওই আবাসন দিনে যত জল ব্যবহার করত তার প্রায় অর্ধেক কমে গিয়েছে। অর্থাৎ, এক ধাক্কায় দৈনিক গড়ে মাথাপিছু ২৩৪ লিটার জল খরচ কমে এসে দাঁড়িয়েছে ১১৯ লিটারে। শুধু আবাসনটিকে যদি উদাহরণ হিসেবে, মানে ‘স্যাম্পল সার্ভে’-র স্যাম্পল হিসেবে নেওয়া যায়, তাহলে ওই ‘স্টার্ট-আপ’-এর আধুনিক প্রযুক্তির দৌলতে চেন্নাইয়ের ওই আবাসন বছরে ৪ লক্ষ ৮০ হাজার লিটার জল বাঁচাচ্ছে।

চেন্নাই, হায়দরাবাদ কিংবা বেঙ্গালুরু, দক্ষিণের যে তিন শহর বা বলা ভালো আধুনিকতম ‘মেট্রোপলিস’ জলের অভাবে ধুঁকছে, সেই তিনটি শহরের বাস্তব অভিজ্ঞতাই আমাদের বলে দেয় যে, জলবায়ু পরিবর্তন আর শুধু বইয়ের পাতায় আটকে নেই, আমাদের নিত্যদিনের জীবনের অঙ্গ হয়ে উঠেছে। দক্ষিণের ওই শহরগুলিকে যাঁরা চেনেন, যেমন কর্মসূত্রে আমি খুব ঘনিষ্ঠভাবে দক্ষিণ ভারতকে চিনি, তাঁরা জানেন যে, ওখানে জলসংকটের সমাধানের জন্য কত ‘হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ’ চলে বা ফেসবুকে আজ এক বালতি জলের দাম কত যাচ্ছে, তার আপডেট দেওয়াটা কত নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। সেই কারণেই চেন্নাই এবং বেঙ্গালুরু ‘উরাভা ল্যাব’ কিংবা ‘অ্যাকভো’ সৌরশক্তিচালিত যন্ত্র নিয়ে এসেছে, যা বাতাস থেকে জল তৈরি করছে। আমাদের মনে রাখতে হবে, ২০১৯ সালে চেন্নাইয়ের মাটির তলার জলস্তর একেবারে শুকিয়ে যাওয়ার পর কিংবা বেঙ্গালুরুতে সাম্প্রতিককালে সব ঝগড়া ভুলে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া এবং উপমুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমার জলসংকট মেটাতে নেমে পড়লেও আসলে সমস্যার মূল আরও অনেক গভীরে। ভারতবর্ষের প্রায় কোনও শহরের ভূগর্ভে আর জল নেই। দিল্লি, বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ, চেন্নাই সব শহরেই অবস্থাটা মূলত এক।

‘নো ওয়ান ইজ টু স্মল’, গ্রেটা থুনবার্গের বিখ্যাত বই। সত্যিই তো সুইডেনের পার্লামেন্টের বাইরে প্রতি শুক্রবার দাঁড়িয়ে যে ছাত্রীটি ‘ফ্রাইডে ফর ফিউচার’, আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিল, সেই সময় কে ভেবেছিল এক একক ছাত্রীর আন্দোলন গোটা বিশ্বের তরুণদের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠবে? পরবর্তী প্রজন্মরা ভাবতে শুরু করবে আজকের লাভের বিনিময়ে, আজকের ‘প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশন’ বা ‘সর্বোচ্চ লাভের আশা’ ভবিষ্যতের পায়েই কুড়ুল মারা হচ্ছে না তো? গ্রেটা থুনবার্গ নিশ্চয়ই আন্দোলন শুরুর সময়ে সুকান্ত ভট্টাচার্যের সেই বিখ্যাত কবিতা পড়েননি আর তখনও তো তাঁর ১৮ বছর বয়সই হয়নি! কিন্তু গ্রেটা থুনবার্গ ২০১৮ থেকে যে কথাগুলো বলতে শুরু করলেন, তা ইউরোপের তরুণ প্রজন্মকে নতুনভাবে ভাবতে শেখাল। ইউরোপের বড় বড় শহরে পরিবেশের জন্য যে আন্দোলন গড়ে উঠল, তা তৈরি হল ওই বিশ্বাস থেকে, ‘নো ওয়ান ইজ টু স্মল’।

চিনের তিয়েন আনমেন স্কোয়ারে গণতন্ত্রকামী ছাত্রদের আন্দোলন থামাতে ট্যাংক পাঠানোর সেই কালো দিনগুলির কথা যদি কারও মনে থাকে, তাহলে ওই ভিজুয়ালসটাও নিশ্চয়ই মনে আছে! ট্যাংকের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এক সাহসী চরিত্রের অদমনীয় জেদের আবছা ভিজুয়াল। যা ছিল গ্রেটা থুনবার্গের একক আন্দোলন, তাই ইউরোপ-আমেরিকার বুকে সমষ্টির আন্দোলন হয়ে প্রতিরোধের মশাল জ্বালিয়ে দিল। সংগত কারণেই গ্রেটা থুনবার্গ যেমনভাবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে বেঁধেন, তেমনই তিনি শি জিনপিংকে, চিনের একনায়কতন্ত্রী শাসককেও পরিবেশকে নষ্ট করে দেওয়ার দায়ে কাঠগড়ায় তোলেন। আমরা যারা এশিয়ায় থাকি, তারা যখন চিনের চোখধাঁধানো উন্নয়নের কথা শুনি, তখন হয়তো সবসময় বুঝতে পারি না বিরাট শহর, আটতলা ফ্লাইওভার আর বাঁধের পরে বাঁধ দিয়ে ‘লাল চিন’ আসলে দক্ষিণ এশিয়ার পরিবেশকে কতটা বিপন্ন করে তুলেছে। একটা সহজ পরিসংখ্যান দেওয়া যাক। দক্ষিণ এশিয়ার প্রধান ২০টি নদী যেসব হিমবাহ থেকে বেরিয়েছে সেইসব হিমবাহই চিনে রয়েছে। তাই বেজিংয়ের বাঁধ দেওয়ার সিদ্ধান্ত যতটা ভারতকে বিপন্ন করে, ততটাই কমিউনিস্টশাসিত ভিয়েতনামের সঙ্গেও মেকং নিয়ে সংঘাত তৈরি করে রেখেছে।

চিন, আমেরিকার পরিবেশ নিয়ে ভ্রান্ত নীতি, যাকে গ্রেটা বলেছেন সবচেয়ে বেশি ‘গ্লোবাল সাউথ’ বিপন্ন করছে, সেই বাস্তবতাকে বৃহৎ চিত্রের মধ্যে রেখে একটু আমাদের দেশের লড়াইগুলিকে দেখা যাক।

এবং আমাদের দেশের লড়াইকে দেখতে গেলে যেটা আমাকে সবচেয়ে ভালো লাগায়, তা এই লড়াইয়ের একেবারে সামনের সারিতে রয়েছেন মহিলারা। সুমাইরা আব্দুল্লালি তাঁর ‘আওয়াজ’ নামে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন নিয়ে মুম্বইতে যে লড়াই দিয়েছেন, তাকেই হয়তো আর একটু প্রসারিত করেছেন নর্মা আলভারেজ, গোয়ার যে আইনজীবী উপকূল বাঁচাতে বা সমুদ্র তীরবর্তী ‘ইকো সিস্টেম’ রক্ষায় একের পর এক মামলা করে গিয়েছেন। বেঙ্গালুরুর গর্বিতা গুলাঠির কথাই ধরুন, যাঁর ‘হোয়াই ওয়েস্ট?’ প্রচারাভিযান দেখাল যে, রেস্তোরাঁয় ৭০ শতাংশ জল নষ্ট হয় আর শহরের প্রান্তিক মানুষ জল পাচ্ছেন না। আমি সবসময় বিশ্বাস করি, দৈনন্দিন গৃহস্থালি সামলাতে সামলাতে মহিলারা যে ‘ম্যানেজমেন্ট’ শেখেন, যে পরিচালন দক্ষতা তাঁদের করায়ত্ত হয়, তাই আসলে তফাত বদলে দিতে পারে। বেঙ্গালুরুর সেইসব ‘স্টার্ট-আপ’-এর কথা ধরুন, যারা আবাসনের পর আবাসনে প্রয়োগ করে দেখাল যে, অন্তত ৭০ শতাংশ ‘নষ্ট জল’ পরিশোধন করে পুনরায় ব্যবহার করা যায়। সত্যিই তো, বাগান পরিচর্যার নামে, গাড়ি ধোয়ার নামে এমনকি শাওয়ার থেকে শরীর ভেজানোর ছলে যে জল বয়ে যায়, তাকে পুনর্ব্যবহার করতে পারলে তো বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদের মতো শহরে জলসমস্যার অনেকটাই সমাধান হয়ে যাবে। বেঙ্গালুরুর এই ‘স্টার্ট-আপ’-গুলো দেখিয়েছে যে, আমরা প্রতিদিন যে জল ব্যবহার করি, তার মধ্যে ৩০ শতাংশ একেবারে বর্জ্য। অর্থাৎ, ‘সুয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট’ ছাড়া সেই জলকে পুনর্ব্যবহারযোগ্য করা যাবে না। কিন্তু বাকি ৭০ শতাংশ জলকেই সামান্য উদ্ভাবন শক্তি ব্যবহার করে, সামান্য যন্ত্রপাতি দিয়েই আবার নিজেদের প্রয়োজনে লাগানো যেতে পারে।

তাহলে আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে? ট্রাম্প এবং শি জিনপিং যখন অন্তর থেকে পরিবেশবাদী যে কোনও আন্দোলনকে অপছন্দ করেন, তখন ভারতবর্ষের অতি দক্ষিণপন্থী রাজনীতিও কি পরিবেশ সংক্রান্ত প্রশ্নকে ‘বুলডোজার’-এ গুঁড়িয়ে দিয়ে, উন্নয়নের ‘রোল মডেল’ সামনে আনতে চায় না? নিশ্চয়ই চায়। কিন্তু একইসঙ্গে সত্যি, ভারতবর্ষের তরুণ প্রজন্মও ভাবছে, হয়তো গ্রেটা থুনবার্গের মতো করেই ভাবছে, হয়তো ইউরোপের তরুণ প্রজন্মের মতো করেই প্রশ্ন তুলছে, আজকের কথা ভাবতে গিয়ে ভবিষ্যৎ বরবাদ হয়ে যাচ্ছে না তো? সেইজন্যেই নির্বাচনের প্রতিশ্রুতিতে পরিবেশের কথা আসছে, দাবিপত্রে বনাঞ্চল এবং উপকূল অঞ্চলকে বাঁচানোর তীব্র আর্তি জায়গা করে নিচ্ছে। এই যে যশোর থেকে বারাসাতের রাস্তাকে সুগম করতে যশোর রোডের বিশাল বিশাল গাছগুলি কেটে ফেলা হল না, সেটা তো এই পরিবেশ সচেতনতারই উদাহরণ। একদিকে যেমন দক্ষিণের শহরগুলি প্রযুক্তি এবং বিজ্ঞানকে ব্যবহার করছে সমস্যার মোকাবিলায় তেমনই পরিবেশ বাঁচাতে তরুণ প্রজন্মের স্বরও ক্রমশ জোরালো হচ্ছে।

(লেখক বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।)

কর্পোরেট দূষণ থেকে সবুজ রূপান্তরের স্বপ্ন

অভিষেক বোস

মানুষের শরীরে কোনও সবুজ বর্ণকণিকা নেই। সে মানুষটা আফ্রিকার জনজাতির হোক, ইউরোপের হোক বা এশিয়ার- কারও শরীরেই নেই। এইজন্যই ভিএফএক্স-এ গ্রিন ব্যাকগ্রাউন্ড রেখে খুব সহজেই মানুষকে আলাদা করা যায়। সবুজের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কে ঠিক এতটাই বিসদৃশ। অথচ যদি বসুন্ধরাকে এক বাক্স রঙিন ক্রেয়নস বলে ভাবেন, তবে সেই বাক্সের সবুজ সহ প্রায় সব রংই আমরা গত একশো বছরে ঘষে ঘষে শেষ করে ফেলেছি। হাতে পড়ে আছে কেবল ভাঙা টুকরো আর গোটা গোটা কালো ও ধূসর ক্রেয়ন।

ধুলো, ধোঁয়া, বিষ, অন্ধকার- কাড়ছে জীবন তোমার আমার- পশ্চিমবঙ্গ সরকার। বছর কুড়ি আগে এই বিলবোর্ড দেখে অনেকে হেসেছিল। বিরতি না থাকায় মনে হয়েছিল, যেন সরকারই জীবন কেড়ে নিচ্ছে! কিন্তু সময়ের সঙ্গে অল্প সংখ্যক হলেও কিছু মানুষ আজ বুঝতে শিখেছে, সমুদ্রমন্থনে যতটা বিষ নিঃসৃত হয়েছিল, আধুনিক সভ্যতা প্রতিবছর তার চেয়েও বেশি বিষ মিশিয়ে দিচ্ছে আমাদের জলে, মাটিতে, আকাশে।

‘সবই মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির চালাকি!’— এমন মন্তব্য আমরা প্রায়ই শুনি। আংশিক হলেও কথাটা সত্যি। গত কয়েক দশকে ইন্ডিভিজুয়াল কার্বন ফুটপ্রিন্ট ধারণাটিকে জোরালোভাবে প্রচার করা হয়েছে- যাতে কর্পোরেট দূষণ থেকে নজরটা সন্তর্পণে সরিয়ে দেওয়া যায়। আশার বিষয় বলতে বিপর্যয়ের কালো আকাশেও একরকম রুপোলি রেখা দেখা যাচ্ছে। বিশ্বব্যাপী জলবায়ু সংকট আজ অনিবার্য বাস্তব। ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রা, অনিয়ন্ত্রিত দূষণ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের নিঃশেষণ মানবসভ্যতাকে অভূতপূর্ব বিপদের মুখে দাঁড় করিয়েছে। এই সংকট রাষ্ট্রনেতাদের কাছেও এখন অনুধাবিত। তাই রাষ্ট্রীয় অগ্রগতির সঙ্গে উঠে আসছে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি- গ্রিন ইকনমি বা সবুজ অর্থনীতি।

গোল্ডম্যান স্যাকসের হিসেব অনুযায়ী, বিশ্বব্যাপী নেট জিরো লক্ষ্যে পৌঁছাতে প্রায় ৭৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ প্রয়োজন হবে। লক্ষ্য বছর ২০৭০। অর্থাৎ প্রতিবছর প্রায় ১.৫ থেকে ২ ট্রিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ লাগবে এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য। নেট জিরো মানে- পৃথিবীতে যতটা দূষণ (যেমন কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন) বাড়াচ্ছি, ততটাই কমিয়ে ভারসাম্য বজায় রাখা। বর্তমানে গ্রিন ইকনমি খাতের সম্ভাব্য বাজারই কয়েক ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের। আগামীদিনে যা বিশ্ব অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি হয়ে উঠবে।

পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি, বিদ্যুৎচালিত যানবাহন, টেকসই কৃষি ও পুনর্ব্যবহারযোগ্য পণ্যের ক্ষেত্রেই সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। এ ছাড়া দেশে শুরু হয়েছে কার্বন ক্রেডিট ব্যবস্থা- যেখানে কোনও প্রতিষ্ঠান পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার করে কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে ক্রেডিট অর্জন করে, আর অতিরিক্ত নিঃসরণকারী প্রতিষ্ঠান সেই ক্রেডিট কিনে নেয়। অর্থাৎ দূষণ কমানোর বিনিময়ে তৈরি হচ্ছে এক নতুন বাজার, যেখানে ‘কার্বন’-ই লেনদেনের মুদ্রা।

প্যারিস জলবায়ু চুক্তির পর থেকে বিশ্বজুড়ে শুরু হয়েছে সবুজ অর্থনীতির এর ফলে তৈরি হতে পারে লক্ষাধিক কর্মসংস্থান। আগামীদিনে গ্রিন স্কিলস অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি হতে চলেছে। সোলার টেকনিসিয়ান, ইভি মেকানিক, এনার্জি অডিটর, সাস্টেনেবিলিটি কনসালট্যান্ট- এমন নবীন পেশার চাহিদা দ্রুত বাড়ছে।

তবে এই বিশাল সম্ভাবনার মাঝেও রয়েছে বাস্তব কিছু বাধা।

প্রথমত, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এখনও পর্যাপ্তভাবে সবুজ দক্ষতা ও পরিবেশ অর্থনীতি নির্ভর পাঠক্রমে অভিযোজিত নয়। অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও রিনিউয়েবল ইঞ্জিনিয়ারিং মূলধারায় আসেনি।

দ্বিতীয়ত, জীবাশ্ম জ্বালানিনির্ভর ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা এখনও আর্থিক সহায়তা বা বিকল্পে প্রবেশাধিকার পাচ্ছেন না।

তৃতীয়ত, কাঠামোগত ঘাটতি- বিশেষ

দিকে বড় রূপান্তর। এই চুক্তি অনুযায়ী, পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি ২ সেন্টিগ্রেডের নীচে, সম্ভব হলে ১.৫ সেন্টিগ্রেডের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সদস্য দেশগুলি। প্রত্যেক দেশ নিজেদের পরিকল্পনা অনুযায়ী গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন কমাবে ও সবুজ প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহ দেবে। উন্নত দেশগুলো প্রতিশ্রুতি দিয়েছে উন্নয়নশীল দেশগুলিকে জলবায়ু মোকাবিলায় আর্থিক সহায়তা দেওয়ার। ইতিমধ্যেই ইউরোপ, আমেরিকা ও চিন সবুজ শক্তিতে বিপুল বিনিয়োগ করছে। কারণ, যে দেশ যত দ্রুত এই লক্ষ্যে পৌঁছাবে, বিশ্ববাজারে তার অবস্থান ততটাই শক্তিশালী হবে। আমাদের দেশ ভারতও পিছিয়ে নেই।

প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছেন- ভারতের লক্ষ্য নেট জিরো ২০৭০। এটি কেবল প্রতীকী নয়, বরং অর্থনৈতিক রূপান্তরের এক বিশাল পরিকল্পনা। সৌর, বায়ু, হাইড্রোজেন ও বায়োএনার্জির ক্ষেত্রে দ্রুত অগ্রগতির জন্য বাজেটে বড় অঙ্কের বরাদ্দ হয়েছে। বহুজাতিক সংস্থাগুলির জন্য আর্থিক উৎসাহও বাড়ানো হয়েছে। বর্তমানে ভারতের নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদন ক্ষমতা ২০০ গিগাওয়াট ছাড়িয়েছে, যার প্রায় অর্ধেকই সৌরশক্তি থেকে আসে। লক্ষ্য ২০৩০ সালের মধ্যে ৫০০ গিগাওয়াট।

বিভিন্ন রাজ্যে কৃষকদের সৌরশক্তিনির্ভর সেচব্যবস্থা তৈরিতে সহায়তা করা হচ্ছে, পাশাপাশি উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে বৈদ্যুতিক (ইভি) পরিবহণে। এই উদ্যোগে যুক্ত হচ্ছে তরুণ উদ্যোক্তা প্রজন্ম- যারা ক্লিন এনার্জি স্টার্টআপ, বর্জ্য পুনর্ব্যবহার ও কার্বন ট্রেডিং ক্ষেত্রে নিয়মিত পরীক্ষানিরীক্ষা চালাচ্ছে। দেশের আইআইটি, আইআইএম সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তরুণরা নবায়নযোগ্য শক্তিনির্ভর ব্যবসায় নতুন দিগন্ত খুলছেন- কোথাও সৌরবিদ্যুৎচালিত কোল্ড স্টোরেজ, কোথাও পুনর্ব্যবহারযোগ্য সামগ্রী। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার পূর্বাভাস, করে ইভি চার্জিং স্টেশন, রিসাইক্লিং অবকাঠামো ও গবেষণা উন্নয়নে পর্যাপ্ত সহায়তার অভাব- অনেক তরুণ উদ্যোক্তা প্রকল্প বাস্তবায়নের আগেই থেমে যাচ্ছে।

গ্রিন ইকনমিকে অর্থনীতির মূলধারায় আনতে প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও বাস্তবসম্মত নীতি।

প্রথমত, সিলেবাসে গ্রিন কারিকুলাম অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি, যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সবুজ পেশার জন্য প্রস্তুত হয়।

দ্বিতীয়ত, করনীতি ও উৎসাহভাতা কাঠামো এমনভাবে গঠন করতে হবে, যাতে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি, সবুজ নির্মাণ ও রিসাইক্লিং শিল্পে বিনিয়োগ লাভজনক হয়।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, জনসচেতনতা ও ভোক্তা সংস্কৃতির পরিবর্তন। এখনও পরিবেশবান্ধব প্রতিটি পণ্যের দাম সাধারণ পণ্যের চেয়ে অনেক বেশি- কখনও দ্বিগুণও। যতক্ষণ পর্যন্ত সাধারণ মানুষ পরিবেশবান্ধব বিকল্প বেছে না নেবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই রূপান্তর পূর্ণতা পাবে না। বাজেট ভাষণ বা প্রতিশ্রুতি দিয়ে একা ২০৭০-এর লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়।

মনে রাখতে হবে, প্রতিবেশী দেশ ভুটান ইতিমধ্যেই সরকারিভাবে কার্বন নেগেটিভ দেশ হিসেবে স্বীকৃত। পৃথিবীর মানচিত্রে খুঁজে পাওয়া যায় না এমন ছোট্ট দেশটি, কিন্তু ভারত ও চিনের বিশাল উন্নয়নচাপের মাঝেও তারা এই কৃতিত্ব অর্জন করেছে। কারণ, ভুটানে উন্নতির মাপকাঠি ‘গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট’ নয়, বরং ‘গ্রস ন্যাশনাল হ্যাপিনেস’।

যদি সাধারণ মানুষের কাছে এই বার্তা না পৌঁছায়, যদি বৃহৎ অর্থনীতিকে সংযত না করা যায়, যদি বনভূমি উচ্ছেদ বন্ধ না হয়- তবে ট্রিলিয়ন ডলার খরচ করেও হাতে পড়বে শুধু কালো আর ধূসর ক্রেয়ন। আর কিছু নেতা-মন্ত্রীর ছবিওয়ালা বিলবোর্ড।

মানবশরীরে কিন্তু সত্যিই কোনও সবুজ বর্ণকণিকা নেই।

(লেখক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর)

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

গধেয়ারকুঠির হোগলাপাতায় ফের তৈরি হয়েছে ত্রাণশিবির। ছবি : শুভাশিস বসাক

মাদকবিরোধী প্রচারে প্রশ্নের মুখে ভাইস চেয়ারম্যান

প্রাণের ভয়ে মুখে কুলুপ

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ১ নভেম্বর : মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক প্রচারে গিয়ে স্থানীয়দের প্রশ্নের মুখে পড়লেন জলপাইগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়। পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের হঠাৎ কলোনি ও জয়ন্তীপাড়া বস্তির বাসিন্দাদের অভিযোগ, তাঁরা মাদক কারবারিদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গেলে হুমকির মুখে পড়তে হয়। বাড়িঘর ভেঙে দেওয়ার পাশাপাশি প্রাণনাশের হুমকি ভেসে আসে তাঁদের দিকে। যে কারণে তাঁরা মাদক কারবারিদের পরিচয় জানা সত্ত্বেও প্রশাসনকে বলতে নারাজ। যদিও ভাইস চেয়ারম্যান স্থানীয়দের আশ্বস্ত করেছেন, যাঁরা মাদক বিক্রেতাদের নাম জানাবেন, তাঁদের পরিচয় গোপন রাখা হবে।

শনিবার ভাইস চেয়ারম্যান ও পুরসভার অন্য কাউন্সিলাররা ১২ নম্বর ওয়ার্ডে মাদকবিরোধী সচেতনতা প্রচার শুরু করেন। তিনদিন ধরে ওই কর্মসূচি চলছে। কর্মসূচি চলাকালীন আচমকা তাঁদের ঘিরে ধরেন স্থানীয় কয়েকজন মহিলা। বেশ কিছু বিষয় নিয়ে তাঁরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। ভাইস চেয়ারম্যান বলেন, 'আমরা মাদক সচেতনতায় লিফলেট বিলি করছি। সেখানে একটি ফোন নম্বর দেওয়া রয়েছে। বাসিন্দারা ওই নম্বরে ফোন করে মাদক কারবারিদের নাম-পরিচয় জানাতে পারবেন। তবে যাঁরা ফোন করবেন, আমরা তাঁদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে পরিচয় গোপন রাখব।' ইতিমধ্যে অনেকেই সংশ্লিষ্ট নম্বরে ফোন করে মাদক কারবারিদের তথ্য দিচ্ছেন বলেও তিনি জানান।

১২ নম্বর ওয়ার্ডে মাদকবিরোধী প্রচারে সৈকত চট্টোপাধ্যায়।

১২ নম্বর ওয়ার্ডের হঠাৎ কলোনি, জয়ন্তপাড়া বস্তি এলাকাগুলো মাদক কারবারের আঁতুড় হিসেবে পরিচিত। জলপাইগুড়ি স্টেশন লাগোয়া এলাকাজুড়ে চলে মাদক বিক্রি ও সেবন। সন্ধে নামলেই বিভিন্ন জায়গায় মাদকের আসর বসে। মাসখানেক আগেও ওই ওয়ার্ডে পাড়ায় সমাধান শিবিরে গিয়ে মাদক নিয়ে স্থানীয়দের ক্ষোভের মুখে পড়েন ভাইস চেয়ারম্যান। জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'ওই এলাকায় নিয়মিত নজরদারি চলছে। বেশ কয়েকজনকে মাদক কারবারে যুক্ত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কেউ যদি সাধারণ মানুষকে হুমকি দেন, তাহলে পুলিশ অবশ্যই ব্যবস্থা নেবে।'

স্থানীয় এক মহিলার কথায়, 'প্রতি রাতে এলাকায় মাদকের আসর বসে। আগেও আমরা প্রতিবাদ জানিয়েছি। কিন্তু মাদক কারবারিরা গালিগালাজ করে। মহিলাদেরও ছেড়ে কথা বলে না। এমনকি বাড়িঘর ভেঙে দিয়ে এলাকাছাড়া করার হুমকি দিয়েছে। তারপর থেকে আমরা প্রতিবাদ করার সাহস পাইনা।' পুলিশের তরফে লাগাতার অভিযানের কথা বলা হলেও, এলাকায় রমরমিয়ে মাদকের ব্যবসা ও সেবন চলছে বলে তাঁর দাবি।

জয়ন্তপাড়া বস্তির এক বাসিন্দা বলেন, 'স্টেশনের পাশে দিনের বেলা মাদকের আসর বসে। অল্পবয়সি ছেলেরা নেশা করে। আমি নিজে প্রতিবাদ করতে গিয়ে প্রাণনাশের হুমকি পেয়েছি। আমাকে কিছু না করলেও, যদি ছেলেমেয়ের ক্ষতি করে, এই ভয়ে এখন আর কিছু বলি না। যা ব্যবস্থা করার প্রশাসন করুক।'

শঙ্কায় স্থানীয়রা

- জলপাইগুড়ি পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডে রমরমিয়ে মাদকের কারবার চলছে বলে অভিযোগ
- প্রতিবাদ করতে গেলেই স্থানীয়দের প্রাণনাশ ও বাড়িঘর ভেঙে দেওয়ার হুমকি দিচ্ছে কারবারিরা
- পুলিশ জানিয়েছে, হঠাৎ কলোনি, জয়ন্তপাড়া বস্তি এলাকায় লাগাতার অভিযান চলবে

হাতির ওপর নজরদারি

মালবাজার ও ওদলাবাড়ি, ১ নভেম্বর : একটি বুনো হাতির ওপর নজরদারি চালাচ্ছে বন দপ্তর। হাতিটির অস্বাভাবিক আচরণে উদ্বিগ্ন স্থানীয় বাসিন্দা ও পশুপ্রেমীরা। শনিবার সকাল থেকে হাতিটিকে ডামডিম বৌদ্ধ গুম্ফা এলাকায় ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। মাঝে মাঝে পাশের ধানের খেতে গিয়ে আহার করছে, আবার কখনও মাঠে শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। হাতিটির চলাফেরা যথেষ্ট মন্থর হওয়ায় বনকর্মীরা তার ওপর নিয়মিত পর্যবেক্ষণ চালিয়ে যাচ্ছেন। পশুপ্রেমী নফসর আলি বলেন, 'বন দপ্তরের উচিত দ্রুত হাতিটির চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।'

গত কয়েকদিন ধরে হাতিটিকে রানিচেরা ও সাইলি চা বাগান এলাকায় দেখা যাচ্ছিল। কিছুদিন আগে কালিম্পং জেলার ভুট্টাবাড়ি বনাঞ্চলে বন দপ্তরের তরফ থেকে হাতিটিকে চিকিৎসা করা হয়। চিকিৎসার পর কিছুটা সুস্থ হয়ে

ছটপুজোর আগের দিন সকালে চেল নদীর চরে অসুস্থ হাতিটি।

সে ফের চলাচল শুরু করে এবং সাইলি চা বাগান পেরিয়ে ডামডিম বৌদ্ধ মন্দির এলাকায় এসে পৌঁছায়। বর্তমানে হাতিটি সেখানেই অবস্থান করছে। বন দপ্তর জানিয়েছে, হাতিটির ওপর বিশেষ নজরদারি রাখা হয়েছে এবং প্রয়োজনে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে। বন্যপ্রাণ শাখার উত্তরবঙ্গের বনপাল ভাস্কর জেভি বললেন, 'ইতিমধ্যে একবার হাতিটির চিকিৎসা করা হয়েছে। চিকিৎসায় সাড়া দিয়েছে হাতিটি। বনকর্মীরা সারাক্ষণ সেটিকে নজরে রেখেছেন।'

স্থানীয়দের দাবি, হাতিটি অদ্ভুত আচরণ করছে এবং ধীরগতিতে এদিকওদিক ঘোরাফেরা করছে। মাঝেমধ্যে শুয়েও পড়ছে হাতিটি। এদিকে ধান পাকা শুরু হওয়ায় হাতিটি প্রায়ই খেতে ঢুকে পড়ছে। ফলে, আতঙ্কিত কৃষক ও স্থানীয় বাসিন্দারা।

৯০ শতাংশ বুথে এজেন্ট

বিএলএ নিয়োগে টক্কর বিরোধীদের

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১ নভেম্বর : 'বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্রমেদিনী'- কার্যত যুদ্ধের সুরেই এসআইআর পর্বে নামছে রাজ্যের বিরোধী দলগুলি। এসআইআরেই শুরু ভোটযুদ্ধ। এ নিয়ে সরগরম জলপাইগুড়ির রাজনীতি।

একুশের নির্বাচনে জেলার সব বুথে পোলিং এজেন্ট দিতে পারেনি বিজেপি, বাম এবং কংগ্রেস। কিন্তু, এসআইআর পর্বে সব বুথে বুথ লেভেল এজেন্ট (বিএলএ) দিতে তৃণমূলকে টক্কর দিচ্ছে বিরোধীরা। এসআইআর বা ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধনের কাজে রাজনৈতিক দলগুলির বুথ লেভেল এজেন্টদের গুরুত্ব অনেক। তা সত্ত্বেও সংখ্যালঘু অধ্যুষিত নির্বাচনি বুথগুলিতে বিএলএ-র তালিকা তৈরি করতে পারেনি বিজেপি।

জলপাইগুড়ি জেলায় সদর বিধানসভায় ২৮৩, রাজগঞ্জে ২৬১, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে ৩১৪, নাগরাকাটায় ২৬০, ময়নাগুড়িতে ২৭৬, ধূপগুড়িতে ২৬৩ এবং মালবাজারে ২৭১টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে। গত সেপ্টেম্বরের হিসেবে জেলায় ভোটারের সংখ্যা ১৮ লক্ষের বেশি। নির্বাচনি বুথের সংখ্যা ১৯২৮। এই বুথে রাজনৈতিক দলগুলির বুথ লেভেল এজেন্ট থাকা জরুরি। এসআইআর-এর কাজে বিএলও-দের সঙ্গে বোঝাপড়া করে বিএলএ চলবেন। তাই জেলা নির্বাচন দপ্তরের কাছে রাজনৈতিক দলগুলি বিএলএ-দের তালিকা জমা করা শুরু করেছে। জেলার ১৯২৮টি বুথেই বিএলএ নিযুক্ত করতে চলেছে বিরোধীরা। তবে বিএলএ নিয়োগের ৯০ শতাংশ তালিকা করতে পারলেও সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় পিছিয়ে রয়েছে বিজেপি। দলের প্রাক্তন জেলা সভাপতি ও রাজ্য কমিটির সদস্য বাপি গোস্বামী জানান, এখনও সংখ্যালঘু অধ্যুষিত বুথে দলীয় বিএলএ নিযুক্ত করার কাজ শুরু হয়নি।

> অধিকাংশ রাজনৈতিক দল বিএলএ-র তালিকা জমা করতে শুরু করেছে। বিএলএ-দের সুষ্ঠুভাবে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
>
> **শামা পারভিন**
> *জেলা শাসক ও জেলা নির্বাচনি আধিকারিক*

- জেলার সাতটি আসনে ১৯২৮টি বুথ রয়েছে
- গত নির্বাচনে সব বুথে বিরোধীদের এজেন্ট ছিল না
- এবার এসআইআর-এর পর্বে সব বুথে এজেন্ট দেবে বিরোধীরা
- তবে সংখ্যালঘু এলাকায় তালিকা হয়নি বিজেপির

অন্যদিকে বিজেপির জেলা সভাপতি শ্যামল রায়ের মন্তব্য, কয়েকটি নির্বাচনে সন্ত্রাস করে তৃণমূল আমাদের মনোনয়নপত্র তুলতে বাধা দিয়েছিল। নির্বাচনি এজেন্ট যাতে বসতে না পারে সেজন্য ভয় দেখিয়েছিল। এবারের বিধানসভা নির্বাচনে আমরা কাউকে এক ইঞ্চি জমিও ছাড়ব না। জেলার প্রায় সমস্ত বুথেই বিএলএ চিহ্নিত করে তালিকা তৈরি করেছি। ধাপে ধাপে সেটা জেলা নির্বাচন দপ্তরে জমা পড়তে শুরু করেছে। শাসকদলের সঙ্গে টেক্কা দিতে লড়ছে সিপিএমও। দলের জেলা সম্পাদক পীযূষ মিশ্রর অভিযোগ, গত নির্বাচনগুলিতে শাসকদল জেলার সর্বত্র আমাদের মনোনয়নপত্র তুলতে বাধা, বুথ এজেন্টদের না বসতে হুমকি দিয়েছিল। এখন পরিস্থিতি অন্য। শাসকদল দুর্নীতিতে চাপে রয়েছে। জেলার ৭টি বিধানসভায় ১৯২৮টি বুথের মধ্যে ৯০ শতাংশ বুথেই বিএলএ-র দলীয় তালিকা তৈরি করেছি। জেলা নির্বাচন দপ্তরে জানানো হয়েছে।

জেলা কংগ্রেস সভাপতি অমিত ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, আপাতত নাগরাকাটা ও জলপাইগুড়ি সদর বিধানসভায় প্রতি বুথে বিএলএ চিহ্নিত করেছি। এখন মাল ও ময়নাগুড়ি বিধানসভায় বিএলএ চিহ্নিতকরণ চলছে।

রাজ্য তৃণমূল বুথ স্তরে দলীয় বিএলএ-দের পরিচালনা করার জন্য জেলা কোঅর্ডিনেটর চন্দন ভৌমিককে দায়িত্ব দিয়েছে। চন্দন জানান, ৭টি বিধানসভা আসনে আমাদের বিএলএ নিযুক্ত করে তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। জেলা নির্বাচন দপ্তরে জমা দেওয়া হয়েছে। এই ব্যাপারে জেলা শাসক ও জেলা নির্বাচনি আধিকারিক শামা পারভিন বলেন, অধিকাংশ রাজনৈতিক দল বিএলএ-র তালিকা জমা করতে শুরু করেছে। বিএলএ-দের সুষ্ঠুভাবে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পার্টি অফিসে বৈঠকে কৃষ্ণ

জলপাইগুড়ি, ১ নভেম্বর : ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) নিয়ে শনিবার তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা অফিসে আলোচনা চলে। জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ ও জেলার সহ সভাপতি চন্দন ভৌমিক কর্মীদের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করেন। দুপুর থেকে অনেক রাত পর্যন্ত আলোচনা চলে। তৃণমূলের বিএলএ'দের সঙ্গে তাঁদের জেলা ইনচার্জ চন্দনের বিস্তারিত আলোচনা হয়।

এদিকে, তৃণমূলের এসসি-এসটি সেলের জেলা সভাপতি কৃষ্ণ দাস দীর্ঘদিন পর এদিন জেলা পার্টি অফিসে এসেছিলেন। কৃষ্ণ মাঝে নিজেকে বহুদিন ধরে দলীয় কর্মসূচি থেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। এমনকি জেলা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক সভা ডেকে তোপও দেগেছিলেন। এদিন অবশ্য দীর্ঘক্ষণ ধরে জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে তিনি আলোচনা করেন। পরে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে কৃষ্ণ বলেন, 'তৃণমূল অনেক বড় দল। সাময়িক কিছু ভুল বোঝাবুঝি হতেই পারে। এদিন আমরা এসআইআর নিয়ে আলোচনা করলাম। বর্তমানে আমরা এ বিষয়েই বেশি নজর দিচ্ছি।' মহুয়া বলেন, 'এসআইআর নিয়ে বুথ স্তর থেকে শিবির করে নজরদারি চালাতে হবে বলে রাজ্য থেকে নির্দেশ এসেছে। তৃণমূল কর্মীরা বুথে বুথে ভোটারদের পাশে থেকে কাজ করবেন।'

শুয়োরের ফার্মের গন্ধে অতিষ্ঠ মানুষ

কৌশিক দাস

ক্রান্তি, ১ নভেম্বর : ক্রান্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের ধনতলা লাগোয়া এলাকায় ব্যক্তিগত মালিকানায় গজিয়ে ওঠা শুয়োরের ফার্মের দুর্গন্ধে প্রাণ ওষ্ঠাগত গোটা এলাকার। স্থানীয় বাসিন্দারা বারবার বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আনলেও কোনও সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ। অদূরভবিষ্যতে এই ফার্ম থেকে মহামারি ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে বলে অনুমান একাংশ এলাকাবাসীর। যদিও ফার্মের মালিক সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়ে বলেন, 'মাঝে কিছুদিন সমস্যা হয়েছিল। এখন আর সেই সমস্যা নেই। নিকাশি ব্যবস্থা উন্নত করা হয়েছে। সাধারণ মানুষের সমস্যা হবে না।'

স্থানীয় মানুষদের অভিযোগ, বছর দুয়েক আগে ফার্মটি তৈরি করা হয়। গত ৬ মাস ধরে সেখান থেকে ব্যাপক দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। দুর্গন্ধে নাভিশ্বাস উঠছে এলাকাবাসীর। স্বাস্থ্য দপ্তর ও প্রশাসনের তরফে বাড়ি বাড়ি ঘুরে শুয়োর প্রতিপালন করতে নিষেধ করা হচ্ছে। তখন জনবহুল এলাকায় কীভাবে এমন ফার্ম চালানোর অনুমতি দিল প্রশাসন? প্রশ্ন উঠছে।

গ্রামবাসী ও শিক্ষক গোকুল রায় প্রামাণিকের বক্তব্য, 'গন্ধে টেকা দায় হয়েছে আমাদের। সঙ্গে প্রচণ্ড মশামাছির উপদ্রব। ওই এলাকার রাস্তা দিয়ে যাওয়া যায় না। কীভাবে প্রশাসন এই ফার্ম তৈরির অনুমতি

শুয়োরের ফার্ম।

দিল, বোধগম্য নয়। আমরা বহুবার বিষয়টি প্রশাসনকে জানিয়েছি। তা সত্ত্বেও কোনও কাজ হয়নি।'

গ্রামবাসী নার্জিনা বেগম, নমিতা রায়, সুবোধ রায়, বিশ্বজিৎ রায়, প্রদীপ রায়রা জানান, বাড়িতে ছোট সন্তান রয়েছে। খুব সমস্যার মধ্যে থাকতে হচ্ছে ওদের নিয়ে। প্রাথমিক অবস্থায় মুরগির ফার্মের কথা বলা হলেও পরে শুয়োরের ফার্ম তৈরি হয়েছে। এতে জাপানিজ এনসেফ্যালাইটিস রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। গ্রামবাসীরা মিলে এর আগে বহুবার অভিযোগ জানিয়েও লাভ হয়নি। এই ফার্ম বন্ধ না হলে বিক্ষোভের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা।

এইমুহূর্তে ফার্মে ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় ৮৭টি শুয়োর রয়েছে বলে খবর। সেগুলো প্রতিপালনের জন্য ৩ জন কর্মী আছেন। মূলত উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন এলাকা যেমন অসম, মেঘালয়, মণিপুরে শুয়োর রপ্তানি হয় এখান থেকে।

ক্রান্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মালতী টুডু বলেন, 'স্থানীয়দের অভিযোগের ভিত্তিতে আমরা ঘটনাস্থলে গিয়েছি। আমি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের আসনে বসার আগেই ওই ফার্মের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। মালিকপক্ষ ফার্ম বন্ধ করে দেওয়ার কথা জানিয়েছে। বন্ধ না করলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

ক্রান্তির বিডিও রিমিল সোরেনও বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

চিতাবাঘের হানায় জখম

মেটেলি, ১ নভেম্বর : চা বাগানে পাতা তোলার সময় চিতাবাঘের হানায় জখম হলেন এক মহিলা চা শ্রমিক। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে মেটেলি ব্লকের নাগেশ্বরী চা বাগানে। আহত শ্রমিকের নাম জিতনি মুন্ডা (৫৪)। তিনি নাগেশ্বরী চা বাগানের দোকান লাইনের বাসিন্দা। জানা গিয়েছে, এদিন দুপুরে জিতনি সহ অন্য শ্রমিকরা বাগানের ৭-বি সেকশনে চা পাতা তুলছিলেন। সেই সময় চা বাগানের নালা থেকে একটি চিতাবাঘ এসে জিতনির ওপর লাফিয়ে পড়ে। সেখানে থাকা অন্য শ্রমিকরা চিৎকার শুরু করলে জিতনিকে ফেলে পালিয়ে যায় চিতাবাঘটি।

এরপর বাগানের শ্রমিকরাই জিতনিকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমে বাগানের হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখান থেকে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় মাল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে। খবর পেয়ে হাসপাতালে পৌঁছান খুনিয়া স্কোয়াডের বনকর্মীরা। চা বাগানে কাজ করার সময় শ্রমিকদের সতর্ক থাকার বার্তা দেওয়া হয় বন দপ্তরের তরফে। ঘটনায় বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

এর আগেও নাগেশ্বরী চা বাগানে চিতাবাঘের হানায় বহু শ্রমিক জখম হয়েছেন। বেশ কয়েকটি চিতাবাঘও খাঁচাবন্দি হয়েছে এই বাগান থেকে। চা বাগানে চিতাবাঘের হানা রুখতে তাই খাঁচা বসানোর দাবি জানিয়েছেন বাসিন্দারা। বন দপ্তরের তরফে এই বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

পড়ুয়াদের সাহায্য

ময়নাগুড়ি, ১ নভেম্বর : স্টেট ফিশারিজ অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন ওয়েস্ট বেঙ্গল উত্তরবঙ্গে সম্প্রতি বন্যা পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পড়ুয়াদের সহায়তায় এগিয়ে এল। শনিবার ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতি এবং আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় এবং সংগঠনের উদ্যোগে ৩০ জন পড়ুয়ার হাতে সাহায্য হিসেবে এক হাজার টাকা করে তুলে দেওয়া হয়। সংগঠনের রাজ্য সভাপতি ডঃ নারায়ণ বাগ বলেন, 'বন্যা পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলি থেকে ৩০ জন ছাত্রছাত্রীকে সংগঠনের তরফে সাধ্যমতো আর্থিক সহায়তা করা হয়েছে। এই কঠিন সময়ে যাতে লেখাপড়ার কাজে ওদের কিছুটা সুবিধা হয়।'

সম্মেলন

ধূপগুড়ি, ১ নভেম্বর : সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের অগ্রগামী কিষানসভার রাজ্য কমিটির উত্তরবঙ্গ কনভেনশন শনিবার স্থানীয় কালাচাঁদ দরবেশ মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় ২৫০ জন প্রতিনিধি এদিনের সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। সম্প্রতি ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যেই এদিনের সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল বলে আয়োজকরা জানান। মঞ্চ থেকে প্লাবনকবলিতদের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। সম্মেলন শেষে ধূপগুড়ি শহরে মিছিল এবং সদাসোনা ছাত্রাবাস মোড়ে পথসভা করা হয়।

খারিজা বেরুবাড়ির দোমুখো সেতুর দু'পাশে অ্যাপ্রোচ রোড।

স্বেচ্ছাশ্রমে সাঁকো তৈরি গ্রামবাসীর

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১ নভেম্বর : এগারো বছর আগে সাংসদ বিজয়চন্দ্র বর্মনের তহবিল থেকে জলপাইগুড়ির খারিজা বেরুবাড়ি-২ পঞ্চায়েতের দোমুখো শালবাড়িতে কংক্রিটের সেতুটি তৈরি হয়েছিল। বুড়িতিস্তা ও পাঙ্গা নদীর সংযোগস্থলে নির্মিত সেই সেতুর দু'পাশে ছিল না কোনও অ্যাপ্রোচ রোড। বছর দুয়েক আগে স্থানীয়রা সেই জায়গায় একটি সাঁকো বানিয়েছিলেন। এবারের বর্ষায় সেটি ভেঙে যাওয়ায় ফের গ্রামবাসীরাই সেটি তৈরি করে নিলেন। নিজেদের জমির বাঁশ এনে স্বেচ্ছাশ্রমে সেতুর দু'পাশে অ্যাপ্রোচ রোডের ফাঁকা জায়গায় তৈরি করা হল সাঁকো।

২০১৪ সালে সাংসদ থাকাকালীন নিজের তহবিল থেকে সেতুটি নির্মাণ করেছিলেন বিজয়চন্দ্র বর্মন। কিন্তু জমিজট থাকায় দু'দিকের অ্যাপ্রোচ রোড এখনও তৈরি হয়নি। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজয় বর্মনের পরাজয় হয়। বিজেপির সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায় সেখানকার সাংসদ হওয়ার পরেও সেতুর দু'পাশের অ্যাপ্রোচ রোডটি তৈরি করা হয়নি।

পূর্বতন সাংসদের তহবিল থেকে কোনও প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত থাকলে পরেরবারের নির্বাচিত সাংসদের তহবিল থেকে স্বাভাবিকভাবে কাজ সমাপ্ত করার নিয়ম রয়েছে। কিন্তু জমিজটের কারণে অ্যাপ্রোচ রোড হওয়া আটকে রয়েছে। এতগুলো নির্বাচন কেটে যাওয়ার পরেও সেই জমিজট না কাটায় ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী।

স্থানীয় বাসিন্দা স্বাধীন রায় বললেন, 'দু'বছর আগে আমরা নিজেরাই অ্যাপ্রোচ রোডের জায়গায় বাঁশ দিয়ে সাঁকো বানিয়েছিলাম। যাতে অন্তত সেতু দিয়ে হেঁটে কিংবা বাইকে করে যাতায়াত করা যায়। নাহলে প্রায় দশ কিমি ঘুরে গ্রামে আসতে হত।'

দোমুখো সেতু সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা অর্চনা সরকার জানালেন, এবছর বর্ষায় সেই সাঁকো ভেঙে যায়। ফলে যাতায়াত করতে সেতুর দুই পাশের এলাকার বাসিন্দাদেরই ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। তাঁর অভিযোগ, 'সাংসদ তহবিলে সেতু হয়েছিল বলে অন্য সরকারি খাত থেকে কেউ অ্যাপ্রোচ রোড তৈরি করে দিচ্ছে না। তাই আমরা নিজেরাই নিজেদের সমস্যার সমাধান করে নিয়েছি।'

> দু'বছর আগে আমরা নিজেরাই অ্যাপ্রোচ রোডের জায়গায় বাঁশ দিয়ে সাঁকো বানিয়েছিলাম। যাতে অন্তত সেতু দিয়ে হেঁটে কিংবা বাইকে করে যাতায়াত করা যায়। নাহলে প্রায় দশ কিমি ঘুরে গ্রামে আসতে হত।
>
> **স্বাধীন রায়**
> *স্থানীয় বাসিন্দা*

জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন অবশ্য আশ্বাসের বাণী শুনিয়ে বললেন, 'গ্রামবাসী আমার কাছে আবেদন করলে আমি জেলা প্রশাসনের সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলব। তারপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

দু'বার নিজেদের ভোগান্তি নিজেদেরই মিটিয়ে নিতে হয়েছে। কিন্তু এভাবে যে কতদিন চলবে, সেই ভাবনাই ভাবছেন অর্চনা, স্বাধীনরা।

বৃষ্টিতে ক্ষতি ধানে

রাজগঞ্জ, ১ নভেম্বর : সোনালি ধানের দেখা মিললেও হাসি ফুটছে না রাজগঞ্জের কৃষকদের। বৃহস্পতিবার থেকে লাগাতার বৃষ্টির ফলে ধানখেতগুলি জলমগ্ন। বৃষ্টির ফলে অনেক জায়গায় হেলে গিয়েছে ধান গাছ। আমন ধানগুলি পেকে গেলেও জমিতে জল থাকায় তা কাটতে পারছেন না চাষিরা। ধানচাষিদের আশঙ্কা, দুই-তিন দিনের মধ্যে এই জল না শুকালে প্রচুর ক্ষতির সম্মুখীন হবেন তাঁরা।

রাজগঞ্জের মোঘাপাড়া গ্রামের কৃষক আলিয়ার রহমান বলেন, 'প্রায় ৫ বিঘার জমির ধান পেকে গেলেও জমিতে জল থাকার কারণে কাটতে পারছি না। দুইদিন ধরে প্রবল বৃষ্টির ফলে জমিতে জল জমে রয়েছে। গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে ধান গাছগুলি শুয়ে পড়ে। রবিবার থেকে আকাশের অবস্থা ভালো না হলে এবং জল না শুকালে প্রচুর ধান নষ্ট হয়ে যাবে।'

রিচার জন্য গলা ফাটাবে শিলিগুড়ি

শমিদীপ দত্ত ও রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১ নভেম্বর : বাড়ির মূল দরজায় ঝুলে রয়েছে তালা। দীপাবলির আলোর মালা এখনও সরানো হয়নি দরজার একপাশে থাকা দোতলা ঘর থেকে। সন্ধ্যার পর বাড়ির সামনেটা অন্ধকার হয়ে গেলেও সেই বাড়ি নিয়েই রবিবার শিলিগুড়ির আবেগ। বলা ভালো, বাড়ির মেয়েটাকে নিয়ে। মহিলা বিশ্বকাপের ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে হরমনপ্রীত কাউরের নেতৃত্বে খেলতে নামবেন শিলিগুড়ির মেয়ে রিচা ঘোষ। গ্লাভস হাতে উইকেট রক্ষকের ভূমিকায় থাকবেন তিনি। গোটা দেশ যখন প্রথমবার মহিলা বিশ্বকাপ জেতার আশায়, শিলিগুড়ি শহর তখন আরও একধাপ এগিয়ে রিচার চোখধাঁধানো পারফরমেন্সের অপেক্ষায়।

পাড়ার মেয়ের খেলা দেখতে রিচার বাড়ি থেকে কয়েক পা দূরেই হাতি মোড়ে প্রোজেক্টর লাগানোর পরিকল্পনাও করে ফেলেছে ওয়ার্ড কমিটি। আবেগ, উন্মাদনার এই আঁচ বাড়াচ্ছে শিলিগুড়ি পুরনিগমও। মেয়র গৌতম দেব এদিন সাংবাদিক বৈঠক করে জানিয়েছেন, 'পুরনিগমের তরফে রবিবার বাঘা যতীন পার্কে খেলা দেখানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে।' রিচাকে ঘিরে তিনিও আবেগতাড়িত, 'অসাধারণ পারফর্ম করছে। ফাইনালেও রিচার পারফরমেন্স দেখার অপেক্ষায় রয়েছি।'

ছোট থেকেই রিচাকে বড় হতে দেখেছেন সুভাষপল্লির চিকিৎসক ইন্দ্রজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলছিলেন, 'পাড়ার একটা মেয়ে এমন স্তরে গিয়েছে, এর থেকে বড় পাওনা আর কী রয়েছে? ওর সঙ্গে সরাসরি কোনওদিন কথা হয়নি। তবে সবসময়ই ওকে দেখেছি বাবার সঙ্গে প্র্যাকটিস করতে যেতে।'

রিচার এই জায়গায় আসার পিছনে সূত্রধরের কাজটা নীরবে করে গিয়েছেন তাঁর বাবা মানবেন্দ্র ঘোষ। রিচার কাকা সুবিমল ঘোষের কথায় উঠে এল সেই প্রসঙ্গ। সুবিমল বলছিলেন, 'রিচার এই জায়গায় যাওয়ার পুরো কৃতিত্বটাই দাদার। আমরা তেমন কোনও সহযোগিতা করিনি।'

রিচাকে ছোট থেকে দেখে এসেছেন ওয়ার্ড কাউন্সিলার মৌসুমি হাজরা। মৌসুমির কথায়, 'খেলতে যাওয়াকে কেন্দ্র করে রিচা বাবার সঙ্গে কাউন্সিলার অফিসে এসে বিভিন্ন সার্টিফিকেট নিয়ে যেত। সত্যি কথা বলতে, সেই দিনগুলো ভাবলে নিজেকে এখন গর্বিত মনে হয়।' রিচার সঙ্গে যে মানবেন্দ্রকে নিয়ে এত চর্চা, রবিবার মাঠে বসে তিনি মেয়ে আর তাঁর সতীর্থ ১০ জনের সমর্থনে গলা ফাটাবেন। আবেগতাড়িত হয়ে মানবেন্দ্র বলছিলেন, 'সকলে আশীর্বাদ করুন। তাছাড়া আমার মেয়ে এখন সবার বাড়ির মেয়ে।'

সত্যিই রবিবার গোটা শহরের বাড়ির মেয়ে রিচা। এই আবেগের জন্যই শহরের অদূরে একটি শপিং মলের পাব ফাইনালকে কেন্দ্র করে বিশেষভাবে সাজানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে। ওই পাবের ম্যানেজার এডওয়ার্স রোজারিওর কথায়, 'রিচার ছবিতে আমরা গোটা পাব সাজাব। সেই সঙ্গে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট টিমের অন্য সদস্যদেরও ছবি থাকবে। খাওয়াদাওয়াতেও আমরা বিশেষ অফারের ব্যবস্থা করছি।' একই সিদ্ধান্তের কথা জানাচ্ছিলেন সেবক রোডের একটি রেস্তোরাঁর ম্যানেজার মায়াঙ্ক রাথি। টিম ইন্ডিয়া ট্যাগলাইনটা এখন শুধু রো-কো বা গিলদের সম্পত্তি নয়। মেন ইন ব্লুজ-এর মতোই তারকা হয়ে গিয়েছেন উওমেন ইন ব্লুজ।

ফলের রস খাইয়ে দেবপাড়া চা বাগানের শ্রমিকদের অনশন ভাঙাচ্ছেন সঞ্জয় কুজুর। শনিবার

শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ নিয়ে দু'রকম ভাবনায় প্রশ্ন

দেবপাড়া নিয়ে বৈঠক, আঁধারে চামুর্চি বাগান

গোপাল মণ্ডল

বানারহাট, ১ নভেম্বর : দেবপাড়া চা বাগানের অচলাবস্থা কাটাতে শ্রম দপ্তর ৩ নভেম্বর বৈঠক ডেকেছে। বোনাস সহ বিভিন্ন দাবি নিয়ে রিলে অনশনে বসেছিলেন দেবপাড়ার শ্রমিকরা। সেই কর্মসূচির দ্বিতীয় দিনেই পদক্ষেপ করেছে সংশ্লিষ্ট দপ্তর। এতে দেবপাড়ার শ্রমিকরা স্বস্তিতে ফিরলেও ৫০দিন ধরে বন্ধ বানারহাট ব্লকের চামুর্চি চা বাগান খোলা নিয়ে যেন হেলদোল নেই প্রশাসনের। এতেই ক্ষোভ বাড়ছে চামুর্চি চা বাগানের শ্রমিকদের। সামাজিক মাধ্যমেও বাগান খোলার দাবিতে সরব হয়েছেন তাঁরা।

শনিবার তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি সঞ্জয় কুজুর এসে কথা বলে ফলের রস খাইয়ে দেবপাড়ার শ্রমিকদের অনশন ভাঙেন। সঞ্জয় বলেন, ৩ তারিখের বৈঠকের পর চা বাগানে কাজ শুরু না হলে আমিও অনশনকারীদের পাশে থাকব। দেবপাড়া চা বাগানের মালিক পরিবর্তনের দাবি তুলব।

গত ১১ সেপ্টেম্বর রাতে বোনাস ইস্যুকে সামনে রেখে চামুর্চি চা বাগান ছেড়ে চলে যায় কর্তৃপক্ষ। এরপর বাগান খোলা নিয়ে অনেক আন্দোলন করেছেন শ্রমিকরা। ৫০ দিন পেরিয়ে গেলেও সমাধানসূত্র বের হয়নি। আর্থিক অনটনে থাকা শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। এতদিনে শ্রম দপ্তরের ডাকা মোট ছয়টি বৈঠক

প্রশ্ন যেখানে

- শ্রমিকদের দু'দিন অনশনের পরই দেবপাড়া নিয়ে বৈঠকের দিন স্থির
- ৫০ দিন ধরে চামুর্চি চা বাগান বন্ধ থাকলেও কোনও পদক্ষেপ নেই
- শ্রম দপ্তরের উদাসীনতার অভিযোগ তুলছেন চামুর্চির চা শ্রমিকরা
- ৩ নভেম্বর বৈঠকে সমাধান না হলে আন্দোলনের হুমকি

হলেও দুটিতে মালিকপক্ষের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। চামুর্চি চা বাগান খোলার বিষয়ে মালিকপক্ষের সদর্থক ভূমিকার অভাবেই বাগান বন্ধ বলে দাবি শ্রমিক সংগঠনগুলির।

এই ব্যাপারে তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের চামুর্চি চা বাগানের ইউনিট সভাপতি গফর আনসারি বলেন, বাগান এতদিন ধরে বন্ধ। শ্রমিক সংগঠনের সদস্যরা চৌকিদার রেখে বাগান রক্ষা করছেন। কিন্তু এভাবে আর কতদিন বাগান রক্ষা করা যায়? সব পক্ষ আলোচনায় বসে বাগান খুলুক, সেই আশায় আছি।

বিজেপি সমর্থিত বিটিডব্লিউইউ-এর বানারহাট ব্লক সভাপতি জয়রাজ বিশ্বকর্মা জানান, শ্রম দপ্তর বলেছিল কালীপুজোর পর বৈঠক ডেকে চা বাগান খোলার চেষ্টা হবে। আশাকরি, শ্রম দপ্তর শীঘ্রই বাগান কর্তৃপক্ষের উপস্থিতিতে মিটিং ডেকে ব্যবস্থা নেবে। চামুর্চি চা বাগানের মালিকপক্ষের সংগঠন আইটিপিএ-এর উপদেষ্টা অমিতাংশু চক্রবর্তী জানান, শ্রম দপ্তর মিটিং ডেকে দু'পক্ষের দাবি শুনে একটি সিদ্ধান্তে এসে বাগান খুলে যাক, এটা আমরাও চাই।

যদিও শ্রম দপ্তর সূত্রে জানানো হয়, ৩ তারিখ দেবপাড়া নিয়ে শ্রম দপ্তরের উপস্থিতিতে দু'দফায় বৈঠক ডাকা হয়েছে। শীঘ্রই মালিকপক্ষের উপস্থিতিতে চামুর্চি চা বাগান খোলার বৈঠক ডাকা হবে। পরবর্তী মিটিংয়ে চামুর্চি চা বাগান খোলার সমাধানসূত্র বেরিয়ে আসবে।

লরি দুর্ঘটনা

গয়েরকাটা, ১ নভেম্বর : বৃষ্টির মাঝে ওভারটেক করতে গিয়ে দুই লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত হলেন এক চালক। বরাতজোরে প্রাণে বাঁচলেন পাশ দিয়ে যাওয়া একটি স্কুটারে থাকা পিতা ও পুত্র। শনিবার বিকেল ৪টা নাগাদ গয়েরকাটা-বীরপাড়া এশিয়ান হাইওয়ের ওপর পূর্ব গয়েরকাটা বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। দুর্ঘটনার জেরে এশিয়ান হাইওয়ে-৪৮ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে।

দুই লরির ধাক্কায় একটি লরির কেবিন দুমড়ে যায়। তার ফলে বেশ কিছুক্ষণ ক্ষতিগ্রস্ত লরিটির ভেতরে আটকে থাকেন চালক। ঘটনাস্থলে আসেন পঞ্চায়েত সদস্য সাহিরুল ইসলাম। তাঁর তৎপরতায় আটকে থাকা চালককে উদ্ধারে ঝাঁপিয়ে পড়েন স্থানীয়রা। তবে চেষ্টা করলেও কেবিন দুমড়ে যাওয়ায় তাঁকে উদ্ধার করা যাচ্ছিল না। পরবর্তীতে স্থানীয়রা হাইড্রলিক ক্রেনের ব্যবস্থা করেন। ক্রেনের সাহায্যে লরির কেবিন ভাঙা হয়। জখম অবস্থায় ওই চালককে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। অপর লরিচালকও চোট পেয়েছেন। সাহিরুল ইসলাম বলেন, 'পুলিশ ও দমকল পৌঁছানোর আগেই আটকে পড়া চালককে উদ্ধার করা হয়েছে।'

কিছুক্ষণের মধ্যে বানারহাট থানার পুলিশ ও ধূপগুড়ি দমকলবাহিনীর কর্মীরা উপস্থিত হন। দুর্ঘটনাগ্রস্ত লরিগুলিকে সরিয়ে নেওয়া হয়।

দুষ্টুমি।। ইসলামপুরের আশ্রমপাড়ায় মুহূর্তটি ক্যামেরাবন্দি করেছে রূপকথা নন্দী।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

টুকরো খবর

বিএলও-দের প্রশিক্ষণ

মালবাজার, ১ নভেম্বর : রাজ্য নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে বুথ স্তরের আধিকারিকদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজিত হল মাল ব্লকে। শনিবার মাল পঞ্চায়েত সমিতির সভাকক্ষে সকাল ১১টায় শুরু হয় প্রশিক্ষণ। বালাকোট, ওদলাবাড়ি, ডামডিম, রাঙ্গামাটি, তেশিমলা, কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েত ছাড়াও মাল শহরের বিএলও-দের প্রশিক্ষণ হয়। মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে কীভাবে কাজ হবে, শেখানো হয় এদিনের প্রশিক্ষণে। উপস্থিত ছিলেন মালের যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক মহম্মদ তৌফিক আলি।

ত্রাণে অর্থসাহায্য

নাগরাকাটা, ১ নভেম্বর : ৫ অক্টোবরের দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণসামগ্রী দিয়েছেন বহু মানুষ, সংগঠন এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। এবার একটু ভিন্নপথে হেঁটে দুর্গতদের নগদ টাকা দিল লিম্বু সুব্বা বিকাশ সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটি। শনিবার বিকেলে লিম্বু সুব্বা জনজাতির ওই সামাজিক সংগঠনের তরফে লুকসানের কালিখোলা বস্তির ৪০টি পরিবারকে আর্থিক সহযোহিতা করা হয়। পরিবারগুলি লাগোয়া কালিখোলা নদীর জলোচ্ছ্বাসে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে ওই বস্তি লাগোয়া কালিখোলা সেতুর একাংশ সেদিন ভেঙে পড়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে এসে সেই সেতু পরিদর্শন করে যান। লিম্বু সুব্বা বিকাশ সমিতির এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি জেঠা সুব্বা।

ইউনিট কমিটি

জলপাইগুড়ি, ১ নভেম্বর : বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী জিরো পয়েন্টের কারখানায় ইউনিট গঠন করল তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়ন। শনিবার শ্রমিকদের নামের তালিকা এবং নতুন ইউনিট কমিটির বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে বলে ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি হারাধন দাস জানান। জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার অন্তর্গত বাংলাদেশ সীমান্তের আমবাড়ির টাওয়ার গেটে এসএল অ্যাগ্রো প্রাইভেট লিমিটেড অবস্থিত। প্রত্যন্ত এলাকা হওয়ায় শ্রমিকদের সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে এতদিন ইউনিয়নগতভাবে বলার জায়গা ছিল না। ইউনিট কমিটি গঠন হওয়ায় এবার কাজ করা যাবে বলে আশায় শ্রমিকরা।

প্রস্তুতি

চালসা, ১ নভেম্বর : রবিবার চালসায় সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির জলপাইগুড়ি জেলার ১৯তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। ওই সম্মেলনকে সফল করতে চালসা ডব্লিউবিটিজিইএ হলের ময়দানে চলছে শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি। সংগঠনের পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে জেলা সম্মেলনের সূচনা হবে।

বৃষ্টি-হাতিতে আতঙ্ক

চরম বিপদে নাগরাকাটার কৃষকরা

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১ নভেম্বর : একদিকে বৃষ্টি। অন্যদিকে হাতির হামলা। একা রামে রক্ষা নেই, সুগ্রীব দোসর! সবমিলিয়ে বিপর্যস্ত নাগরাকাটার কৃষকরা। শুক্র এবং শনিবারের টানা বৃষ্টিতে ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকার ধানখেত এখন জলের তলায়। যেটুকুও বা অক্ষত রয়েছে, সেখানে চলছে হাতির আক্রমণ। নাগরাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সঞ্জয় কুজুর বলেন, 'সত্যিই চাষিরা ক্ষতির মুখে পড়েছেন। কৃষি দপ্তর তথ্য সংগ্রহ করছে।'

নাগরাকাটা ব্লকের মধ্যে শস্যগোলা হিসেবে পরিচিত আংরাভাসা-২ গ্রাম পঞ্চায়েত। সেখানের সিংহভাগ ধানের জমিই এখন জলের তলায়। অনেকে ধান কেটে জমিতেই রেখে দিয়েছিলেন, পরে নিয়ে যাবেন ভেবে। কিন্তু তার আগেই সব নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আবার অনেকে এখনও ধান কাটেননি। সেই ধানও আর ঠিক নেই। দক্ষিণ ধূমপাড়ার চাষি শ্যামল রায় বললেন, 'আড়াই বিঘা জমির কেটে রাখা ধানের পুরোটাই শেষ হয়ে গেল। হাতির উপদ্রবে এমনিতেই চাষবাস কমিয়ে দিয়েছিলাম। এখন কী হবে জানি না।'

শুধু ধান চাষ নয়, ক্ষতির মুখে পড়েছেন সবজিচাষিরাও। নষ্ট হয়েছে করলা, বাঁধাকপি, আলু, মুলো। আংরাভাসা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম খয়েরকাটা হোক বা আংরাভাসা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের খেরকাটা গ্রাম, সব জায়গাতেই চাষিদের মাথায় হাত পড়েছে। খেরকাটার চাষি আকাশ খাড়িয়ার আক্ষেপ, 'অনেকের প্রচুর পরিমাণ ধান বৃষ্টিতে শেষ হয়ে গেল। আমারও শেষ হয়ে গিয়েছে।' এদিকে সুলকাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সুখানি বস্তিতে জলে ডুবে ফসল নষ্ট তো আছেই, সেখানে আবার অক্ষত জমিতে সন্ধ্যা ঘনালেই ঢুকে পড়ছে হাতির পাল। শুক্রবার গভীর রাতে চারটি হাতির একটি দল চাষি লালু লোহারের এক বিঘা জমির ধান তছনছ করে দেয়। স্থানীয়দের দাবি, ওই এলাকায় বৃষ্টিতে ডুবে শেষ হয়ে গিয়েছে অন্তত ২০ বিঘা ধান। দুই চাষি সঞ্জয় রাই এবং রোশন প্রধানদের ক্ষতিটা সবচেয়ে বেশি। সঞ্জয় বললেন, 'ক্ষতিপূরণ না পেলে আর ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব নয়।' একই কথা বললেন রোশনও। এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য বিপ্তা মুন্ডার স্বগতোক্তি, 'পাঁচ অক্টোবর প্রবল বৃষ্টিতে এখানকার চাষিরা ক্ষতির মুখে পড়েছিলেন। সেই ঘটনার এক মাস ফুরোনোর আগেই ফের বিপর্যয়। প্রকৃতি কেন যে এত বিরূপ হয়ে উঠছে একমাত্র ঈশ্বরই জানেন।'

বৃষ্টির জলের তলায় দক্ষিণ ধূমপাড়ার ধানখেত। শনিবার

> আড়াই বিঘা জমির কেটে রাখা ধানের পুরোটাই শেষ হয়ে গেল। হাতির উপদ্রবে এমনিতেই চাষবাস কমিয়ে দিয়েছিলাম। এখন কী হবে জানি না।
>
> শ্যামল রায়, কৃষক

বাড়ছে আরএসএস, ত্রিফলা চাপে প্রকাশ

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১ নভেম্বর : আলিপুরদুয়ারে অতিসক্রিয় হয়েছে আরএসএস। চা বলয়ের পাশাপাশি শহরাঞ্চলেও নানাভাবে সংগঠন বিস্তার করছে সংঘ। বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রচারের 'মুখ' হয়ে উঠতে পারেন এমন ব্যক্তিদের টার্গেট করে সংগঠনে টানা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই আলিপুরদুয়ারের কয়েক-জন অধ্যাপক, সমাজকর্মী, শিক্ষক, চিকিৎসকদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করেছেন সংঘের নেতারা। এ খবর কলকাতায় তৃণমূল দপ্তরে পৌঁছাতে সময় লাগেনি। পরিস্থিতি বুঝতে একটি বেসরকারি সমীক্ষক সংস্থার কর্মীদের মাঠে নামিয়েছে রাজ্যের শাসকদল। দলের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দপ্তর থেকেও আলাদাভাবে পরিস্থিতির খবর নেওয়া হচ্ছে। আর আরএসএ-সের পরিকল্পনা বুঝতে গিয়েই জেলায় তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দলের চিত্র সামনে চলে এসেছে। শাসকদলের বিভিন্ন স্তরের নেতাদের কাছে তথ্য সংগ্রহে গিয়ে ক্ষোভের কথাই শুনছেন সমীক্ষক সংস্থার কর্মীরা।

কোন্দল মিটিয়ে একসঙ্গে চলার বার্তা দিয়েছিল রাজ্যের শীর্ষ নেতৃত্ব। কিন্তু তার পরোয়া করছেন না আলিপুরদুয়ারের তৃণমূল নেতারা। ২০২৬-এর নির্বাচনের দিনক্ষণ যতই এগিয়ে আসছে জেলা নেতাদের কাজিয়ার ছবিটা ততই স্পষ্ট হচ্ছে। গোষ্ঠী রাজনীতির প্রশ্নে কোনও রাখঢাক রাখেননি প্রাক্তন জেলা সভাপতি সৌরভ চক্রবর্তী। দলের বর্তমান জেলা নেতাদের উপর তাঁর যে ভরসা নেই সে কথা স্পষ্ট করেছেন তিনি। তাঁর কথা, 'জেলায় শূন্য থেকে দলের সংগঠন তৈরি করেছি। যাঁরা এখন ছড়ি ঘোরাচ্ছেন তাঁদের আমিই রাজনীতিতে এনেছি। কিন্তু জেলায় কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে আমার মতামতকে পাত্তা

আলিপুরদুয়ারে প্রকাশ্যে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব

দেওয়া হয় না। অন্য নেতা ঠিক করার ক্ষেত্রে তো দূরের কথা, আমি যে ওয়ার্ডে থাকি সেই ওয়ার্ডের নেতা ঠিক করার ক্ষেত্রেও আমাকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়নি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি ভরসা রেখেই দলটা করে যাচ্ছি।' দিনকয়েক আগে এক শিক্ষক ও এক শ্রমিক নেতার কাছে গিয়েছিলেন সমীক্ষক দলের সদস্যরা। দুই নেতাই জেলা নেতৃত্বের কোন্দল নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন।

রাজনীতি সম্পর্কে সামান্য খোঁজখবর রাখা ব্যক্তিরাও ভালোই জানেন, জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইক, চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা এবং বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল গোষ্ঠীই আপাতত জেলায় দল নিয়ন্ত্রণ করছে। সুমনের বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে আসার নেপথ্যে মনোরঞ্জনের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তাই সৌরভের সঙ্গে মনোরঞ্জনের সম্পর্ক ছিল আদায়-কাঁচকলায়। সুমন ব্লক স্তরে মনোরঞ্জনের বিরোধী লবির নেতাদের সঙ্গে সখ্য বাড়াতেই আপাতত সৌরভের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক তৈরি হয়েছে মনোরঞ্জনের। যেহেতু সৌরভের ডানা ছেঁটে প্রকাশকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তাই প্রকাশ গোষ্ঠীর সঙ্গে শুরু থেকেই বনিবনা ছিল না সৌরভের।

রাজনীতির খেলায় মনোরঞ্জন সহ আরও কয়েকজন নেতাকে পাশে পাওয়ায় জোর বেড়েছে তাঁর। কয়েকদিন আগেই আলিপুরদুয়ারের বিএলএ-১ হিসাবে দল সৌরভকে দায়িত্ব দেওয়ায় জেলা তৃণমূলে খেলা জমে উঠেছে। সৌরভ ফের ক্ষমতার অলিন্দে ফিরতে পারেন ধরে নিয়ে অনেকেই জল মাপতে শুরু করেছেন। প্রকাশ ও গঙ্গাপ্রসাদ দুজনেই জোরের সঙ্গে দাবি করেছেন, দলে কোনও আমরা-ওঁরার রাজনীতি নেই। তবে তৃণমূলের অন্দরের খবর, প্রকাশ গোষ্ঠীর মধ্যেও আরও ভালো বোঝাপড়া রেখেই চলছেন গঙ্গাপ্রসাদ ও সুমন।

সহকর্মীকে মার হিমঘর কর্মীর

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ১ নভেম্বর : বহিরাগতদের নিয়ে হিমঘরে ঢুকে সহকর্মীকে মারধরের অভিযোগ উঠল। ঘটনাটি শালবাড়ির। মারধরে গুরুতর জখম উপেন বর্মন নামে এক শ্রমিক। তিনি জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

হিমঘর সূত্রে খবর, কোচবিহার জেলার জোড়শিমুলি এলাকার বাসিন্দা উপেন বর্মন শালবাড়ির হিমঘরে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন। একই জায়গায় ধূপগুড়ির এক তরুণ অভিষেক গুপ্তা এই হিমঘরের ম্যানেজমেন্টের কাজে যুক্ত। শুক্রবার রাতে ডিউটি নিয়ে বচসা বাধে। সেই থেকে দুজনের মধ্যে ঝামেলা হয়।

এরমধ্যেই অভিষেক গুপ্তা বহিরাগতদের এনে উপেনকে মারধর করেন বলে অভিযোগ। চিৎকার শুনে বাকি কর্মীরা এলে অভিযুক্ত দলবল নিয়ে ঘটনাস্থল ছেড়ে চম্পট দেয়। উপেন শনিবার সন্ধ্যায় ধূপগুড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। এরপর পুলিশ হিমঘরে গিয়ে অন্য কর্মীদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। কয়েকজনের কথায় অসংগতি পেয়ে তাদের থানায় নিয়ে আসে। একইসঙ্গে অভিষেক এবং তাঁর সঙ্গে থাকা বহিরাগতদের খোঁজে তল্লাশি করেছে পুলিশ।

ঘটনা প্রসঙ্গে উমেশ রায় নামে এক শ্রমিক বলেন, রাতে চিৎকার শুনে এসে উপেনকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখতে পাই। বৃষ্টি থাকায় অভিযুক্তদের ধরতে পারিনি। পরে মালিকপক্ষকে সব জানানো হয়েছে। এদিন উপেনের স্ত্রী মঞ্জু বর্মন বলেন, রাতে ঘটনার খবর পেয়েছি। সকালে ধূপগুড়িতে এসে পুলিশকে জানিয়েছি। হিমঘরের কয়েকজন ও বহিরাগত মিলে আমার স্বামীকে মারধর করেছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক হিমঘরের এক কর্মীর কথায়, শুক্রবার দুপুরেই ডিউটি নিয়ে বচসা হয়েছিল। ওই রাতে বহিরাগতদের ডেকে নিয়ে এসে রাতে উপেনের ওপর চড়াও হয় অভিষেক। ধূপগুড়ি থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

বিকল হাইমাস্ট

মৌলানি, ১ নভেম্বর : মৌলানি বাজার এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে বিকল দুটো হাইমাস্ট। কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ে হাইমাস্ট লাগানো হলেও বাজার অন্ধকারে ডুবে থাকে। স্বভাবতই ক্ষুব্ধ এলাকার বাসিন্দারা। পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের কাছে একাধিকবার অভিযোগ জানানো হলেও, কোনও সুরাহা হয়নি বলে তাঁদের অভিযোগ। যদিও শীঘ্রই ওই হাইমাস্ট দুটো জ্বালানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন আমডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রঞ্জিত রায়।

সম্মেলন

ক্রান্তি, ১ নভেম্বর : শনিবার এসএফআই ক্রান্তি লোকাল কমিটির চতুর্থ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ১৫ জনকে নিয়ে নতুন লোকাল কমিটি গঠিত হয়েছে। কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে সাইবুল ইসলাম ও ইরফান আলি। কমিটির লিট ইনচার্জ হয়েছেন অভিজিৎ সরকার (রকি)। ইরফান বলেন, 'শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি নিয়ে আন্দোলন হবে। বিভিন্ন স্কুলের পঠনপাঠন ও পরিকাঠামোগত সমস্যার বিষয়ে আমরা পথে নামব।'

পুরোনো চাকরিতে 'চাকরিহারারা'

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১ নভেম্বর : ২০১৬ সালের স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) প্যানেল সুপ্রিম কোর্ট আগেই বাতিল করেছে। সেই রায়ে শীর্ষ আদালত সংশ্লিষ্ট চাকরিহারা শিক্ষকদের পুরোনো দপ্তরে ফেরারও সুযোগ দিয়েছে। সেই নির্দেশ মেনে নিজেদের পুরোনো চাকরিতে ফিরছেন জলপাইগুড়ি জেলার চাকরিহারা শিক্ষকদের একাংশ। পুরোনো কর্মস্থল বিভিন্ন প্রাথমিক স্কুলের চাকরিতে ফিরতে চেয়ে আবেদন করেছিলেন ৬৬ শিক্ষক। নথিপত্র যাচাইয়ের জন্য তাঁদের ৬ নভেম্বর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদে ডেকে পাঠানো হয়েছে। এই বিষয়ে ডিআই (প্রাথমিক) শ্যামলচন্দ্র রায় বলেন, 'সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে সেদিনই তাঁদের নিয়োগপত্র দেওয়া হবে।'

দপ্তর সূত্রে খবর, তাঁরা যে প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতা করতেন, আবেদনকারী শিক্ষকদের সেখানেই পাঠানো হবে। এসএসসি-র বাতিল প্যানেলের যে চাকরিহারারা পুরোনো কর্মস্থল প্রাথমিক স্কুলে ফিরতে চেয়েছিলেন তাঁরা ডিআই (মাধ্যমিক)-এর মাধ্যমে শিক্ষা দপ্তরের কাছে আবেদন করেছিলেন। তা মঞ্জুর হওয়ার পর রাজ্য থেকে জলপাইগুড়িতে এমন ৬৬ জনের নামের তালিকা পাঠানো হয়েছে। সেই মোতাবেক নথিপত্র যাচাইয়ের জন্য তাঁদের ডাকা হয়েছে। ৬৬ জনের সবাই যে এই জেলারই এমনটা নয়।

অন্য জেলারও কয়েকজন আছেন। যাঁরা প্রাথমিকে ফিরে আসছেন তাঁরা জেলার বিভিন্ন সার্কেলের স্কুলে নিয়োগ হবেন।

তবে শুধু প্রাথমিক বিদ্যালয়ই নয়, এসএসসি-র বাতিল হওয়া সেই প্যানেলের মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্তরা যে সমস্ত দপ্তরে চাকরি করতেন, সেখানেও অনেকে ফিরে গিয়েছেন বা যাচ্ছেন বলে খবর।

এদিকে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে গত সেপ্টেম্বরে নতুন করে এসএসসি পরীক্ষা হয়েছে। তার ফল প্রকাশ ও ডিসেম্বরের মধ্যেই নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করার কাজ শুরু হবে। যাঁরা পুরোনো চাকরিতে ফিরছেন তাঁদের অনেকেই সেপ্টেম্বরের এসএসসি পরীক্ষাতেও বসেছেন। তাতে পাশ করলে ফের কী করবেন, বিষয়টি তাঁদের ওপরই নির্ভর করছে। ফলে আপাতত কিছুটা স্বস্তিতে সেই চাকরিহারারা।

শিসামারার আতঙ্কে ভিটেমাটি ছাড়ার ভাবনায় সোলেমরা

সুভাষ বর্মন

শালকুমারহাট, ১ নভেম্বর : বর্ষাকাল নয়। অথচ অক্টোবর মাসেই পরপর দু'বার সোলেম মিয়াঁর বাড়িতে শিসামারা নদীর ডলোমাইটমিশ্রিত জল ঢুকে পড়েছিল। এরকম হলেই ঘরবাড়ি ছেড়ে পরিজনদের নিয়ে ত্রাণশিবিরে রাত কাটাতে হয়। তাই এবার ভিটেমাটি ছেড়ে অন্যত্র যাওয়ার কথা ভাবছেন শালকুমারহাটের নতুনপাড়ার যাটোর্ধ্ব সোলেম মিয়াঁ। তিনি শুধু একাই নন। এই শিসামারা নদীই এখন গ্রামবাসীর কাছে আতঙ্কের বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই নদী ও ভাঙা বাঁধ লাগোয়া গ্রামের অনেকেই ঘরবাড়ি সরানোর কথা জানিয়েছেন। কেউ কেউ অন্য গ্রামে আত্মীয়ের বাড়ির পাশেই বাড়ি করবেন বলে ভাবছেন। এভাবে নদীর আতঙ্কে ভিটেমাটি ছাড়ার কথা নিয়ে এবারই প্রথম চর্চা হচ্ছে গোটা শালকুমারহাটে।

সোলেমের বাড়ি থেকে ২০০ মিটার দূরে শিসামারা নদী। বছরের পর বছর ধরে এই গ্রামেই বসবাস করছেন তিনি। দুই দশক আগেও শিসামারা নদীর পরিস্থিতি এরকম ছিল না। সোলেমের কথায়, '১৫-২০ বছর আগে শিসামারা ছিল একটি ছোট নদী। এখন সেটিই বড় নদীতে পরিণত হয়েছে। বর্ষায় নদীর গর্জনে ঘুম হয় না। তবে এবারের মতো পরিস্থিতি আগে কখনও হয়নি। তাই অন্য গ্রামে জমি কিনে বাড়ি করার কথা ভাবছি।'

কেন ভিটেমাটি ছাড়তে চাইছেন? তাঁর সংযোজন, 'এবার বর্ষাতে গ্রামে নদীর জল ঢোকেনি। তবে অক্টোবর মাসে পরপর দু'বার বাড়িতে জল ঢুকেছিল। তাই এখানে থাকার ইচ্ছেটাই হারিয়ে যাচ্ছে।' শিসামারা বাঁধের পাশেই বাড়ি বজরুল মিয়াঁর। তিনিও আর এই গ্রামে থাকতে চাইছেন না। তাঁর কথায়, 'ঘরবাড়িতে জল ঢুকে অনেক ক্ষতি হয়েছে। তবে তার থেকেও বেশি ক্ষতি হয়েছে সুপারি বাগান ও চাষের জমির। আমরা কৃষিকাজ করি। তা দিয়েই সংসার চলে। কিন্তু এই নদীর কারণে জীবিকানির্বাহ করাই এখন মুশকিল হয়ে পড়েছে।'

শুক্রবার নতুনপাড়া গ্রামের আরেক বাসিন্দা রতন রায়ের বাড়িতেও জল ঢুকে পড়ে। স্ত্রী, সন্তানদের নিয়ে রতন ত্রাণশিবিরে রাত কাটান। কিন্তু সেখানে ঘুম হয়নি। চিন্তা ছিল ঘরবাড়ির। শনিবার সকালে গিয়ে দেখেন বাড়ির জল নেমেছে। কিন্তু যে ঘরে থাকেন সেখানে এক ফুট পলি জমেছে। আর এই পলি হল ডলোমাইটের কাদা। কোদাল দিয়ে তা সরাচ্ছিলেন রতন। বললেন, 'আমি কেরলে রাজমিস্ত্রির কাজ করি। পুজোর সময় বাড়ি এসেছি। তারপর বিপর্যয় ঘটে গেল। এখন আর বাইরে যেতে ইচ্ছে করছে না। অন্য গ্রামে আত্মীয়স্বজন আছেন। ভাবছি আত্মীয়দের জমিতেই বাড়ি করব। এখানে নদীর পাশে সন্তান নিয়ে থাকাটাই এখন দুশ্চিন্তার।'

ঘরের কাদা কোদাল দিয়ে সরাচ্ছেন এক বাসিন্দা। শনিবার নতুনপাড়া গ্রামে।

শিসামারা নদীর জল নেপালিবস্তি, নতুনপাড়া, মুন্সিপাড়া, সিধাবাড়ি গ্রামেই বারবার ঢুকে পড়ছে। কারণ, এই গ্রামগুলি একেবারেই নদী ও বাঁধ ঘেঁষে। তবে গ্রামবাসীর অনেকের আত্মীয় রয়েছেন শালকুমারহাটের অন্যান্য গ্রামে। সেইসব গ্রামে অবশ্য নদীর জল ঢুকছে না। তাই নদী লাগোয়া বাসিন্দারা এখন কিছুটা দূরের গ্রামগুলিকেই নিরাপদ মনে করছেন। ইতিমধ্যে শিসামারা নদীর গ্রাসে ইতিমধ্যে অনেকের চাষের জমি, সুপারি বাগান তলিয়ে গিয়েছে। নতুনপাড়া গ্রামের আরেক বাসিন্দা সুরেশ রায়ের কথায়, 'এখানে চোদ্দো বিঘা চাষের জমি আছে। সুপারি বাগানও আছে। তবে বাড়ি এখান থেকে সরাব। দূরের বাড়ি থেকেই চাষের জমি দেখভাল করব। তবু নদীর ভয়ে এখানে আর থাকব না।'

প্রাণীদের মধ্যে আরশোলা মাথা কেটে ফেললেও প্রায় একসপ্তাহ পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে।

ছোটরা গল্প (অনধিক ৩০০ শব্দ), কবিতা, ছড়া ও ছবি পাঠাতে পারো। তোমাদের সৃষ্টি প্রকাশিত হবে এই পাতায়। লেখার সঙ্গে নাম, স্কুলের নাম, ক্লাস, ফোন নম্বর থাকতে হবে। শুধুমাত্র নিজের লেখা ও আঁকা ছবি পাঠাতে হবে।

লেখালেখি

শীতের দিনে তোমার আনন্দ হয় কেন, কষ্ট পাও কেন?

এ নিয়ে ১০ লাইনে তোমার কথা লিখতে হবে। সঙ্গে থাকবে তোমার নাম, স্কুলের নাম, আর তোমার বাড়ির ফোন নম্বর। তারপর পাঠিয়ে দাও আমাদের কাছে। তোমার লেখা মনোনীত হলেই সেটা ছাপা হবে।

লেখা ও ছবি হোয়াটসঅ্যাপ করতে হবে 8597258697 নম্বরে অথবা মেল করো ubssishukishor@gmail.com-এই ঠিকানায়

ইচ্ছেডানা

মধুমিতা ভট্টাচার্য

স্কুল থেকে ফিরে নতুন গল্পের বইটা নিয়ে বিছানায় একটু গড়াতে গিয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে টেরই পায়নি পুন্টাই। আড়মোড়া ভেঙে বিছানা থেকে নেমে গুটিগুটি ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াতেই একঝাঁক শিউলি ফুলের গন্ধ পেয়ে শ্বাস নিল বুক ভরে। ভাদ্র মাস শেষ না হতেই পুজোর গন্ধ চারদিকে। বাগানের কোণে দিদার লাগানো শিউলি গাছটায় ঝেঁপে ফুল ফুটেছে। ভোরবেলা শিউলিতলায় কত ফুল ঝরে পড়ে থাকে। দিদা এখন আকাশের তারা হয়ে গেছেন, কিন্তু শিউলিফুলের সুগন্ধের মতো দিদাও ছড়িয়ে থাকেন বাড়ির সবার মনের আনাচে-কানাচে।

আজকাল বিকেল হতেই খিড়কির পুকুরপাড়ে দাঁড়ানো নারকেল গাছগুলোর কালচে-রঙা গা বেয়ে অদ্ভুত সোনালি রোদ একটু একটু করে গড়িয়ে নামে। দেবদারু গাছের ঝিরঝিরে পাতাগুলো সেই রোদে খিলখিল হাসে। চারদিকে আলোছায়ার এমন অদলবদল দেখলেই পুন্টাই বোঝে পুজো এসে গেছে। আর কে না জানে পুজো মানেই নতুন জামাকাপড় পরে ঠাকুর দেখা আর খিচুড়িভোগের পাশাপাশি মা-র হাতের নাড়ু আর ঘুগনি খাওয়া। তাছাড়া আছে বাবার কাছে আবদার করে টিপটিপ আলো-জ্বলা ইয়াব্বড় বেলুন কেনা আর রাজাকাকুর কাছে প্রতি বছরের মতো ক্যাপ-ফাটানো পিস্তল পাওয়া। সঙ্গে পুজো সংখ্যার নতুন গন্ধওয়ালা ঝকঝকে বইগুলো উপহার পেলে তো আর কথাই নেই।

পুন্টাইয়ের এবারের পুজোয় বেশ পছন্দসই একজোড়া জুতো, দুটো শার্ট আর দুটো প্যান্ট হয়েছে। জুতোজোড়া ও কাছ-ছাড়া করছেই না পারতপক্ষে। মা-কে ইতিমধ্যেই বারকয়েক জিজ্ঞেস করেছে যে মহালয়ার দিন থেকেই নতুন জুতো ও পরতে পারবে কি না। তবে মা তাতে মোটেই সায় দেননি। তাছাড়া ঘুমোবার সময় বালিশের পাশে জুতোর বাক্স রাখতে দিতেও মা রাজি না হওয়ায় নিরুপায় হয়েই খাটের নীচে বাক্সটা রাখতে হয়েছে পুন্টাইকে। সকালে ঘুম ভেঙে প্রথমেই বিছানা থেকে ঝুঁকে একবার দেখে নেয় বাক্সটা জায়গামতো আছে কি না!

মহালয়া এসে গেল দেখতে দেখতে। পুন্টাইদের শহরতলির গা-ঘেঁষে বয়ে যাওয়া নদীটার দু'ধারে অসংখ্য কাশফুলের সমারোহ। তাদের গায়ে হাত বুলিয়ে যায় মৃদু বাতাস। যতদূর দু'চোখ যায় সবুজ ধানখেত দোল খায়। চারদিকে যেন আরতির ধূপধুনোর মৃদুগন্ধ। আকাশে-বাতাসেও পুজোর খবর জানান দিচ্ছে। অন্তত পুন্টাইয়ের তাই-ই মনে হচ্ছে। লম্বা একটা শ্বাস নিতেই সেই ভালোলাগা গন্ধটা পুন্টাইয়ের নাক দিয়ে ঢুকে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ল। এই গন্ধটা ভেসে থাকে কালীপুজো অবধি। তারপরে আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায়। তখন হেমন্তের হাত ধরে ঝুপ করে শীতের গন্ধ ঘরে ঢুকে পড়ে। পুন্টাই তখন বাতাসে ন্যাপথালিনের গন্ধ পায়। সোয়েটার-চাদর লেপ-কম্বল আলমারি থেকে বের করেন মা।

বাড়ির পাশেই প্যান্ডেল বানানো চলছে। পুজোমণ্ডপের একপাশে ডাঁই করা রয়েছে বাঁশ, দড়ি, কাপড় আরও কত কি! দোতলার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে পুন্টাই দেখছিল কারিগরদের ব্যস্ততা। আর তখনই দেখতে পেল ঢাক বাজাতে বাজাতে ঢাকিকাকু চলেছে প্যান্ডেলের দিকে। ঢাকিকাকুর পেছন পেছন একটা ছেলে কাঁসিতে কাঁইনানা কাঁইনানা বোল তুলে হাঁটছে। রোগা মতো ছেলেটার গায়ে একটা মলিন জামা। তার বাঁদিকের হাতাটা আবার বেশ খানিকটা ছেঁড়া। পায়েও জুতো নেই। পুন্টাই আগে কখনও দেখেনি ওকে।

আজ ঝকঝকে রোদ্দুরমাখা দিন। ওদিকে আকাশটাও কী সুন্দর সমুদ্রের মতো নীল আর তাতে সাদা তুলো তুলো কত মেঘ ভেসে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। 'ইশ, যদি ধরতে পারতাম মেঘগুলো, ব্যাগে ভরে এনে মা-কে দিতাম', মনে মনে ভাবে পুন্টাই।

মাঝে ক'টা দিন কেটে গিয়ে আজ মহাষষ্ঠী। স্কুল ছুটি। প্যান্ডেলও সেজে উঠেছে। মা দুর্গাকে কী সুন্দর যে লাগছে দেখতে। পুজোমণ্ডপে এসে পুন্টাই ফটাস ফটাস করে বন্দুকের ক্যাপ ফাটাল খানিক। তারপর কাঁসি বাজানো ছেলেটার সঙ্গে ভাব জমানোর চেষ্টা করল। ওর চোখ দুটো কেমন মায়া মায়া। ঘরে মা বলছিলেন ওর কথা। ওর নাকি মা-বাবা নেই। ও সম্পর্কে ঢাকিকাকুর ভাইপো।

-এই, তোর নাম কী রে? রোজ এই ছেঁড়া জামাটা পরে থাকিস কেন? পুজোর নতুন জামা আনিসনি? পড়াশোনা করিস? পুন্টাই শেষমেশ এক নিঃশ্বাসে জিজ্ঞেস করেই ফেলল ছেলেটাকে।

-আর জামা নেই আমার। মাথা নামিয়ে জানাল ছেলেটা। আমার নাম চন্দন। কাকা বলেছে পুজোর পরে টাকা পেলে নতুন জামা কিনে দেবে। ইসকুলে পড়তাম, কেলাস ফাইভে। এখন যাই না আর। তার মানে পুন্টাইয়ের বয়সি ও। ভাব জমছিল একটু একটু করে ওদের মধ্যে।

রাতে ঘুম আসছিল না পুন্টাইয়ের। চন্দনের কথা মনে পড়ছে খুব। ওর মা নেই, বাবাও নেই। ও কার সঙ্গে ঘুমায়!

সকালে উঠেই আজ পুন্টাই তার মাকে টেনে নিয়ে গেল আলমারি খোলার জন্যে। তারপর পুজোর নতুন একটা শার্ট আর একটা প্যান্ট বের করে নিল তাক থেকে। খাটের তলা থেকে জুতোর বাক্সটাও বের করে আনল। আর নিল টেবিল থেকে একটা নতুন বই। তারপর মা-র দিকে চেয়ে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, 'মা এগুলো চন্দনকে দিয়ে দিলে তুমি আর বাবা কি খুব বকবে আমায়?'

শুনে মা-র মুখে দুর্গাঠাকুরের মতো হাসি। ওকে আদর করে দিয়ে বলেন, 'আমি তো উলটে খুব খুশি হলাম তোর কথায়। চন্দনের কথা শুনেছি আমি। আহা রে, অতটুকু ছেলে। মা, বাবা কেউ নেই। দিয়ে দিস এগুলো ওকে। তোকে আমি আজই নতুন কিনে দেব আবার।'

শুনে কোনওমতে জলখাবার খেয়েই পুন্টাই দৌড়োয় প্যান্ডেলের দিকে। চন্দনকে দেখতে পেয়ে ওর হাতে জিনিসগুলো দিয়ে বলে, 'এই নে তোর জন্যে নতুন জামা-প্যান্ট-জুতো। আজ এগুলোই পরিস। ছেঁড়া জামাটা পরবি না পুজোর ক'দিন। আর এই বইটাও পড়বি। কেমন?'

এতকিছু পেয়ে চন্দন প্রথমে হতভম্ব, তারপর কী খুশি! পুন্টাই দেখল ওর হাসিমুখের আলোয় দুর্গামায়ের মুখ যেন আরও ঝলমলে। কাউকে নিজের পছন্দের জিনিস দিয়ে দিলে এত আনন্দ হয় তা পুন্টাইয়ের জানা ছিল না এতদিন।

বিকেলে বাবা ঢাকিকাকুকে ডেকে বললেন, ফিরে গিয়ে চন্দনকে আবার স্কুলে পাঠাতে, পড়ার খরচ বাবা দেবেন। কী মজা!

রাতে পুন্টাই স্বপ্ন দেখল ও আর চন্দন দিব্যি আকাশে উড়ে উড়ে সাদা পেঁজা তুলোর মতো মেঘ ধরে বড় বড় ব্যাগে ভরছে। আর হবে না-ই বা কেন, ওদের নতুন জামায় একজোড়া পালকের ডানা লাগানো আছে যে! তাই আকাশে উড়ে বেড়াতে কোনও অসুবিধেই হচ্ছে না। পুন্টাই আর চন্দন এখনও জানে না ওই ডানা দুটোর নামই ইচ্ছেডানা।

আমাদের লেখালেখি

কুয়াশার চাদর

শীতের দিন আমার খুব প্রিয়। শীতের দিনে সকালে কুয়াশা পড়ে, সূর্য ওঠে দেরিতে। গরম পোশাক পরে স্কুলে যেতে খুব ভালো লাগে। নরম রোদে বসে গল্প করা বেশ মজার। শীতের দিনে মা গরম গরম পিঠা বানায়। সকালে মাঠে শিশিরভেজা ঘাসে হাঁটতেও বেশ লাগে। সকালে রোদে বসে বই পড়ার মজাই আলাদা। তবে সকালে ঠান্ডা জলে মুখ ধোয়া ও স্নান করা খুবই কষ্টের। রাতে খুব ঠান্ডা পড়লে লেপকম্বলের ভিতর ঘুমালেও কাঁপুনি ধরে। যাদের বাড়িঘর নেই তাদের জন্য শীতের দিন খুবই কষ্টের। তাই শীতের দিন আমার কাছে আনন্দেরও, দুঃখেরও।

শ্রীময়ী সরকার, অষ্টম শ্রেণি, পুঁটিমারি সারদা বিদ্যামন্দির, জলপাইগুড়ি

আকাশের ঘরে ২৫ বছর

মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে আজকের ২ নভেম্বর দিনটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। এদিন থেকেই পৃথিবীর বাইরে থাকা শুরু হয়েছিল মানুষের। তাও একদিন দু'দিনের জন্য নয়, টানা ২৫ বছর।

পৃথিবীর বাইরে থাকার কথা শুনে তোমাদের মনে হয়তো প্রশ্ন জাগতে পারে। প্রশ্ন তুলতে পারো, থাকবে কোথায়, সেখানে কি ঘর আছে?

-- হ্যাঁ আছে। এই ঘরের নাম আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন। এটা একটা ভাসমান ঘর। শূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছে। এই ঘরে ছয়জন মানুষ থাকতে পারেন। এই ঘর ঘণ্টায় আটাশ হাজার কিলোমিটার বেগে পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে। প্রতিদিন পৃথিবীকে প্রায় ১৬ বার প্রদক্ষিণ করে! তার মানে হল এই ঘরে থাকলে দিনে ১৬ বার সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত দেখা যাবে। ভাবো কি সুন্দর ট্যুরিস্ট স্পট। এখানে গেলে জানলার বাইরে থেকে ঝলমলে নীল পৃথিবী দেখা যাবে। অনেকেই বলেন, 'এটাই জীবনের সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্য।'

সেই দিনটা ছিল ৩১ অক্টোবর ২০০০ সাল। সোয়ুজ টিএম-৩১ রকেটে করে কাজাখস্তানের বাইকোনুর কসমোড্রোম থেকে এই ঘরের উদ্দেশে পাড়ি দিলেন তিন মহাকাশচারী। এঁরা হলেন অভিযানের কমান্ডার মার্কিন মহাকাশচারী উইলিয়াম এম শেফার্ড এবং দুই রুশ মহাকাশচারী সের্গেই ক্রিকালেভ ও ইউরি গিদজেনকো। ২ নভেম্বর ২০০০ তারিখে তাঁরা আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে পৌঁছান। সেই থেকে টানা ২৫ বছর ধরে সেখানে মানুষ আছে।

মানুষ একসঙ্গে কাজ করলে পৃথিবীর বাইরেও অনেক কিছু করা সম্ভব। এই ঘর তার প্রমাণ। এটা হল মহাকাশে পৃথিবীর মানুষের একটি স্থায়ী ঘর। এখানে মহাকাশচারীরা নানা রকম বিজ্ঞান পরীক্ষা করেন। কীভাবে গাছপালা মাধ্যাকর্ষণ ছাড়া বড় হয়, ভরশূন্য অবস্থায় শরীর কীভাবে প্রতিক্রিয়া করে তার পরীক্ষা চলে। সঙ্গে চলে নতুন ওষুধ তৈরি বা প্রযুক্তি নিয়ে পরীক্ষাও।

ভাবছ, ওখানে গেলে আমাদের সঙ্গে কথা বলবে

কী করে? একটা উপায় আছে। ভিডিও কলে কথা বলতে পারো। ভয়কে জয় করে মানুষের কৌতূহল ও সাহসই তাকে মহাকাশে নিয়ে গিয়েছে। চাইলে তুমিও যেতে পারো।

মিল্কিওয়ে

অনিন্দ্য সরকার

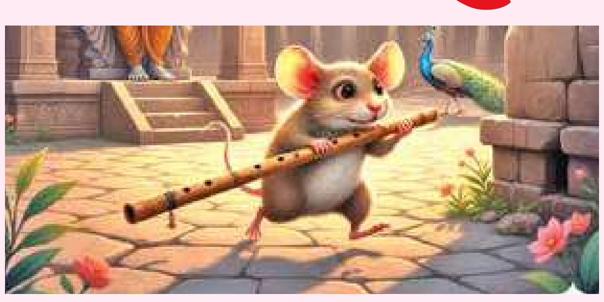

সূর্য ও আমাদের পৃথিবীকে ঘিরে রয়েছে যে ছায়াপথ, তার নাম মিল্কিওয়ে। বাংলায় আকাশগঙ্গা। আমি ভূগোল বইয়ে পড়েছি। ছবিও দেখেছি। তবে ভূগোলে আমার খুব বেশি আগ্রহ নেই। দিদি মাঝে মাঝে গান গায় 'মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল মাঝে'। মা বলেছিল, এই গান নাকি এসব নিয়েই। আমি অতটা বুঝিনি। তবে এই গল্প কিন্তু মিল্কিওয়ে নিয়ে নয়। এই গল্প মিল্কির 'ওয়ে' নিয়ে। মানে মিল্কির পথ নিয়ে।

আমি সৌম্য, আমার দিদি মুন। আর আমাদের বেড়াল মিল্কি। একদম দুধসাদা গায়ের রং, তাই নাম রাখা হয় মিল্কি। দিদি পরীক্ষা দিতে গিয়ে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে ওকে স্কুলব্যাগে ঢুকিয়ে বাড়িতে এনেছিল। সেই ছোট বেড়ালছানা যেন তুলতুলে তুলোর বল। বাবা-মা জানতে পারলে একে বাড়িতে রাখা হবে না, আমি আর দিদি তা ভালোমতোই জানতাম। তাই সিঁড়ির নীচে বাক্সের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলাম। খাওয়ার সময় নিজেদের ভাগ থেকে কিছুটা দুধ সরিয়ে মায়ের চোখকে ফাঁকি দিয়ে নিয়ে যেতাম সিঁড়ির নীচে। তারপর চলত দুধ খাওয়ানোর পালা। কিন্তু এসব কি আর চাপা থাকে! কিছুদিন পরেই মা জানতে পেরে যায়। যথারীতি দিদি ভীষণ বকা খায়। পরীক্ষা দিতে গিয়ে কেউ বেড়ালছানা নিয়ে আসে! ব্যাপারটা জেনেও মাকে বলিনি বলে আমার ভাগ্যেও বকুনি জোটে। তবে যতটা ভেবেছিলাম, ততটা হয়নি। ওইটুকু বেড়ালের বাচ্চাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়নি। আমাদের বাড়ির খুদে সদস্য হয়ে সে রয়ে যায়। নামটাও সবার ভারী পছন্দ হয়।

দিনে দিনে আমার আর দিদির আদরের ভাগ কমতে থাকে। মিল্কি হয়ে ওঠে বাবা-মার নয়নের মণি। তবে বকুনিও জোটে। কিন্তু তা মিল্কির ভাগ্যে না, আমাদের কপালে। মিল্কি লাফালাফি করে কিছু ভেঙে ফেললে বা রান্নাঘর থেকে মাছ চুরি করলে, বকুনি এসে পড়ে আমাদের ওপর। আমাদের জন্যই মিল্কিকে এ বাড়িতে রাখা হয়েছে, তাই তার দোষ আমাদের ওপরই পড়বে। এই ছিল মায়ের যুক্তি। তবুও মিল্কির আদর কমে না।

ধীরে ধীরে মিল্কি বড় হয়ে ওঠে। এখন সে রীতিমতো এক হুলো বেড়াল। দুধভাত, মাছভাত আর তার সঙ্গে মাঝে মাঝে বকুনি, এই নিয়ে চলছিল। কিন্তু একদিন এই মিল্কিই যে হিরো হয়ে উঠবে, তা কে জানত! মিল্কি আসার পর থেকে বাড়িতে ইঁদুরের সংখ্যা কমতে কমতে শূন্য হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কয়েকদিনের জন্য আমরা কেউ বাড়িতে না থাকায় কোথা থেকে এক ইঁদুর এসে ঢুকে পড়ে। বাড়িতে ফিরে দেখি টেবিলের নীচে রাখা সব খবরের কাগজ কুচিকুচি করে কাটা। অনেকক্ষণ ধরে খোঁজার পরেও কোনও ইঁদুর খুঁজে পাওয়া যায় না। মিল্কি সারা বাড়ি গন্ধ শুঁকে বেড়াতে থাকে। তবুও কিছু পাওয়া যায় না।

কিছুক্ষণ পর আমরা নিজেদের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। মা স্নান সেরে পুজো দিতে যায়। মিল্কি সোফার ওপর শুয়ে থাকে। হঠাৎ করে মায়ের চিৎকার শোনা যায়। ঠাকুরঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে অস্পষ্ট কী যেন একটা মায়ের পায়ের ওপর দিয়ে দৌড়ে চলে যায়। চিৎকার শুনে আমরা সবাই ছুটে যাই। গিয়ে দেখি ঠাকুরঘরের পাশের দরজা দিয়ে মিল্কি দৌড়ে পালাচ্ছে আর ঠাকুরঘরের বাসনকোসন সব মেঝেতে ছড়ানো-ছেটানো। তারপর মা আবিষ্কার করে যে, সিংহাসনে রাখা কৃষ্ণমূর্তির সোনার বাঁশিটি নেই।

কথায় বলে চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। ঠিকই বলে। তবে ইঁদুরকে চোর বলা যায় কি না জানি না! এতক্ষণ পর আমাদের হুঁশ ফেরে। মিল্কির পেছন পেছন আমরাও দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়ি। ততক্ষণে মিল্কি প্রায় অনেকটাই দূরে চলে গিয়েছে। আমরাও পেছন পেছন ছুটতে থাকি। এই গলি, ওই গলি, এর-ওর বাড়ির দরজা পেরিয়ে অনেক দূর আসার পর মিল্কি লাফ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারপর সোজা হয়ে উঠে বসে। দৌড়ে গিয়ে দেখি, তার মুখে ধরা এক বড়সড়ো ইঁদুর আর পাশে ঘাসের ওপর পড়ে রয়েছে কৃষ্ণের সোনার বাঁশিটি। মিল্কির চোখে তখন যুদ্ধজয়ের হাসি।

ইঁদুরটি ঠাকুরঘরে লুকিয়ে ছিল। সারা বাড়ি খোঁজা হয়েছে, কিন্তু ঠাকুরঘর খুঁজে দেখা হয়নি। তাই পাওয়া যায়নি। মা ঠাকুরঘরে ঢোকার পর যখন ইঁদুরটি বাঁশি নিয়ে পালাচ্ছিল, তখনই মিল্কি চিৎকার শুনে ছুটে এসে তাকে তাড়া করে। বাঁশি খুঁজে পেয়ে মা তো আনন্দে আত্মহারা। বাবা মিল্কির মাথায় হাত বুলিয়ে আদরে ভরিয়ে দেয়। মিল্কি আজ সবার চোখে হিরো হয়ে উঠেছে।

আমি দিদিকে কানে কানে বলি, দেখেছিস দিদি, কেমন মিল্কির পেছন পেছন এসে বাঁশিটা খুঁজে পাওয়া গেল। দিদি বলে, হ্যাঁ, মিল্কিওয়ে। আমি বুঝতে না পেরে মাথা চুলকে জিজ্ঞেস করি, মানে? দিদি মুচকি হেসে বলে, মিল্কির যাওয়ার পথ, মানে মিল্কির ওয়ে ধরেই তো বাঁশিটা পাওয়া গেল। এটাই তো মিল্কিওয়ে। আমি হিহি করে হেসে উঠি।

বুদ্ধি-শুদ্ধি

আমি মনে মনে একটা সংখ্যা ভাবলাম। তাকে দ্বিগুণ করলাম। তার সঙ্গে আট যোগ করলাম। ফল হল ২০। আমি কত ভেবেছিলাম?

আমি একটা দারুণ বই পড়ছি। ৬০ শতাংশ পড়া হয়ে গিয়েছে। এখনও ১২০ পৃষ্ঠা বাকি আছে। বইটিতে মোট কত পৃষ্ঠা আছে?

তোমার সঙ্গেই থাকি। সকলকে অক্সিজেন পৌঁছে দিই। সব সময় চলতে হয়। একদম বিশ্রাম পাই না। আমি থামলেই তোমার বিপদ।

আমি কে?

আমি এমন একটি সংখ্যা, যাকে ২, ৩, ৪, ৫ অথবা ৬ দিয়ে ভাগ করলে সবসময় ১ অবশিষ্ট থাকে। বলো তো আমি কত?

গত সংখ্যার উত্তর

১) আর্থ আওয়ার ২) স্যাতানালিয়া ৩) নেপাল, শ্রীলঙ্কা, মরিশাস, সিঙ্গাপুর ও ফিজি ৪) একটি সহায় প্রদীপ সহ ৯টি

অক্ষর সাজাও

- মাতাশবরদ
- তালমনবন্ব
- তিনপ্রকারহী
- নাচেপয়চরি
- তানঅগধিম্য
- তিতাদুরমেস্মৃ
- দানশোনযন্দ

শব্দের অক্ষরগুলি উলটে-পালটে আছে। যেমন রমানন্দববি - এরকম কোনও কথা হয় না। আসল কথাটা হল বিমানবন্দর। তোমাদের কাজ হল এরকমভাবে সাজিয়ে অর্থপূর্ণ শব্দ তৈরি করে আমাদের কাছে তাড়াতাড়ি পাঠানো। এর মধ্যে প্রথম তিনজন সঠিক উত্তরদাতার নাম আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

গত সংখ্যার উত্তর : খলজিবংশ, হায়দর আলি, ইলবার্ট বিল, ইলতুৎমিস, আকবরনামা, আলেকজান্ডার, টিপু সুলতান

আঁকিবুকি

দিবাকর রায়, পঞ্চম শ্রেণি, কুশমণ্ডি প্রাথমিক বিদ্যালয়

রায়া মজুমদার, পঞ্চম শ্রেণি, আলিপুরদুয়ার টেকনো ইন্ডিয়া স্কুল

প্রোমোদিৎ ঘোষ, পঞ্চম শ্রেণি, জলপাইগুড়ি পাবলিক স্কুল

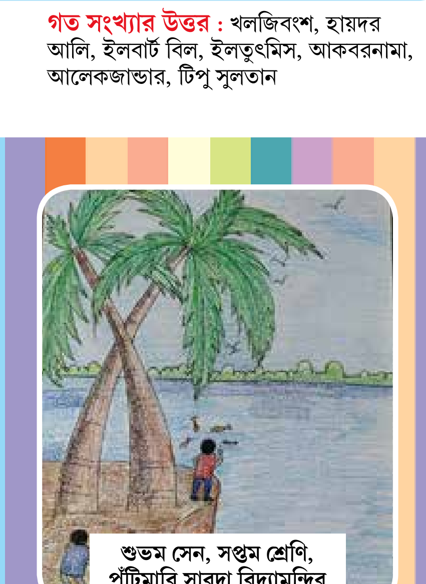

শুভম সেন, সপ্তম শ্রেণি, পুঁটিমারি সারদা বিদ্যামন্দির

কেরল চরম দারিদ্র্যমুক্ত

তিরুবনন্তপুরম, ১ নভেম্বর : রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দিবসেই কেরলকে আনুষ্ঠানিকভাবে চরম দারিদ্র্যমুক্ত রাজ্য হিসেবে ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন। শনিবার রাজ্য বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনে 'কেরল পিরাভি' অনুষ্ঠানে ওই ঘোষণা করেন তিনি। দেশের মধ্যে প্রথম রাজ্য হিসেবে কেরলের এই কৃতিত্বের কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর সাফ কথা, 'আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, তা পূরণ করেছি। আমাদের কাজই সমালোচকদের জবাব দেওয়া।' যদিও বিরোধীরা মুখ বন্ধ করেনি। ইউডিএফ এদিন বিধানসভা থেকে ওয়াকআউট করে। বিরোধী দলনেতা ভিডি সতীশন বলেন, এই ঘোষণা সম্পূর্ণ জালিয়াতি ছাড়া আর কিছুই নয়। এটা পুরোপুরি সাজানো ঘটনা। সরকার যে পরিসংখ্যান দিচ্ছে তা বাস্তবতার সঙ্গে মেলে না। রাজ্যে এখনও বহু মানুষ চরম অভাবে দিন কাটাচ্ছেন। একাধিক অর্থনীতিবিদ ও সমাজকর্মীর বক্তব্য, সরকারি তথ্য এবং ন্যাশনাল মাল্টিডাইমেনশনাল পভার্টি ইনডেক্স (MPI)-এর বাস্তব চিত্রের মধ্যে ফারাক রয়েছে। বিশেষ করে রাজ্যের উপকূলে মৎস্যজীবী এবং প্রান্তিক এলাকার মানুষ এখনও চরম অভাবে ভুগছেন।

উলকি-নীতিতে ক্ষুব্ধ আদালত

নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর : নিয়োগের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের 'ট্যাটু বা উলকি সংক্রান্ত নীতি' নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করল দিল্লি হাইকোর্ট। নিয়ম অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী (সিএপিএফ)-তে যোগ দিতে ইচ্ছুক প্রার্থীর ডান হাতে কোনও উলকি

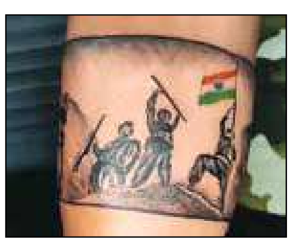

থাকা চলবে না। কিন্তু বাম হাতে বা শরীরের অন্যান্য অ-প্রকাশিত অংশে ধর্মীয় চিহ্ন বা নাম খোদাই করা থাকলে তা গ্রহণযোগ্য।

বিচারপতি সুরেশ কুমার কাইত এবং বিচারপতি শৈলেশ কুমার পান্ডের ডিভিশন বেঞ্চ প্রশ্ন তুলেছে, 'ডান হাতে যে উলকি চলবে না, তা কী করে বাম হাতে চলতে পারে?' আদালত এই নীতির যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। এই নিয়ম এক প্রার্থীর আবেদনকে কেন্দ্র করে উঠে আসে, যাঁর ডান হাতে উলকি থাকার কারণে তাঁকে নিয়োগের জন্য 'ফিট' বলে গণ্য করা হয়নি। হাইকোর্ট এই বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের জবাব তলব করেছে।

জুবিন-মৃত্যুর রিপোর্ট অসমে

গুয়াহাটি, ১ নভেম্বর : সদ্যপ্রয়াত বিশিষ্ট অসমিয়া শিল্পী জুবিন গর্গের রহস্যজনক মৃত্যু মামলায় বড় অগ্রগতি। অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা জানিয়েছেন, মিউচুয়াল লিগ্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স ট্রিটি (এমএলএটি)-এর মাধ্যমে জুবিন গর্গের 'ময়নাতদন্ত এবং টক্সিকোলজি রিপোর্ট' অসম পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন সিঙ্গাপুরের কর্তৃপক্ষ। গত ১৯ সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরে সমুদ্রে সাঁতার কাটার সময় আকস্মিকভাবে মৃত্যু হয় জুবিনের। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, রাজ্য পুলিশের স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম (সিট) মামলাটির তদন্তে অনেকটাই এগিয়েছে। তাঁর কথায়, 'সিট সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাসী যে তারা ডিসেম্বরের মধ্যে চার্জশিট জমা দিতে পারবে।' ইতিমধ্যে এই মামলায় জুবিনের ম্যানেজার এবং ইভেন্ট অর্গানাইজার সহ সাতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

শবরীমালায় ধৃত প্রাক্তন কর্তা

তিরুবনন্তপুরম, ১ নভেম্বর : শবরীমালার বিগ্রহের সোনা চুরি কাণ্ডে গ্রেপ্তার করা হল মন্দিরেরই দেবস্বম বোর্ডের (টিডিবি) প্রাক্তন কর্তা সুধীশ কুমারকে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সুধীশকে নিজেদের হেপাজতে নেয় বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট)।

তদন্তকারী দল জানতে পেরেছে, বিগ্রহের সোনার পাতকে তামার পাত বলে নথিতে উল্লেখ করেছিলেন সুধীশ। ওই ধাতু যে সোনা, তা সুধীশ ভালভাবেই জানতেন। তারপরেও তিনি সেটিকে তামা বলে চালিয়ে দেন। এতে অনেক আর্থিক ক্ষতি হয় মন্দির কর্তৃপক্ষের। মিথ্যা তথ্য নথিভুক্ত করা এবং একই সঙ্গে সোনা চুরিতে সহযোগিতা করার অভিযোগে সুধীশের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত তথা স্পনসর উন্নিকৃষ্ণন পট্টিকে সোনা চুরিতে সহযোগিতা করা এবং মন্দিরের সামগ্রীর তালিকায় ভুল তথ্য নথিভুক্ত করিয়েছিলেন সুধীশ।

সরকারি নজরদারির বাইরেই ছিল বেঙ্কটেশ্বর

মিনি তিরুপতিতে পদপিষ্ট হয়ে মৃত ১২

হায়দরাবাদ, ১ নভেম্বর : অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীকাকুলাম জেলার কাশীবুগ্গায় শ্রী বেঙ্কটেশ্বর স্বামী মন্দিরে ভয়াবহ পদপিষ্টের ঘটনায় অন্তত ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে, যাঁদের অধিকাংশই শিশু ও মহিলা। আহত হয়েছেন অর্ধশতাধিক।

শনিবার একাদশীর সকালে 'মিনি তিরুপতি' নামে পরিচিত এই নতুন মন্দিরে ভক্তদের ভিড় সামলাতে না পেরেই বিপর্যয় ঘটে। প্রশাসন যদিও ৭ জনের মৃত্যুর কথা স্বীকার করেছে। শনিবার মন্দিরে একাদশী উপলক্ষ্যে বিরাট জনসমাগম হয়। কী থেকে হুড়োহুড়ি শুরু হল, কেন এই বিপর্যয়, রাত পর্যন্ত তা স্পষ্ট নয়।

পুলিশ সূত্রে খবর, চার মাস আগে ৮০ বছর বয়সি হরিমুকুন্দ পান্ডা নামে এক ব্যক্তি নিজের জমিতে ও ব্যক্তিগত অর্থে এই বালাজি মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন। মন্দিরটি সরকার-নিয়ন্ত্রিত নয় বলে জানিয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশের এনডাওমেন্ট (দেবাদায়) দপ্তর। মন্দিরের ধারণক্ষমতা মাত্র দুই থেকে তিন হাজার হলেও একাদশীর দিন ভোর থেকেই প্রায় পঁচিশ হাজার ভক্ত ভিড় জমান। নির্মাণের কাজ চলায় মন্দিরে ঢোকা ও বেরোনোর জন্য একটিমাত্র সরু রাস্তা থাকায় হুড়োহুড়ির মধ্যেই ঘটে যায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনা।

প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, সিঁড়ির মুখে অতিরিক্ত ভিড়ের কারণে হুড়োহুড়ি শুরু হয়। ভিডিও ফুটেজে দেখা গিয়েছে, শত শত মহিলা হাতে পুজোর ডালা নিয়ে বাঁচার চেষ্টা করছেন, অনেকে ঠেলাঠেলিতে লুটিয়ে পড়েছেন মাটিতে। একাধিক ভক্ত অজ্ঞান হয়ে পড়লে উপস্থিত জনতা তাঁদের উদ্ধার করে অ্যাম্বুলেন্সে তোলে। পুলিশ পরে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে, একাদশীর পুজো দিতে একই সময়ে এত বেশি সংখ্যক ভক্ত মন্দিরে চলে এসেছিলেন যে, পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যায়। ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়। সেখান থেকেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং সকলে একসঙ্গে মন্দির থেকে বেরোনোর চেষ্টা করতে শুরু করেন। তার ফলেই এই বিপর্যয়। তবে অন্য কোনও কারণ থাকতে পারে বলেও সন্দেহ রয়েছে প্রশাসনের। কাশীবুগ্গার ডিএসপি লক্ষ্মণ রাও জানিয়েছেন, সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ এই ঘটনা ঘটে।

একনজরে

- শ্রীকাকুলাম জেলার কাশীবুগ্গায় শনিবার একাদশীর সকালে পদপিষ্টের ঘটনা
- হতাহতদের বেশিরভাগই শিশু ও মহিলা
- নির্মীয়মাণ মন্দিরে অতিরিক্ত ভিড় ও একটিমাত্র প্রবেশপথ দুর্ঘটনার কারণ
- মন্দিরটি সরকারি এনডাওমেন্ট দপ্তরের আওতায় ছিল না। খবর ছিল না প্রশাসনের কাছে
- হতাহতদের জন্য আর্থিক ক্ষতিপূরণ ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর

মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু এই ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করে সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'বেঙ্কটেশ্বর মন্দিরের পদপিষ্টের ঘটনায় আমি স্তম্ভিত। ভক্তদের মৃত্যু অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। আমি মৃতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। যাঁরা আহত, তাঁদের দ্রুত উদ্ধার এবং চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা হবে। সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের সেই নির্দেশ দিয়েছি। স্থানীয় আধিকারিক এবং জনপ্রতিনিধিদের ঘটনাস্থলে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছি। দ্রুত উদ্ধারকাজ যাতে সম্পন্ন হয়, তা নিশ্চিত করা হবে।' উপমুখ্যমন্ত্রী পবন কল্যাণ জানান, 'এই ট্র্যাজেডির পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে সরকার সর্বতোভাবে সাহায্য করবে।'

মন্ত্রী নারা লোকেশ ঘটনাস্থলে পৌঁছোনোর পথে জানান, 'সরকার দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে বিশেষ কমিটি গঠন করেছে এবং বড় মন্দিরগুলিতে ভিড় নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা জোরদারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শোকবার্তায় তিনি লেখেন, 'আমি গভীরভাবে ব্যথিত। নিহতদের পরিবারকে প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থেকে ২ লক্ষ টাকা ও আহতদের ৫০ হাজার টাকা সাহায্য দেওয়া হবে।' শোকবার্তার পাশাপাশি আহতদের উন্নত চিকিৎসার আশ্বাস দেন রাজ্যপাল এস আবদুল নাজির। সমাজমাধ্যমে শোকপ্রকাশ করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা বলেন, 'কাশীবুগ্গা মন্দিরে পদপিষ্টে প্রাণহানিতে আমি গভীরভাবে দুঃখিত।'

একাদশীতে বেঙ্কটেশ্বর মন্দিরে বিশেষ পুজোর আয়োজন করা হয়েছিল। শয়ে শয়ে ভক্ত পুজো দিতে গিয়েছিলেন। অধিকাংশই ছিলেন মহিলা। সমাজমাধ্যমে ঘটনাস্থলের একাধিক ছবি এবং ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে দেখা যায়, মহিলারা ভিড়ের মধ্যে হাতে পুজোর ডালা নিয়ে কীভাবে ধাক্কাধাক্কি করছেন। প্রাণে বাঁচতে ভিড় থেকে বেরোনোর চেষ্টা করছেন তাঁরা। ঠেলাঠেলিতে পড়েও যেতে দেখা যায় অনেককে। অন্য একটি ভিডিওতে দেখা যায়, মন্দির চত্বরে একাধিক মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। পদপিষ্টের পরিস্থিতির খবর পেয়েই মন্দিরে পৌঁছে যায় পুলিশ।

দুর্ঘটনার পর বেঙ্কটেশ্বর মন্দিরের বিধ্বস্ত প্রাঙ্গণ। শনিবার শ্রীকাকুলামে।

ভোটার তালিকায় অনিয়মে মহামিছিল

মুম্বই, ১ নভেম্বর : ভোটার তালিকায় অনিয়মের অভিযোগ তুলে শনিবার মুম্বইয়ে বিক্ষোভ মিছিল করল মহারাষ্ট্রের বিরোধী জোট মহাবিকাশ আঘাড়ি। কংগ্রেস, শিবসেনা (উদ্ধব ঠাকরে গোষ্ঠী), এনসিপি (শারদ পাওয়ার গোষ্ঠী) এবং মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনা যৌথভাবে আয়োজন করে এই 'সত্যাচা মর্চা'র।

দুপুরে ফ্যাশন স্ট্রিট থেকে শুরু হয়ে মিছিলটি শেষ হয় বিএমসি সদর দপ্তরের সামনে। অংশ নেন উদ্ধব ঠাকরে, শারদ পাওয়ার, রাজ ঠাকরে ও কংগ্রেস নেতা বালাসাহেব থোরাট সহ অন্য বিরোধী নেতারা। তাঁরা অভিযোগ করেন, ভোটার তালিকায় একাধিক নাম থাকা, ভুলভাবে নাম বাদ বা সংযোজনের ঘটনা বেড়েছে, অথচ নির্বাচন কমিশন তা নির্মমভাবে উপেক্ষা করছে। তাঁদের দাবি, স্থানীয় নির্বাচনের আগে এই ত্রুটিগুলি সংশোধন করতে হবে। নাহলে আরও বড় বিক্ষোভ হবে।

বোমাতঙ্কে মুম্বইয়ে ইন্ডিগোর বিমান

মুম্বই, ১ নভেম্বর : জেড্ডা থেকে হায়দরাবাদগামী ইন্ডিগো-র একটি বিমান বোমা আতঙ্কের জেরে জরুরি অবতরণ করল মুম্বই বিমানবন্দরে। ইন্ডিগো-র বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, হুমকি ইমেল এসেছিল 'ফ্লাইট ৬ই৬৮-এ'-র উদ্দেশে। হুমকি ছিল '১৯৮৪ সালের মাদ্রাজ বিমানবন্দর ধাঁচের বিস্ফোরণ'-ঘটানোর। নিয়ম মেনে বিমানটি মুম্বইয়ে নামিয়ে তল্লাশি চালানো হয়। কোনও বিস্ফোরক মেলেনি। যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ সহযোগিতা করেছে বলে সংস্থা জানিয়েছে। 'ফ্লাইট রাডার ২৪' অনুযায়ী, বিমানটির সকাল ৯টা ১০ মিনিটে হায়দরাবাদে নামার কথা ছিল। হুমকি ইমেলে ১৯৮৪-র 'মিনামবাক্কম বিস্ফোরণ'-এর উল্লেখ থাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে যাত্রীদের মধ্যে।

পাঁচ দশকের সঙ্গ শেষ, ক্ষুব্ধ সেঙ্গোত্তাইয়ান

চেন্নাই, ১ নভেম্বর : পাঁচ দশকের সম্পর্ক শেষ। ব্যাপারটা যেন বিশ্বাসই হচ্ছে না এআইএডিএমকে থেকে বহিষ্কৃত প্রবীণ নেতা কেএ সেঙ্গোত্তাইয়ানের। ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, 'আমার বহিষ্কারে আমি ব্যথিত, অশ্রুসিক্ত ও নির্ঘুম। অর্ধশতক ধরে দলের সেবা করার পুরস্কার এভাবে পাব, দুঃস্বপ্নেও ভাবিনি।'

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও পনিরসেলভম, ভিকে শশীকলা এবং টিটিভি দিনকরণকে ফের দলে নেওয়ার প্রস্তাব দেওয়ায় সেঙ্গোত্তাইয়ানকে বহিষ্কার করা হয়। তাঁর অভিযোগ, তাঁকে কোনও নোটিশ বা আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগই দেওয়া হয়নি। তাঁর কথায়, 'আমি শুধু আলোচনার মাধ্যমে দলের পুনরুজ্জীবন চেয়েছিলাম, আল্টিমেটাম নয়।'

এডাপ্পাডি কে পালানিস্বামী তাঁকে ডিএমকে-র 'বি টিম' বলায় তীব্র প্রতিবাদ করে বলেন, 'আমি কারও বি টিম নই, বরং ইপিএসই এ-টিম।' ৫০ বছরের দলীয় জীবনে নিজের ত্যাগের কথা মনে করিয়ে দিয়ে তিনি জানান, 'জয়ললিতা দু'বার নেতৃত্বের সুযোগ দিলেও দল ভাঙন রুখতে আমি তা ছেড়ে দিয়েছিলাম। আজ প্রতিদানে এই পেলাম!'

ওরা কাজ করে... *শস্যের গোড়া পোড়াচ্ছেন কৃষক। শনিবার পঞ্জাবের পাতিয়ালায়।*

জোটে নেই জন সুরাজ

পাটনা, ১ নভেম্বর : বিধানসভা ভোটের আগে তো বটেই, ফলপ্রকাশের পরও শাসক এনডিএ বা বিরোধী মহাজোট- কোনও শিবিরের সঙ্গেই গাঁটছড়া বাঁধবে না জন সুরাজ পার্টি। শনিবার একটি আলোচনা সভায় এমনটাই দাবি করেছেন দলের সুপ্রিমো প্রশান্ত কিশোর বা পিকে। জন সুরাজ কতগুলি আসন পাবে সেই প্রশ্নের জবাবে পিকে ফের জানিয়েছেন, তাঁরা হয় ১০টির কম আসন পাবেন নয়তো ১৫০-রও বেশি আসনে জিতবেন।

যদি তাঁরা কিংমেকার হন তাহলে কী করবেন জানতে চাওয়া হলে ভোটকৌশলীর সটান উত্তর, 'এসপার নয়তো ওসপারের রাজনীতি আমরা করি না। আমরা যদি জনাদেশ না পাই, তাহলেও আমরা আমাদের কাজ করে যাব। আমি আপনাদের লিখিতভাবে জানাচ্ছি, ভোটের আগে কিংবা পরে আমরা কোনওপ্রকার জোটে যাব না।'

ত্রিশঙ্কু বিধানসভা হলে বিজেপি বিধায়ক ভাঙাতে পারে বলেও একপ্রকার ইঙ্গিত দিয়েছেন পিকে। তিনি বলেন, 'ধরে নিন যদি জন সুরাজের ৩০ জন বিধায়ক নির্বাচিত হন আর ওই ৩০ জনই সরকার গঠনে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন তাহলে তাঁরা কি আমার কথা শুনবেন? আপনারা অমিত শা-র থেকে লিখিতভাবে জানতে চান, এনডিএ যদি সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পায় তাহলে কোনও বিধায়ককে কেনা হবে না বা তাঁর ওপর চাপ দেওয়া হবে না?'

তবে পিকের এই বক্তব্য মানতে চাননি কংগ্রেস সমর্থিত নির্দল সাংসদ পাপ্পু যাদব। তিনি বলেন, 'ভোটে লড়াই করার অছিলায় বাজার থেকে কয়েকশো কোটি টাকা তুলেছে জন সুরাজ পার্টি। ওঁকে কে দিল এত টাকা?' পাপ্পুর সাফ কথা, 'আসলে পিকে শুধু মুখেই বিজেপির বিরোধিতা করছেন। আসলে তিনি অমিত শা-র ছুপা রুস্তম।'

এদিকে বিরোধী মহাজোটের সঙ্গে আসনরফা নিয়ে অসন্তোষের কারণে বিহারে নির্বাচনি প্রচার থেকে দূরে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন। এর আগে তাঁর দল জেএমএম বিহারে প্রার্থী না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। দলের মুখপাত্র মনোজ পান্ডে বলেন, 'যদি আমাদের দল বিহারে প্রার্থীই না দেয় তাহলে সেখানে কাদের জন্য আমরা প্রচার করতে যাব?'

স্বাস্থ্যে তিন গিনেস রেকর্ড

নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর : একটি নয়, তিন তিনটি গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করে ফেলল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের 'সুস্থ নারী, সবল পরিবার অভিযান'। এই অভিযানের সূচনা হয়েছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাতে। এই প্রচারাভিযান প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা এবং নারীকেন্দ্রিক যত্নের ক্ষেত্রে এক বড় মাইলফলক।

স্বাস্থ্যমন্ত্রক সূত্রে খবর, অর্জিত গিনেস রেকর্ডগুলির মধ্যে রয়েছে এক মাসে স্বাস্থ্যসেবা প্ল্যাটফর্মে সর্বাধিক নিবন্ধন (৩.২১ কোটিরও বেশি) এবং এক সপ্তাহে স্তন ক্যানসার স্ক্রিনিংয়ের জন্য সর্বাধিক অনলাইন সাইন-আপ (৯.৯৪ লাখের বেশি)। এই সাফল্যের ওপর জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, 'আমাদের জাতির অগ্রগতির ভিত্তি আমাদের নারীশক্তি, আমাদের মা ও বোনেরা। একজন মা সুস্থ থাকলে পুরো পরিবার সুস্থ থাকে।'

রাজনাথের বার্তা

কুয়ালালামপুর, ১ নভেম্বর : ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল সবসময় যেন যাবতীয় প্রকারের ভয় বা চাপ থেকে মুক্ত থাকে বলে বার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। আসিয়ানভুক্ত দেশগুলির প্রতিরক্ষা মন্ত্রীদের বৈঠকে তিনি জানিয়েছেন, আসিয়ানের নেতৃত্বে সার্বিক আঞ্চলিক নিরাপত্তা কাঠামোকে মজবুত করতে ভারত সবসময় পাশে আছে। বেশ কিছু বছর ধরে ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে গতিবিধি বাড়াচ্ছে চিন। নিরাপত্তার দিক থেকে তাই আসিয়ানভুক্ত দেশগুলির সঙ্গে জোট বেঁধে তার মোকাবিলা করার ভাবনাচিন্তা করছে ভারত।

গুলি ছুড়ে ধৃত বাবা-ছেলে

নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর : শূন্যে গুলি ছুড়ে দীপাবলির উদযাপন করে বিপাকে পড়লেন দিল্লির শাস্ত্রীনগরের বাসিন্দা সুমিত এবং মুকেশ কুমার। সম্পর্কে দু'জনে বাবা-ছেলে। অভিযোগ, দীপাবলির সময় পরপর শূন্যে গুলি চালান সুমিত। শুধু তা-ই নয়, ঘটনার রিলস বানিয়ে সমাজমাধ্যমে পোস্টও করেন। তাতেই বিপদ বাড়ে। পুলিশ গ্রেপ্তার করে সুমিতকে। তাঁর সঙ্গে মুকেশকে গ্রেপ্তার করা হয়। কারণ, যে পিস্তল থেকে শূন্যে গুলি ছোড়েন সুমিত, তা তাঁর বাবার নামে নথিভুক্ত। শাস্ত্রীনগরের বাসিন্দা মুকেশের কেটারিং এবং মিষ্টির ব্যবসা রয়েছে। তাঁর পুত্রের কীর্তিতেই বিপদে পড়েছেন তিনি।

ভারতে মহড়ায় যুক্তরাষ্ট্র-রাশিয়া

নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর : আগামী বছর ফেব্রুয়ারিতে বিশাখাপত্তনমে ভারতীয় নৌবাহিনীর তিনটি আন্তর্জাতিক নৌ মহড়ায় আমেরিকা এবং রাশিয়া দুই মহাশক্তিধর দেশই অংশ নেবে। তবে এই মহড়ায় চিন, পাকিস্তান এবং তুরস্ককে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। নৌবাহিনীর ভাইস অ্যাডমিরাল সঞ্জয় বাৎসায়ন জানিয়েছেন, 'ইউনাইটেড স্টেটস এবং রাশিয়া দুটো দেশই ইন্টারন্যাশনাল ফ্লিট রিভিউ এবং মিলন অনুশীলনে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছে।' তিনি জানান, দেশগুলি তাদের জাহাজ এবং কিছু বিমানও পাঠাবে। মোট ৫৫টিরও বেশি দেশ এই ইভেন্টগুলিতে যোগ দিতে আগ্রহ দেখিয়েছে। চিন, পাকিস্তান ও তুরস্ককে আমন্ত্রণ না জানানোর সিদ্ধান্ত ভূ-রাজনৈতিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে নেওয়া হয়েছে।

আগুনের গ্রাসে পেট্রোনাস টাওয়ার

কুয়ালালামপুর, ১ নভেম্বর : অগ্নিকাণ্ডে প্রায় ভস্মীভূত হতে বসেছিল বিশ্বের অন্যতম বিখ্যাত বহুতল পেট্রোনাস টাওয়ার। শনিবার সকালে মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরের ওই বহুতলের তিন নম্বর টাওয়ারে আগুন লাগে। বহুতলের 'রুফ টপ' রেস্তোরাঁ থেকেই আগুন ছড়ায় বলে ইঙ্গিত মিলেছে।

শনিবার দুপুরে কুয়ালালামপুর 'ফায়ার অ্যান্ড রেসকিউ সার্ভিস'-এর সহকারী কমিশনার হাসান আসারি ওমর জানান, তাঁদের ধারাবাহিক চেষ্টায় কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আগুন কিছুটা নিয়ন্ত্রণে এসেছে। অগ্নিকাণ্ডের জেরে সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হলেও অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই। তিন নম্বর টাওয়ারটি পেট্রোনাস যমজ টাওয়ারের ঠিক পিছনে অবস্থিত।

শনিবার সমাজমাধ্যমে জ্বলন্ত পেট্রোনাস টাওয়ারের ছবি ছড়িয়ে পড়ার পরে নেটাগরিকদের অনেকেই তার তুলনা টেনেছেন সাতের দশকের জনপ্রিয় হলিউড

ছবি 'দ্য টাওয়ারিং ইনফার্নো'-র সঙ্গে। মালয়েশিয়ার 'সেন্ট্রাল ফায়ার অ্যান্ড রেসকিউ' বিভাগের প্রধান মোহাম্মদ হাফিজান হাসান জানান, অগ্নিকাণ্ডের কারণ জানতে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ১৪৮৩ ফুট উচ্চতার ৯৩ তলা এই স্কাইস্ক্র্যাপার ১৯৯৮-২০০৪-এ 'বিশ্বের উচ্চতম' তকমাধারী ছিল। বর্তমানে নেমে এসেছে ২১ নম্বরে।

দিল্লি হোক ইন্দ্রপ্রস্থ, অমিত শা-কে চিঠি

নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর : বায়ুদূষণে জেরবার অবস্থা দেশের জাতীয় রাজধানীর। তার মোকাবিলা কীভাবে হবে সেই ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত যুদ্ধকালীন তৎপরতা কেন্দ্র বা দিল্লির বিজেপি সরকারের তরফে বিশেষ চোখে পড়েনি। অথচ সেইসবকে দূরে সরিয়ে দিল্লির নাম বদলে কীভাবে ইন্দ্রপ্রস্থ করা যায় তা নিয়ে খোদ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-কে চিঠি লিখে ফেলেছেন বিজেপি সাংসদ প্রবীণ খান্ডেলওয়াল।

চাঁদনি চকের সাংসদের দাবি, 'এই নাম পরিবর্তন করা হলে দিল্লি পুনরায় তার ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক এবং সভ্যতার শিকড়ের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতে পারবে।' তাঁর সাফ কথা, 'দিল্লিকে অবিলম্বে তার প্রাচীন এবং গৌরবোজ্জ্বল নাম ইন্দ্রপ্রস্থ ফিরিয়ে দেওয়া হোক। মহাভারত অনুযায়ী পাণ্ডবরা যমুনার তীরে ইন্দ্রপ্রস্থ নির্মাণ করেছিলেন। সেইসময় এটি অন্যতম একটি সমৃদ্ধশালী এবং সুপরিকল্পিত নগর ছিল। দিল্লি শুধু আধুনিক মহানগর নয়, এটি ভারতের সভ্যতার আত্মা। তাই ইন্দ্রপ্রস্থ নামের মাধ্যমে আমাদের ঐতিহ্য, পরিচয় এবং গর্ব প্রতিফলিত হয়।' শুধু শহরের নামই নয়, পুরোনো দিল্লি রেলস্টেশন এবং ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নামও যথাক্রমে ইন্দ্রপ্রস্থ জংশন এবং ইন্দ্রপ্রস্থ বিমানবন্দর করার দাবি তুলেছেন খান্ডেলওয়াল। শা ছাড়াও দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা, রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো, অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রী রামমোহন নাইডুকেও চিঠি দিয়েছেন বিজেপি সাংসদ।

বায়ুদূষণে বিশ্বের ৭০ শতাংশ মৃত্যুই ভারতে

লন্ডন, ১ নভেম্বর : বিশ্বজুড়ে বায়ুদূষণজনিত মোট মৃত্যুর প্রায় ৭০ শতাংশের সঙ্গে ভারতের যোগ রয়েছে—এমনই উদ্বেগজনক তথ্য প্রকাশ করেছে 'ল্যানসেট কাউন্টডাউন অন হেলথ অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ ২০২৫' রিপোর্ট। ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার যৌথ উদ্যোগে করা এই গবেষণায় বলা হয়েছে, ভারতে প্রতি বছর প্রায় '১৭.২ লক্ষ মানুষ' বায়ুদূষণের কারণে প্রাণ হারান। এই সংখ্যা ২০১০ সালের তুলনায় ৩৮ শতাংশ বেশি। বিশ্বজুড়ে বায়ুদূষণে বার্ষিক মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় ২৫ লক্ষ।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, কয়লা ও তরল জ্বালানির দূষণই মৃত্যুর মূল কারণ। শুধুমাত্র কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকেই প্রতি বছর প্রায় ২.৯৮ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হচ্ছে। মোট মৃত্যুর ৪৪ শতাংশের (৭.৫২ লক্ষ) জন্য দায়ী জীবাশ্ম জ্বালানি, যার মধ্যে কয়লার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। যানবাহনে জীবাশ্ম জ্বালানি (পেট্রোল, ডিজেল ইত্যাদি) ব্যবহারের দূষণে মারা যাচ্ছেন আরও প্রায় ২.৬৯ লক্ষ মানুষ।

গ্রামীণ এলাকায় গৃহস্থালির রান্নার জ্বালানিতেও দূষণ প্রবল—২০২২ সালে প্রতি লক্ষে গড়ে ১১৩ জনের মৃত্যু ঘটেছে, গ্রামে (১২৫) যা শহরের (৯৯) তুলনায় বেশি। ওই বছর বায়ুদূষণজনিত অকালমৃত্যুর আর্থিক ক্ষতি দাঁড়িয়েছে '৩৩৯.৪ বিলিয়ন ডলার', যা ভারতের জিডিপির প্রায় ৯.৫ শতাংশ।

রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, ২০২৪ সালে ভারতীয়রা গড়ে ৫০ শতাংশ বেশি তাপপ্রবাহের মুখোমুখি হয়েছেন, ফলে শ্রমঘণ্টা প্রতি জনে বছরে গড়ে ৪১৯ ঘণ্টা কমেছে—যার আর্থিক ক্ষতি আনুমানিক '১৯,৪০০ কোটি ডলার'। চরম তাপ ও খরার কারণে ডেঙ্গু ও উপকূলীয় ব্যাকটিরিয়া সংক্রমণও বেড়েছে। গবেষকরা সতর্ক করেছেন—দূষণ, তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তন মিলিয়ে ভারতের জনস্বাস্থ্যের ওপর ভয়াবহ প্রভাব পড়ছে।

একনজরে

- ভারতে প্রতি বছর প্রায় '১৭.২ লক্ষ মানুষ' বায়ুদূষণের কারণে প্রাণ হারান
- বিশ্বজুড়ে বায়ুদূষণে বার্ষিক মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় ২৫ লক্ষ
- কয়লা ও তরল জ্বালানির দূষণই মৃত্যুর মূল কারণ

‘নভেম্বরে শীত পড়ছে না’

নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর : তীব্র গরমের পর বর্ষা আসায় খুশির কারণ ঘটেছিল। কিন্তু সেই বর্ষাও যাওয়ার নাম করছে না। ইতিমধ্যে ইঙ্গিত ছিল, এবার শীত নাকি জাঁকিয়ে পড়তে চলেছে। কিন্তু আপাতত লেপ-কম্বল বের করে রোদে দেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই বলে জানিয়ে দিল ভারতের আবহাওয়া দপ্তর (আইএমডি)। সংস্থার পূর্বাভাস, চলতি বছর নভেম্বর মাস তুলনামূলকভাবে উষ্ণ এবং স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি আর্দ্র থাকতে পারে। এর ফলে, দেশে তীব্র শীত পড়ার সম্ভাবনা কম। আইএমডি-র মহাপরিচালক মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র জানিয়েছেন, ‘লা নিনা পরিস্থিতি দুর্বল থাকায় আমরা তীব্র শীতের আশা করছি না।’ তিনি আরও বলেন, দিনের তাপমাত্রা স্বাভাবিক বা স্বাভাবিকের নীচে থাকলেও, দেশের অধিকাংশ এলাকায় রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি থাকবে। এই পূর্বাভাসে কিছু হতাশ শীতপ্রেমীরা।

হাসিনাকে পলাতক ঘোষণা

ঢাকা, ১ নভেম্বর : ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে একটি রাষ্ট্রদ্রোহের মামলায় পলাতক বলে ঘোষণা করল বাংলাদেশের সিআইডি। হাসিনার পাশাপাশি আরও ২৬০ জনকে পলাতক বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে বাংলাদেশের একটি ইংরেজি ও একটি বাংলা

সংবাদপত্রে এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। সিআইডির অভিযোগ, জয় বাংলা ব্রিগেড নামে একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও বিদেশ থেকে যে চক্রান্ত চালানো হয়েছে তার তথ্যপ্রমাণ মিলেছে। দেশের বৈধ সরকারকে উৎখাত করতেই ওই চক্রান্ত করা হয়েছিল বলে অভিযোগ করেছে সিআইডি। হাসিনা সহ ২৮৬ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দিয়েছিল তারা। গত বছর বাংলাদেশে পালাবদলের পর থেকে ভারতের নিরাপদ আশ্রয়ে রয়েছেন হাসিনা। সম্প্রতি সেখান থেকেই বঙ্গবন্ধু-কন্যা জানিয়েছেন, তিনি আপাতত ভারতেই থেকে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন। তবে দেশে ফিরতে তিনি উদগ্রীব।

ঋণ প্রতারণায় ভারতীয়

ওয়াশিংটন, ১ নভেম্বর : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঋণ বাজারে ৫০ কোটি ডলারেরও বেশি অঙ্কের বিশাল জালিয়াতির কেন্দ্রে উঠে এসেছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত এক টেলিকম ব্যবসায়ী, বঙ্কিম ব্রহ্মভট্ট। ব্ল্যাকরক-এর ছত্রছায়ায় থাকা লগ্নিকারী সংস্থা এইচপিএস ইনভেস্টমেন্ট পার্টনার্স সহ একাধিক ঋণদাতা সংস্থা ব্রহ্মভট্টের কোম্পানিগুলির বিরুদ্ধে জালিয়াতির

অভিযোগ এনে গত অগাস্টে মামলা করেছে। ঋণদাতাদের অভিযোগ, ব্রহ্মভট্টের কোম্পানি, যেমন ব্রডব্যান্ড টেলিকম এবং ব্রিজভয়েস, ঋণের জামানত হিসাবে ভুয়ো ‘অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল’ ব্যবহার করেছে। ‘ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল’-এর খবর অনুযায়ী, ঋণদাতারা দাবি করেছেন যে, ব্রহ্মভট্ট ‘জাল ইমেল ডোমেন’ এবং গ্রাহক তালিকা তৈরি করে এক বিস্তৃত জালিয়াতির ছক কষেছিলেন। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ব্রহ্মভট্টের আইনজীবী। অন্যদিকে ব্রহ্মভট্টের নিয়ন্ত্রণে থাকা একাধিক সংস্থা ইতিমধ্যে ‘দেউলিয়া সুরক্ষা’ চেয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেছে।

খ্রিস্টান রক্ষার ডাক ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ১ নভেম্বর : শুধু আমেরিকা নয়, বিশ্বের সর্বত্র খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ওপর অত্যাচার প্রতিহত করবে আমেরিকা। শনিবার ট্রুথ সোশ্যালে করা পোস্টে এই বার্তাই দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি লিখেছেন, ‘বিশ্বের যে কোনও জায়গায় মহান খ্রিস্টান জনগোষ্ঠীকে রক্ষা করার জন্য আমাদের তৈরি থাকতে হবে।’ এ প্রসঙ্গে নাইজিরিয়ায় খ্রিস্টানদের ওপর জঙ্গি হামলার তীব্র বিরোধিতা করেন ট্রাম্প। তাঁর বক্তব্য, ‘নাইজিরিয়ায় খ্রিস্টধর্ম অস্তিত্বের সংকটের মুখে পড়েছে। হাজার হাজার খ্রিস্টানকে হত্যা করা হচ্ছে। এই গণহত্যার জন্য উগ্র ইসলামপন্থীরা দায়ী। ...অবশ্যই কিছু করা উচিত।’

এসআইআরের সঙ্গে জনগণনার প্রস্তুতিও

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর : দেশ ঠিক কোন পথে এগোচ্ছে? পশ্চিমবঙ্গ সহ ১২টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে শুরু হচ্ছে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর। যা নিয়ে ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে ব্যাপক রাজনৈতিক চাপানউতোর। ভোটার তালিকায় নাম থাকবে কিনা সেই দুশ্চিন্তার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মনে জাগছে নিজ ভূমে পরবাসীতে পরিণত হওয়ার চাপা আতঙ্কও। এরই মধ্যে কেন্দ্র শুরু করে দিল জনগণনা ২০২৭-এর সবচেয়ে বড় প্রস্তুতি। একসঙ্গে ডিজিটাল গণনা ও জাতি-তথ্য সংগ্রহ।

কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী, নাগরিকরা ১ থেকে ৭ নভেম্বর, ২০২৫-এর মধ্যে নিজেদের তথ্য ডিজিটাল স্ব-গণনা মডিউলের মাধ্যমে অনলাইনে জমা দিতে পারবেন। এরপরে ১০ থেকে ৩০ নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত দেশের সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের নির্বাচিত এলাকায় শুরু হবে হাউস লিস্টিং ও হাউসিং জনগণনার প্রি-টেস্ট। এরপর গণনাকর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে অনলাইন পোর্টাল ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করবেন। রেজিস্ট্রার জেনারেল ও জনগণনা কমিশনার মৃত্যুঞ্জয় কুমার নারায়ণ গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন, এবারই প্রথম জনগণনা আইন, ১৯৪৮-এর ধারা ১৭এ প্রয়োগ করে প্রি-টেস্ট পর্যায়কে পূর্ণমাত্রায় আইনি

নাগরিকরা ১ থেকে ৭ নভেম্বর, ২০২৫-এর মধ্যে নিজেদের তথ্য ডিজিটাল স্ব-গণনা মডিউলের মাধ্যমে অনলাইনে জমা দিতে পারবেন। এরপরে ১০ থেকে ৩০ নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত দেশের সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের নির্বাচিত এলাকায় শুরু হবে হাউস লিস্টিং ও হাউসিং জনগণনার প্রি-টেস্ট।

কাঠামোর আওতায় আনা হয়েছে।

এসআইআরের মতো জনগণনাও একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। প্রতি ১০ বছর অন্তর ভারতে জনগণনা হয়ে থাকে। শেষবার হয়েছিল ২০১১ সালে। কিন্তু ২০২১ সালে করোনা পরিস্থিতির কারণে তা অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছিয়ে গিয়েছিল। তবে খসড়া প্রশ্ন এখনও চূড়ান্ত হয়নি এবং প্রি-টেস্টে কেবল হাউস লিস্টিং অপারেশন ধাপকেই পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে, তবুও রাজনৈতিক মহল এবং সাধারণ মানুষের চোখ এখন জাতি-তথ্য সংগ্রহে কেন্দ্রিত।

এর মধ্যে সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, আধার কার্ড নাগরিকত্ব প্রমাণের নথি নয়। ফলে পরিচয় যাচাই সংক্রান্ত যে কোনও বড় প্রকল্প নিয়ে মানুষের মনেই প্রশ্নের সংখ্যা বেড়েছে।

এই প্রেক্ষাপটেই কেন্দ্র জাতিভিত্তিক ও ডিজিটাল জনগণনা ২০২৭-এর প্রস্তুতি শুরু করায় দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিমণ্ডলে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

সরকারি সূত্রের খবর, পুরো ডিজিটাল ব্যবস্থার কার্যকারিতা যাচাই করার মূল লক্ষ্য, যে কোনও ত্রুটি বা সমস্যা চিহ্নিত হলে তা চূড়ান্ত গণনার আগেই ঠিক করা হবে। দুই ধাপে হবে জনগণনা ২০২৭, প্রথম ধাপ হাউস লিস্টিং অপারেশন এবং দ্বিতীয় ধাপ পপুলেশন এনুমারেশন।

বিধানসভা ভোটের প্রচারে জনতার মাঝে কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা। শনিবার বিহারের বেগুসরাইয়ে।

রোল সাউন্ড, রোল ক্যামেরা, অ্যাকশন... *সিনেমার শুটিংয়ে সইফ আলি খান। শনিবার মুম্বইয়ের রাস্তায়।*

খাড়গের বার্তা খারিজ সংঘের

নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর : কংগ্রেসের সঙ্গে আরএসএসের বাগযুদ্ধ আরও বাড়ল। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মজয়ন্তীতে সংঘকে নিষিদ্ধ করা উচিত বলে মন্তব্য করেছিলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। তার জবাবে সংঘের নেতা দত্তাত্রেয় হোসাবলে বলেন, ‘একটি সংগঠন যারা দেশের নিরাপত্তা, উন্নয়ন, সংস্কৃতি এবং ঐক্যের জন্য কাজ করে একজন রাজনৈতিক নেতা সেই সংগঠনকে নিষিদ্ধ করার কথা বলেছেন। কিন্তু কেন নিষিদ্ধ করা উচিত সেই কথা ওই নেতা বলেননি।’ এরপরই সংঘ নেতার সদর্পে ঘোষণা, ‘আরএসএসকে দেশ মেনে নিয়েছে। উনি এমন চেষ্টা আগেও করেছিলেন। কিন্তু ফলটা কী হয়েছিল? সমাজ সংঘকে গ্রহণ করে নিয়েছে। সরকারও জানিয়ে দিয়েছে, নিষেধাজ্ঞা বেআইনি হয়েছিল। আমার মনে হয়, সংবেদনশীলভাবে বিষয়গুলি দেখা উচিত ওই নেতার।’ শুধু খাড়গে নন, তাঁর ছেলে প্রিয়াংক খাড়গেও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়ার কাছে আরএসএসকে পুরোপুরি বর্জন করার আর্জি জানিয়েছিলেন।

অসুস্থ রাউত

মুম্বই, ১ নভেম্বর : শিবসেনা (ইউবিটি)-র রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় রাউত গুরুতর অসুস্থ। স্বাস্থ্যের অবনতির কারণে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আপাতত আগামী দু-মাস তাঁকে বিশ্রাম নিতে বলেছেন চিকিৎসকরা। দলের কর্মীদের উদ্দেশে একটি চিঠিতে একথা জানিয়েছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁর আরোগ্য কামনা করেছেন।

নীতীশের ভিডিও বার্তা, তোপ প্রিয়াংকার

‘পরিবারের জন্য আমি কিছু করিনি’

পাটনা, ১ নভেম্বর : ২৪ ঘণ্টা আগে নিমেষের মধ্যে এনডিএ-র সংকল্পপত্র প্রকাশের অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি না হয়েই মঞ্চ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার, বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা প্রমুখ। ২০ বছর ধরে মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসে থাকা নীতীশ কুমার যাতে মুখ খুলতে না পারেন, সেইজন্যই এনডিএ নেতারা সাংবাদিক বৈঠক ছেড়ে চলে গিয়েছেন বলে অভিযোগ করেছে আরজেডি, কংগ্রেস।

এই আক্রমণের জবাবে শনিবার এক ভিডিওবার্তায় নীতীশ কুমার বলেছেন, ‘হিন্দু, মুসলিম, উচ্চবর্ণ, অত্যন্ত অনগ্রসর, দলিত, মহাদলিত যেই হন না কেন, আমরা সমাজের সর্বস্তরের মানুষের উন্নয়নের জন্য কাজ করেছি। কিন্তু আমি কখনও পরিবারের জন্য কিছু করিনি।’ তাঁর তির যে আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদব এবং তাঁর ছেলে তথা বিরোধী মহাজোটের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী তেজস্বীর দিকে, সেটা বুঝতে অসুবিধা হয়নি।

৬ নভেম্বর প্রথম দফার ভোট। তার আগে এনডিএ সরকারকে ফের ক্ষমতায় আনার আর্জি জানিয়ে নীতীশ দাবি করেছেন, একমাত্র এনডিএ সরকারই বিহারের প্রকৃত উন্নয়ন করতে পারে। তিনি বলেন, ‘আমাকে আরও একবার সুযোগ দিন। আমরা বিহারের এমনভাবে উন্নয়ন করব যাতে প্রথম সারিতে থাকা রাজ্যগুলির মধ্যে অন্যতম হয় এই রাজ্য।’ মুখ্যমন্ত্রীর পাশে

> আমরা সমাজের সর্বস্তরের মানুষের উন্নয়নের জন্য কাজ করেছি। কিন্তু আমি কখনও পরিবারের জন্য কিছু করিনি।
> **নীতীশ কুমার**
> ....
> এই সরকার শুধু অতীতের কথা বলে নয়তো ২০৫০ সালের কথা বলে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে এই সরকার কোনও কথা বলে না।
> **প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা**

দাঁড়িয়েছেন বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধরী। তিনি বলেন, ‘বিহারে আপাতত মুখ্যমন্ত্রীর পদ ফাঁকা নেই। নীতীশ কুমার রাজ্যকে উন্নয়নের দিশা দেখিয়েছেন। যতদিন তিনি আছেন, বিকল্প কোনও ভাবনা বিজেপিতে নেই।’

এদিকে বিহারে নির্বাচনি প্রচারে নেমে এদিন কংগ্রেসনেত্রী প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা সাফ জানিয়েছেন, বিরোধী মহাজোটই ক্ষমতা দখল করবে। বেগুসরাইয়ে প্রথম নির্বাচনি জনসভায় ওয়েনাডের সাংসদ বলেন, ‘এখন এক কোটি চাকরির কথা বলছেন কেন? এতদিন তাহলে কী করছিলেন?’ প্রিয়াংকা বলেন, ‘এই সরকার শুধু অতীতের কথা বলে নয়তো ২০৫০ সালের কথা বলে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে এই সরকার কোনও কথা বলে না।’ ডাবল ইঞ্জিন সরকারের প্রতিশ্রুতির জালে ফাঁসবেন না। কোনও ডাবল ইঞ্জিন নেই। সবকিছু দিল্লি থেকে নিয়ন্ত্রিত।’ এনডিএ সরকার বিভেদকামী রাজনীতি এবং ভুয়ো জাতীয়তাবাদের প্রচার করছে।

এদিন ভিডিওবার্তায় মহিলাদের ক্ষমতায়নের ওপরও জোর দিয়েছেন নীতীশ কুমার। জেডিইউ সুপ্রিমো বলেন, ‘এখন বিহারের মহিলারা স্বনির্ভর।’ আরজেডি জমানার সমালোচনা করে নীতীশ বলেন, ‘২০০৫ সালে যখন আমরা ক্ষমতা গ্রহণ করি, তখন বিহারি বলাটা অপমানজনক বলে মনে করা হত। সেইসময় থেকে আমরা দিনরাত পরিশ্রম করে বিহারের সম্মান ফিরিয়েছি।’

উজবেকিস্তানে আশি হাজার বছরের পুরোনো নিদর্শন

তির ছুড়ে শিকার করত নিয়ান্ডারথালরা

তাসখন্দ, ১ নভেম্বর : উত্তর-পূর্ব উজবেকিস্তানের ওবি-রাখমত গুহায় পাওয়া গেল প্রাচীন প্রস্তর যুগের কিছু নিদর্শন। ত্রিভুজাকৃতির এই পাথরের টুকরোগুলিকে তিরের ফলা হিসাবে চিহ্নিত করেছেন প্রত্নতাত্ত্বিকরা। এগুলি অন্তত ৮০,০০০ বছরের পুরোনো। এর আগে ইথিওপিয়ায় মিলেছিল ৭৪,০০০ বছরের পুরোনো তিরের ফলা। বর্তমানে উজবেকিস্তানে পাওয়া পাথরের টুকরোগুলিকে পৃথিবীর প্রাচীনতম তিরের ফলা বলে মনে করছেন গবেষকরা।

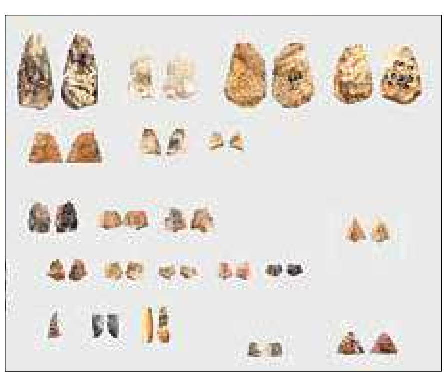

কারা ব্যবহার করত এইসব তিরের ফলা?

যে সময়কালের কথা বলে এই পাথরের টুকরোগুলি, সেই সময় মধ্য এশিয়ায় বাস করত নিয়ান্ডারথাল প্রজাতির আদি মানবরা। কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যে নিয়ান্ডারথালদের যে ব্যবহার করা সামগ্রীর সন্ধান মিলেছে, সেখানে এই ধরনের কোনও তিরের ফলার চিহ্ন পাওয়া যায়নি। পরবর্তীকালে হোমোসেপিয়েন্সদের ব্যবহার্য সামগ্রীর মধ্যে এই ধরনের হাতিয়ার মিলেছে। বিজ্ঞানীদের অনুমান, পাথরের ফলাগুলি হোমোসেপিয়েন্সদের। তবে ফলাগুলির সঙ্গে নিয়ান্ডারথালদের যোগকে অস্বীকার করা যায় না।

২০০৩ সালে, ওবি-রাখমতে অনুসন্ধান চালানোর সময় প্রত্নতাত্ত্বিকরা একটি শিশুর মাথার খুলি এবং দাঁতের টুকরো খুঁজে পান। এগুলি কিছুটা নিয়ান্ডারথালদের মতো হলেও হোমো সেপিয়েন্সদেরও বৈশিষ্ট্য যুক্ত ছিল। এর থেকে অনুমান করা যায়, দুই জনগোষ্ঠীর মধ্যে মিশ্রণ ঘটেছিল। অথবা স্থানটি বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে যোগাযোগের একটি কেন্দ্র ছিল।

পাথরগুলির সামনের ছুঁচালো অংশ দেখে প্রত্নতাত্ত্বিকদের অনুমান, সেগুলি ছুরি বা বর্শা হিসেবে শিকারের কাজে ব্যবহার হত। যার প্রভাব পরবর্তীকালে আধুনিক মানুষের আমিষ খাদ্যাভ্যাসে দেখা যায়। ওবি-রাখমতের নিদর্শনগুলি প্রমাণ করে, যে সময় থেকে আদিম মানুষ আধুনিক ও জটিল অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার শুরু করেছিল বলে ঐতিহাসিকদের ধারণা ছিল, আদতে তার অনেক আগে থেকে তাদের দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গে পরিণত হয়েছিল এইসব হাতিয়ার।

রাষ্ট্রসংঘে পাক ‘ভণ্ডামি’ ফাঁস

জেনেভা, ১ নভেম্বর : পাকিস্তানের ‘ভণ্ডামি’ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রসংঘে কড়া বার্তা দিল ভারত। ভারতের রাষ্ট্রসংঘ মিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারি ভাবিকা মঙ্গলানন্দন শুক্রবার বলেন, পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের সঙ্গীরা পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে গণঅভ্যুত্থান দমন করতে গিয়ে বহু নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করেছে। ভাবিকা বলেন, ‘অবিলম্বে পাকিস্তানকে ওই অবৈধভাবে দখল করা অঞ্চলে চলা দমননীতি ও মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করতে হবে। পাকিস্তান সুযোগ পেলেই ভারতের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তোলে, কিন্তু বারবার মিথ্যা বললে সত্য তো আর বদলে যায় না!’

ভারতের স্পষ্ট বার্তা, পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে মানবাধিকার লঙ্ঘন অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। ভাবিকার বক্তব্য, ‘যে দেশ নিজের

রাষ্ট্রসংঘে ভাবিকা মঙ্গলানন্দন।

দেশের সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার করে এবং রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চালায়, তাদের অন্যকে উপদেশ দেওয়া মানায় না।’ পাকিস্তানকে কটাক্ষ করে ভাবিকা বলেন, অন্যের বিষয়ে মাথা না ঘামিয়ে ইসলামাবাদের উচিত আগে নিজের অভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলি সামলানো। বালোচিস্তান এবং পিওকে’তে চলমান বিক্ষোভ ও অত্যাচারের ঘটনাগুলি আন্তর্জাতিক মহলে পাকিস্তানের আসল চেহারাটা আরও একবার তুলে ধরেছে।

ভাবিকা আরও বলেন, জম্মু ও কাশ্মীর ও লাদাখ ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং সেখানে মানুষের গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ ভারতের গণতন্ত্রের প্রমাণ। মহাত্মা গান্ধির অহিংসা ও সমতার নীতির ওপর ভিত্তি করেই ভারতের মানবাধিকার কাঠামো গড়ে উঠেছে।

ক্ষমতার লড়াইয়ে থমকে জলকষ্ট থেকে মুক্তি

উন্নয়ন যখন জনপ্রতিনিধিদের ‘ইগো’র শিকার!

মির্জাপুর, ১ নভেম্বর : উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুরের লাহোড়িয়া ডাহ গ্রাম। এটি ভারতের সেই সব গ্রামের এক জ্বলন্ত উদাহরণ, যেখানে রাজনৈতিক ক্ষমতার অহংবোধে ধাক্কা খেয়ে ভেঙে যায় মানুষের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন। একদিকে একজন নিষ্ঠাবান সরকারি অফিসারের আন্তরিক প্রচেষ্টা, অন্যদিকে স্থানীয় নেতাদের তুচ্ছ ‘ইগো ক্ল্যাশ’—এই দুয়ের সংঘাতে কীভাবে একটা গ্রামের ৭৫ বছরের জল-কষ্টের মুক্তি আটকে গেল, সেই গল্পটাই শুনুন।

৭৫ বছরের অপেক্ষার অবসান, এক আইএএস অফিসারের জাদুতে!

ভাবুন তো, স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও একটা গ্রামের মানুষকে পানীয় জলের জন্য ১ কিলোমিটার হেঁটে মরশুমি ঝরনা বা দামি জলের ট্যাংকারের ওপর ভরসা করতে হত! এই অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখালেন আইএএস অফিসার দিব্যা মিত্তাল। আইআইটি দিল্লি এবং আইআইএম ব্যাঙ্গালোর থেকে পাশ করা এই চৌকশ অফিসার মির্জাপুরের জেলা শাসক থাকাকালীন ‘জল জীবন মিশন’-এর আওতায় পাহাড় ঘেরা লাহোড়িয়া ডাহ গ্রামে ঘরে ঘরে জলের কল বসিয়ে দিলেন। ২০২৩ সালের অগাস্ট মাস! যখন প্রথমবার সেই গ্রামে ট্যাপের জল পৌঁছাল, গ্রামবাসীদের আনন্দ ছিল বাঁধভাঙা। দিব্যা মিত্তালের আন্তরিক উদ্যোগের ফসল ছিল এই সাফল্য। কিন্তু সেই আনন্দ-উৎসব মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই অন্ধকারে ডুবল।

এক ‘নিমন্ত্রণ’ না পাওয়ার মারাত্মক ফল!

গণ্ডগোলের শুরুটা হয়েছিল সেই জলের উদ্বোধনের দিন। দিব্যা মিত্তাল একটি ছোট ‘জল পূজন’ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। অভিযোগ উঠল স্থানীয় বিধায়ক বা অন্য প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতাদের আমন্ত্রণ জানানো

দিব্যা মিত্তাল
আইএএস অফিসার

হয়নি! স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব এটিকে ‘সরকারি প্রোটোকল লঙ্ঘন’ বলে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখে দিলেন। ফলাফল কী হল? মানুষের সেবার পুরস্কার হিসেবে দিব্যা মিত্তালকে মুহূর্তের মধ্যে মির্জাপুর থেকে বদলি করে দেওয়া হল!

এখানেই গল্পের শেষ নয়, বরং আরও ভয়ংকর মোড়। দিব্যার বদলির নির্দেশের কয়েক দিনের মধ্যেই গ্রামের সদ্য বসানো জলের পাইপলাইনগুলি যেন রাতারাতি ‘অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীদের’ হাতে কাটা পড়ল বা ভেঙে দেওয়া হল! গ্রামবাসীরা ফিসফিস করে বলতে লাগলেন—এর পিছনে হয়তো স্থানীয় জল সরবরাহকারী মাফিয়া, নয়তো ক্ষুব্ধ রাজনৈতিক নেতাদের অনুগামীরাই জড়িত।

উন্নয়ন নয়, ‘রাজনৈতিক ইগো’ই শেষ কথা?

এই ঘটনা নির্মমভাবে প্রমাণ করে দিল, ভারতে জনকল্যাণের পথ কতটা পিচ্ছিল আর চ্যালেঞ্জিং। যেখানে একজন উচ্চশিক্ষিত, সৎ আমলা নিজের দক্ষতা ও নিষ্ঠা দিয়ে গ্রামের দীর্ঘদিনের সমস্যা সমাধান করছেন, সেখানে শুধুমাত্র একটি ‘নিমন্ত্রণ না পাওয়া’র মতো তুচ্ছ কারণে সেই গোটা প্রকল্পটাই নষ্ট করে দেওয়া হল।

আজ লাহোড়িয়া ডাহ গ্রামের মানুষ আবার সেই পুরোনো ট্যাংকারের জীবনে ফিরে গিয়েছেন। নতুন জলের পরিকাঠামো থাকা সত্ত্বেও এখন বিদ্যুৎ বা ডিজেলের অজুহাতে নিয়মিত পরিষেবা বন্ধ। এই ঘটনা চূড়ান্তভাবে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়—রাজনীতিতে জনকল্যাণের চেয়ে নেতাদের ‘ইগো’ এবং প্রভাব বজায় রাখাই যেন মূল লক্ষ্য! দিব্যা মিত্তালকে বর্তমানে দেওরিয়া জেলার জেলা শাসক হিসেবে অন্য গুরুত্বপূর্ণ পদে বদলি করা হয়েছে। কিন্তু তাঁর মতো সৎ অফিসারকে বারবার রাজনৈতিক চাপের শিকার হতে হয়েছে। লাহোড়িয়া ডাহের জলের পাইপের

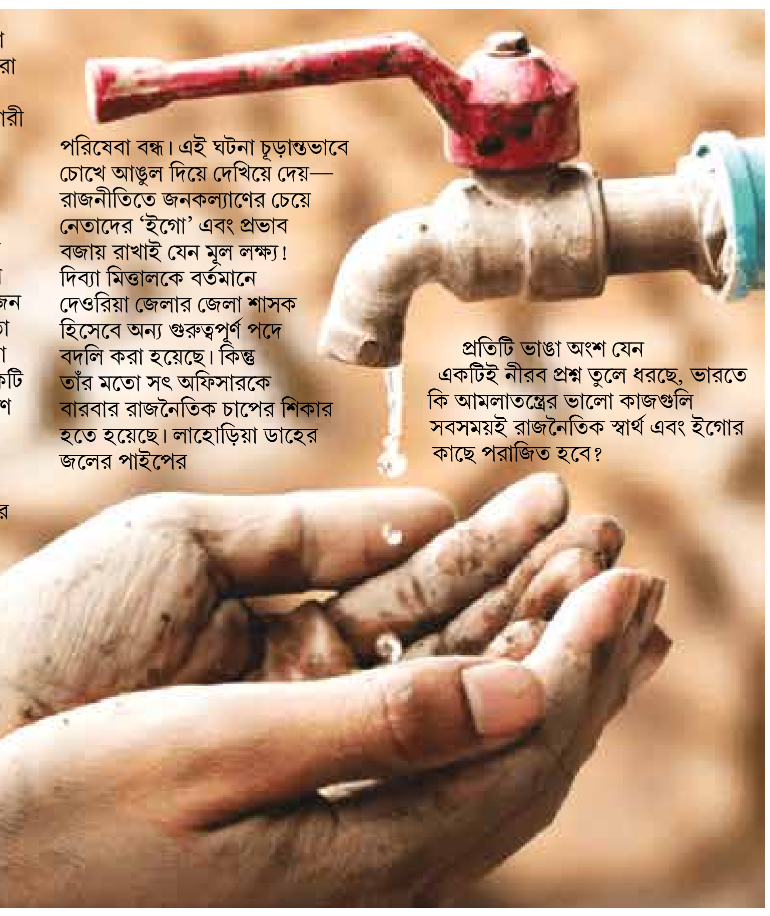

প্রতিটি ভাঙা অংশ যেন একটিই নীরব প্রশ্ন তুলে ধরছে, ভারতে কি আমলাতন্ত্রের ভালো কাজগুলি সবসময়ই রাজনৈতিক স্বার্থ এবং ইগোর কাছে পরাজিত হবে?

পোর্টফোলিওতে বৈচিত্র্য আনবে ফ্লেক্সি ক্যাপ ফান্ড

কৌশিক রায়
(বিশিষ্ট ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার)

বর্তমানে বিনিয়োগের অন্যতম জনপ্রিয় মাধ্যম হল মিউচুয়াল ফান্ড। এই ফান্ডে লগ্নি করলেই যে বড় অঙ্কের মুনাফা করা যাবে, এই ধারণা একেবারেই সঠিক নয়। প্রত্যাশিত মুনাফা পেতে হলে যে কোনও লগ্নিকারীর সঠিক ফান্ড নির্বাচন করাও জরুরি। এসআইপি করলে কোনও একটি ফান্ড নয়, বিভিন্ন প্রকারের একাধিক ফান্ডে লগ্নি করতে হবে। এক কথায় একটি পোর্টফোলিও তৈরি করতে হবে। ফান্ড ভেদে ঝুঁকি এবং রিটার্নের তারতম্য হয়। তাই সেই পোর্টফোলিওতে বৈচিত্র্য এবং ভারসাম্য আনা জরুরি। তবেই দীর্ঘ মেয়াদে বড় সম্পদ তৈরি করা যায়। যে কোনও লগ্নিকারীর ফান্ড পোর্টফোলিওতে ঝুঁকি কমাতে ইন্ডেক্স ফান্ড, বন্ড ফান্ড অবশ্যই রাখতে হবে। অন্যদিকে, রিটার্নের হার বাড়াতে পোর্টফোলিওতে জায়গা দিতে হবে সেক্টরাল এবং থিমেটিক ফান্ডকে। এর পাশাপাশি বৈচিত্র্য আনতে পোর্টফোলিওতে রাখতে হবে ফ্লেক্সি ক্যাপ ফান্ডকেও।

ফ্লেক্সি ক্যাপ ফান্ড কী?

ফ্লেক্সি ক্যাপ ফান্ড হল একটি ওপেন এন্ডেড ইকুইটি মিউচুয়াল ফান্ড। এই ফান্ডের মোট তহবিলের ন্যূনতম ৬৫ শতাংশ মূলধন বিভিন্ন আকারের সংস্থা অর্থাৎ লার্জ, মিড এবং স্মল ক্যাপ স্টকে এবং সেই সম্পর্কিত মানি ইনস্ট্রুমেন্টে বিনিয়োগ করা হয়। এর পাশাপাশি মার্কেট ক্যাপ সেগমেন্টের ক্ষেত্রে শতাংশের ওপর কোনও বিধিনিষেধ থাকে না। কোন মার্কেট ক্যাপ সেগমেন্টে কত শতাংশ তহবিল বরাদ্দ করা হবে তা নির্ধারণ করার স্বাধীনতা থাকে ফান্ড ম্যানেজারের ওপর। একই সঙ্গে প্রয়োজন মতো বিনিয়োগ বরাদ্দ কম বেশি করার স্বাধীনতাও থাকে তাঁদের। এই নমনীয়তা বাজারের ওঠা-নামার মধ্যেও ফান্ডের সম্ভাব্য বৃদ্ধিকে আরও নিশ্চিত করতে সাহায্য করে।

মাল্টি ক্যাপ ও ফ্লেক্সি ক্যাপ ফান্ড

যে সব ফান্ডের তহবিল লার্জ-মিড এবং স্মল ক্যাপ স্টকে বিনিয়োগ করা হয় এবং প্রতিটি বিভাগে ন্যূনতম ২৫ শতাংশ তহবিল বরাদ্দ করা হয় তাকে মাল্টি ক্যাপ ফান্ড বলে। ফ্লেক্সি ক্যাপ ফান্ডও এক ধরনের মাল্টি ক্যাপ ফান্ড। তবে এখানে এই ন্যূনতম সীমার কোনও বাধ্যবাধকতা থাকে না। অর্থাৎ ফান্ড ম্যানেজার শেয়ার বাজারের বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে ফান্ড বরাদ্দ পরিবর্তন করতে পারেন। একটি উদাহরণে বিষয়টি সহজ করে বোঝা যাবে—আর্থিক অনিশ্চয়তার সময় কোনও ফান্ড ম্যানেজার স্মল ক্যাপ স্টকে বরাদ্দ শূন্য করে লার্জ ক্যাপ স্টকে বরাদ্দ বাড়াতে পারেন।

ফ্লেক্সি ক্যাপ ফান্ডের বৈশিষ্ট্য

১. লার্জ, মিড এবং স্মল ক্যাপে বরাদ্দের বাধ্যতামূলক ন্যূনতম শতাংশ না থাকায় ফান্ড ম্যানেজাররা পছন্দ মতো বিনিয়োগের স্বাধীনতা পান। যা ফান্ডের শ্রীবৃদ্ধিতে বড় ভূমিকা নিতে পারে।

■ শেয়ার বাজারের বর্তমান পরিস্থিতি বিচার করে বরাদ্দ নির্ধারণ ফান্ডে বৈচিত্র্য আনে এবং স্থিতিশীলতা বাড়ায়।

■ বিনিয়োগের নমনীয়তা উচ্চতর রিটার্নের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলে।

■ ফান্ড ম্যানেজারের দক্ষতা ফ্লেক্সি ক্যাপ ফান্ডের রিটার্নের বড় ভূমিকা নেয়।

■ ফ্লেক্সি ক্যাপ ফান্ডের মোট তহবিলের ন্যূনতম ৬৫ শতাংশ ইকুইটি এবং ইকুইটি সংক্রান্ত ইনস্ট্রুমেন্টে বরাদ্দ করতে হয়।

■ বাজারের অস্থিরতা সামাল দিয়ে দীর্ঘ মেয়াদে বড় সম্পদ তৈরির সুযোগ দেয় ফ্লেক্সি ক্যাপ ফান্ড।

ফ্লেক্সি ক্যাপ ফান্ডের অসুবিধা

■ ফান্ডের রিটার্ন ফান্ড ম্যানেজারের দক্ষতার ওপর অনেকাংশে নির্ভর করে।

■ ঘন ঘন পোর্টফোলিও পরিবর্তনের জন্য খরচ বেশি হয়।

■ মার্কেট ক্যাপ নির্বাচনে ফান্ড ম্যানেজারের পক্ষপাত ফান্ডের রিটার্নে প্রভাব ফেলতে পারে।

■ ইকুইটিভিত্তিক তহবিল হওয়ায় এই ধরনের ফান্ডে ঝুঁকি বেশি থাকে।

ফ্লেক্সি ক্যাপ ফান্ড এবং আয়কর

ফ্লেক্সি ক্যাপ ফান্ড থেকে আয় কর যুক্ত। এক বছরের মধ্যে ইউনিট বিক্রি থেকে প্রাপ্ত লাভে ১৫ শতাংশ হারে কর দিতে হয়। বিনিয়োগের মেয়াদ এক বছরের বেশি হলে প্রতি আর্থিক বছরে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত কোনও কর দিতে হয় না। এক লক্ষ টাকার বেশি হলে ১০ শতাংশ হারে কর দিতে হয়। ফ্লেক্সি ক্যাপ ফান্ডের ক্ষেত্রে টিডিএস প্রযোজ্য হবে যদি আপনার সমস্ত উৎস থেকে আয় ১০ হাজার টাকার বেশি হয়।

কারা বিনিয়োগ করবেন

ফ্লেক্সি ক্যাপ ফান্ড ইকুইটি নির্ভর হওয়ায় এই ফান্ডে ঝুঁকি বেশি। আবার এই ফান্ড থেকে আকর্ষণীয় রিটার্ন পাওয়ার সম্ভাবনাও বেশি। দীর্ঘ মেয়াদে বিনিয়োগ করতে চাইলে এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা থাকলে ফ্লেক্সি ক্যাপ ফান্ডে বিনিয়োগ করা যেতে পারে। তবে মোট লগ্নির ১৫-২০ শতাংশ এই ধরনের ফান্ডে বিনিয়োগ করতে পারেন।

বিনিয়োগের আগে করণীয়

■ প্রথমেই আপনার ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা, আর্থিক লক্ষ্য এবং বিনিয়োগের মেয়াদ নির্ধারণ করতে হবে। সেই অনুযায়ী বরাদ্দ নির্ধারণ করতে হবে।

■ ফান্ডের অতীত পারফরমেন্স, ফান্ড ম্যানেজারের ট্র্যাক রেকর্ড খতিয়ে দেখতে হবে।

■ ফান্ডের খরচ বিশ্লেষণ করতে হবে। ফ্লেক্সি ক্যাপ ফান্ডের রিটার্নে ফান্ডের খরচ বড় ভূমিকা নেয়।

■ এককালীন লগ্নি না করে এসআইপি করলে লগ্নিতে ঝুঁকি কমে।

■ প্রয়োজনে আর্থিক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে।

কয়েকটি জনপ্রিয় ফ্লেক্সি ক্যাপ ফান্ড

ফান্ড	৫ বছরে রিটার্ন (%)
এইচডিএফসি ফ্লেক্সি ক্যাপ ফান্ড	২৩.২৯
ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া ফ্লেক্সি ক্যাপ ফান্ড	২১.৯০
জেএম ফ্লেক্সি ক্যাপ ফান্ড	২০.৯১
মতিলাল অসওয়াল ফ্লেক্সি ক্যাপ ফান্ড	২০.১০
পরাগ পারিখ ফ্লেক্সি ক্যাপ ফান্ড	১৯.৭২
এডেলওয়েস ফ্লেক্সি ক্যাপ ফান্ড	১৯.২১
কোয়ান্ট ফ্লেক্সি ক্যাপ ফান্ড	১৮.৯০
এইচএসবিসি ফ্লেক্সি ক্যাপ ফান্ড	১৮.৫৭
ফ্র্যাঙ্কলিন ইন্ডিয়া ফ্লেক্সি ক্যাপ ফান্ড	১৮.৫৫
আদিত্য বিড়লা সান লাইফ ফ্লেক্সি ক্যাপ ফান্ড	১৭.২১
কোটাক ফ্লেক্সি ক্যাপ ফান্ড	১৬.৮০
ডিএসপি ফ্লেক্সি ক্যাপ ফান্ড	১৬.১৭
কানাড়া রোবেকো ফ্লেক্সি ক্যাপ ফান্ড	১৬.১১
টাটা ফ্লেক্সি ক্যাপ ফান্ড	১৬.০৯
ইউনিয়ন ফ্লেক্সি ক্যাপ ফান্ড	১৫.৮৯

সতর্কীকরণ : লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞেরমতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

আমেরিকা-ভারত বাণিজ্য চুক্তি

চাপ বাড়ছে ভারতীয় শেয়ার বাজারে

বোধিসত্ত্ব খান

যে সপ্তাহটি নিফটি বা সেনসেক্সের সর্বকালীন উচ্চতায় যাওয়ার সপ্তাহ হয়ে দাঁড়াতে পারত তা বাস্তবে তো হলই না উলটে বিভিন্ন ঘটনার কারণে সংশোধনের পথে হাঁটল। শুক্রবার সেনসেক্স ট্রেডিং শেষ করে ৪৬৫.৭৫ পয়েন্টের পতনে। নিফটিতে পতন আসে ১৫৫.৭৫ পয়েন্ট। ফলে অক্টোবর মাসটি ২৬০০০-এর নীচেই বন্ধ করতে হল এই ইন্ডেক্সকে। অথচ যে খবরগুলি ভারতীয় তথা বিশ্ব বাজারকে চাঙ্গা করতে পারত সেই আমেরিকার ফেডারেল ব্যাংকের ইন্টারেস্ট রেট কমানো বা ট্রাম্প-শি'র মিটিং, তা ব্যর্থ হয়েছে বাজারকে উদ্দীপনা দিতে। আমেরিকার ফেডারেল ব্যাংক ২৫ পয়েন্ট ইন্টারেস্ট রেট কমালেও তাদের প্রধান জেরম পাওয়েল ডিসেম্বর মাসে এফওএমসি মিটিংয়ে নতুন করে ইন্টারেস্ট রেট কমাবেন না বলেছেন। এছাড়া আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স কীভাবে বিভিন্ন কোম্পানিতে মানুষের জন্য বরাদ্দ কাজে চাকরি কমিয়ে দিচ্ছে তাও উল্লেখ করেছেন তিনি। এই বক্তব্যের বিরূপ প্রভাব পড়েছে বিশ্বের বিভিন্ন শেয়ার মার্কেটের ওপর। বৃহস্পতিবার রাতে আমেরিকার বিভিন্ন ইনডাইসেস যেমন ন্যাস ড্যাক (-১.৫ শতাংশ) এবং এস অ্যান্ড পি (-০.৯৯ শতাংশ) পতন দেখে।

শুক্রবার ভারতীয় শেয়ার বাজারে প্রায় সমস্ত সেক্টরজুড়ে পতন এসেছে। এর মধ্যে নিফটি আইটি (-০.৫৪ শতাংশ), বিএসই কনজিউমার ডিউরেবলস (-০.৭ শতাংশ), বিএসই মেটালস (-১.১৫ শতাংশ) সংশোধন দেখে। এদিন যে শেয়ারগুলিতে সর্বাধিক পতন আসে তার মধ্যে রয়েছে বন্ধন ব্যাংক (-৮.২২ শতাংশ), এমফ্যাসিস (-৪.৪৭ শতাংশ), ইটারনাল (-৩.৫২ শতাংশ), বরুন বিভারেজ (-৩.২১ শতাংশ), পিবি ফিনটেক (-৩.২০ শতাংশ), আইইএক্স (-৩.১৩ শতাংশ), বেদান্ত (-২.৬৪ শতাংশ) প্রভৃতি।

বন্ধন ব্যাংকের সেপ্টেম্বর,২০২৫-এর ফলাফল বেশ খারাপ হওয়ায় এই পতন বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। বিগত বছরের একই কোয়ার্টারে ৯৩৭ কোটি টাকা লাভের তুলনায় এই বছর লাভ দারুণভাবে কমে দাঁড়িয়েছে ১১২ কোটি টাকায়। যা বিনিয়োগকারীরা ভালোভাবে নেয়নি। বেদান্তর লাভও কমেছে অনেকটাই। বিগত বছরে একই কোয়ার্টারে লাভ ছিল ৫৬০৩ কোটি টাকা যা কমে দাঁড়িয়েছে ৩৪৭৯ কোটি টাকায় (প্রি মাইনরিটি প্রফিট)। তবে নিফটির কোম্পানি হিসেবে মান রেখেছে আইটিসি। তাদের ইয়ার অন ইয়ার ফলাফল ভালো হয়েছে এবং লাভ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫১৮৭ কোটি টাকায়। তবে সমস্ত সেক্টরে পতন এলেও দারুণ পারফরমেন্স করছে সমস্ত সরকারি ব্যাংকগুলি। একের পর এক সরকারি ব্যাংক দারুণ ত্রৈমাসিক ফলাফল উপহার দিচ্ছে। তারই ফলস্বরূপ শুক্রবার বিভিন্ন সরকারি ব্যাংকের শেয়ারে উত্থান দেখা যায়। এর মধ্যে কিছু ব্যাংক তাদের নতুন ৫২ সপ্তাহের উচ্চতায় উঠে গিয়েছে। এই ব্যাংকগুলি হল ব্যাংক অফ বরোদা (২.০৭ শতাংশ), ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (০.৭৫ শতাংশ), কানাড়া ব্যাংক (৩.০৯ শতাংশ), ইন্ডিয়ান ব্যাংক (০.৪৫ শতাংশ), পিএনবি (২.৩৩ শতাংশ), এসবিআই (০.২৮ শতাংশ) প্রভৃতি।

তবে কিছু কোম্পানির শেয়ার মোটেই ভালো করতে পারছে না এবং ৫২ সপ্তাহের নিম্নস্তর ছুঁয়ে ফেলেছে। এর মধ্যে রয়েছে ক্লিন সায়েন্স, দীপক নাইট্রাইট, এনডি টিভি, রুট মোবাইল, তেজস নেটওয়ার্ক প্রভৃতি। ট্রাম্প-শি মিটিং হলেও তা খুব একটি সদর্থক প্রভাব

ফেলতে পারেনি বাজারে। ট্রাম্প যদিও ১০ শতাংশ ট্যারিফ কম করার কথা ঘোষণা করেছেন। চিনও আমেরিকাতে রেয়ার আর্থ ম্যাগনেট রপ্তানি করবে বলে জানিয়েছে এবং একই সঙ্গে তাদের কাছ থেকে সোয়াবিনও কিনবে বলেছে। তথাপি বিশ্ব বাজার এখনও আশ্বস্ত নয়। বাজারে যে নতুন আইপিওগুলি আসছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল লেন্সকার্ট। নতুন লিস্টিং হওয়া আইপিওগুলির মধ্যে রয়েছে কানাড়া এইচএসবিসি লাইফ ইনস্যুরেন্স এবং কানাড়া রোবেকো অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি। তবে যে বিপুল সংখ্যক আইপিও বাজারে এসেছে সেই অনুযায়ী তাদের লিস্টিং কিন্তু সন্তোষজনক নয়।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

---

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

আশা জাগিয়েও ফের অন্ধকারে ডুবল ভারতীয় শেয়ার বাজার। সপ্তাহের শেষ দুই লেনদেনের দিনে ফের বড় পতনের সাক্ষী থাকলেন লগ্নিকারীরা। সপ্তাহ শেষে সেনসেক্স ৮৩৯৩৮.৭১ এবং নিফটি ২৫৭২২.১০ পয়েন্টে থিতু হয়েছে। দুই প্রধান সূচকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কমেছে মিড ক্যাপ এবং স্মল ক্যাপ সূচকও। সব মিলিয়ে বিগত সপ্তাহে যে উত্থানের গতি দেখা গিয়েছিল, তা ক্রমশ মুছে যেতে শুরু করেছে। আগামী কয়েকদিন এই প্রবণতা বজায় থাকবে। যে কোনও ইতিবাচক বা নেতিবাচক ঘটনায় আরও অস্থির হতে পারে ভারতীয় শেয়ার বাজার।

চলতি সপ্তাহের পতনে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলি। বিগত সপ্তাহে ক্রেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেও চলতি সপ্তাহে টানা শেয়ার বিক্রি করেছে তারা। দেশের আর্থিক সংস্থাগুলি ক্রেতার ভূমিকা নেওয়ায় অবশ্য পতনের মাত্রা কমেছে। আগামী কয়েক দিনও শেয়ার সূচকের ওঠানামায় বড় ভূমিকা নেবে বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলি। শেয়ার বাজারের পতনে কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছে মুনাফা ঘরে তোলার প্রবণতাও। সূচকের বিগত দুই সপ্তাহের উত্থানে অধিকাংশ শেয়ারের দাম বেড়েছিল। চলতি সপ্তাহে শেয়ার বিক্রি করে মুনাফা ঘরে তুলেছেন লগ্নিকারীরা।

শেয়ার বাজারের পতন ত্বরান্বিত করেছে আমেরিকার শীর্ষ ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভের চেয়ারপার্সন জেরেমি পাওয়ালের ইঙ্গিতও। অক্টোবরের ঋণনীতিতে প্রত্যাশামতো সুদের হার ০.২৫ শতাংশ কমালেও আগামী কয়েক মাস

সুদের হার অপরিবর্তিত থাকবে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। যার প্রভাবে ধাক্কা খেয়েছে বিভিন্ন দেশের শেয়ার বাজার। সেই প্রভাব পড়েছে এদেশেও। এর পাশাপাশি আমেরিকা-চিন এবং আমেরিকা-ভারত বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত না হওয়া অস্থিরতা তৈরি করেছে শেয়ার বাজারে। চলতি সপ্তাহে বেশ কয়েকটি সংস্থার দ্বিতীয় কোয়ার্টারের ফল আশানুরূপ না হওয়াও শেয়ার বাজারে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

টেকনিক্যালি নিফটির সামনে এখন রেজিস্ট্যান্স হল ২৫৮০০। এর ওপরে নিফটি থাকলে শেয়ার বাজারে ঊর্ধ্বগতি বজায় থাকবে। নিফটি ২৬০০০-এর বাধা অতিক্রম করতে পারলে পরবর্তী লক্ষ্য হতে পারে ২৬২৫০, ২৬৪০০। অন্যদিকে নিফটি ২৫৮০০-র বাধা অতিক্রম না করতে পারলে ২৫৪০০-২৫৫০০ লেভেলে নেমে যেতে পারে। এই লেভেল বিবেচনা করেই লগ্নির পরিকল্পনা করতে হবে। দীর্ঘমেয়াদে লগ্নি করতে হবে। শেয়ার বাছাইতে যত্নবান হওয়ার পাশাপাশি লগ্নির সঠিক সময় নির্ধারণও একান্ত জরুরি।

শেয়ার বাজারের মতো অস্থির হয়েছে সোনা-রুপোর বাজারও। আগামী দিনে বড় মাপের সংশোধন হতে পারে এই দুই মূল্যবান ধাতুর দামেও। প্রয়োজন ব্যতীত এখন সোনা-রুপো কেনা এড়িয়ে চলাই শ্রেয়।

সতর্কীকরণ : উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

এ সপ্তাহের শেয়ার

■ **আইনক্স উইন্ড** : বর্তমান মূল্য-১৫৫.১৩, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২২৭/১৩০, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-১৪২-১৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২৬৮১০, টার্গেট-১৯০।

■ **অ্যাক্সিস ব্যাংক** : বর্তমান মূল্য-১২৩২.৮০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১২৭৬/৯৩৩, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-১১৭০-১২১০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩৮২৫৬২, টার্গেট-১৪২০।

■ **ক্রম্পটন গ্রিভস** : বর্তমান মূল্য-২৮২.৭০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৪১৯/২৭৮, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-২৬৫-২৭৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৮২০৩, টার্গেট-৩৬০।

■ **ডি মার্ট** : বর্তমান মূল্য-৪১৫৩.৫০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৪৯৪৯/৩৩৪০, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-৪০০০-৪১০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২৭০২৮২, টার্গেট-৪৮৫০।

■ **পিএনসি ইনফ্রা** : বর্তমান মূল্য-২৮০.৪৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩৫৭/২৪০, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-২৬০-২৭৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৭১৯৪, টার্গেট-৩৮০।

■ **এলজি ইলেক্ট্রনিক্স** : বর্তমান মূল্য-১৬৬৩.৬০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৭৪৯/১৬২৮, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-১৬০০-১৬৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১১২৯২০, টার্গেট-১৮৮০।

■ **এইচএফসিএল** : বর্তমান মূল্য-৭৩.৫১, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৩৬/৬৯, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-৬৫-৭০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১০৬০৫, টার্গেট-১০০।

কী কিনবেন বেচবেন

সংস্থা : ভারত ডায়নামিক্স

● **সেক্টর** : এরোস্পেস অ্যান্ড ডিফেন্স ● **বর্তমান মূল্য** : ১৫২৯ ● **১ বছরের সর্বনিম্ন/সর্বোচ্চ** : ৮৯০/২০৯৬ ● **মার্কেট ক্যাপ** : ৫৬০৮০ কোটি ● **ফেস ভ্যালু** : ৫ ● **বুক ভ্যালু** : ১০১.৮১ ● **ডিভিডেন্ড ইল্ড** : ০.৩০ ● **ইপিএস** : ১৫.৩০ ● **পিই** : ৯৯ ● **পিবি** : ১৫.০৩ ● **আরওসিই** : ১৯.৭ শতাংশ ● **আরওই** : ১৪.৪ শতাংশ ● **সুপারিশ** : কেনা যেতে পারে ● **টার্গেট** : ১৯০০

একনজরে

■ রাষ্ট্রায়ত্ত এই সংস্থা গাইডেড মিসাইল এবং সেই সংক্রান্ত যন্ত্রাংশ নির্মাণে যুক্ত।

■ সংস্থার বরাতের ৮০ শতাংশ কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের। প্রতিরক্ষা খাতে লাগাতার বাজেট বৃদ্ধি সংস্থার জন্য ইতিবাচক।

■ চলতি বছরের ৩১ অগাস্ট পর্যন্ত সংস্থার অর্ডার বুক ২২৭০০ কোটি টাকা।

■ আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং জলের নীচে ব্যবহার্য অস্ত্র ব্যবস্থা সংক্রান্ত বড় বরাত রয়েছে এই সংস্থার হাতে।

■ নয়া দুই প্রকল্প-- ভারতীয় নৌবাহিনীকে এমআরএসএএম এবং ভারত ইলেক্ট্রনিক্সের কিউআরএসএএম প্রকল্পে লাভবান হবে এই সংস্থা।

■ ২০২৪-২৫-এ রেকর্ড ১২০০ কোটি টাকার রপ্তানি করেছে এই সংস্থা। ভারতীয় অস্ত্রের বাজার যেভাবে বাড়ছে তাতে লাভবান হতে পারে বিডিএল।

■ হায়দরাবাদ, ভানুর এবং বিশাখাপত্তনমে উৎপাদনকেন্দ্র রয়েছে এই সংস্থার। একই সঙ্গে ৩-৪টি উৎপাদনকেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।

■ সংস্থার ঋণের অঙ্ক একেবারে নগণ্য।

■ নিয়মিত ডিভিডেন্ড দেয় এই সংস্থা।

■ দ্বিতীয় কোয়ার্টারে ভালো ফল প্রকাশ করতে পারে বিডিএল।

■ কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রয়েছে ৭৪.৯৩ শতাংশ শেয়ার। দেশি এবং বিদেশি আর্থিক সংস্থার হাতে রয়েছে যথাক্রমে ১১.৩০ শতাংশ এবং ২.৪৩ শতাংশ শেয়ার।

■ মতিলাল অসওয়াল, আইসিআইসিআই সিকিউরিটিজ সহ একাধিক বোকারেজ সংস্থা এই শেয়ার কেনার পক্ষে রায় দিয়েছে।

সতর্কীকরণ : শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। বিনিয়োগের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবেন।

পাড়ায় পাড়ায়

ধূপগুড়ি

পরিত্যক্ত বক্সে আতঙ্ক

ধূপগুড়ি, ১ নভেম্বর : বিএসএনএলের ল্যান্ডলাইন ফোন এখন প্রায় কেউই ব্যবহার করেন না। রাস্তার ধারে ডিস্ট্রিবিউশন বক্সগুলি এখন আর কাজে লাগে না। ফুটপাথে অবহেলায় পড়ে থাকে বক্সগুলি। ধূপগুড়ির বিবেকানন্দপাড়ার বাসিন্দাদের বক্তব্য, ওই ধাতব বক্স বিদ্যুতের খুঁটির সংস্পর্শে এলে বিপদ ঘটতে পারে। এলাকার ব্যবসায়ী বিজু শা বলেন, 'লোহার বাক্স ভেঙে ফুটপাথের ওপর পড়ে রয়েছে, অনেকদিন ধরে বাসিন্দাদের চলাচলে সমস্যা হচ্ছে জেনেও

কেউ ব্যবস্থা নিচ্ছে না। ভেঙে পড়ে থাকলেও কেউ সারাইয়ের জন্যে আসেন না।'

বিএসএনএলের ল্যান্ডলাইনের কেবলের খুঁটিগুলিরও প্রয়োজন ফুরিয়েছে। বিএসএনএল কর্তৃপক্ষ অবশ্য এনিয়ে মন্তব্য করতে চায়নি। ধূপগুড়ির পুর প্রশাসকমণ্ডলীর ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশকুমার সিং বলেন, 'বিষয়টি নজরে আছে আমাদের। বিএসএনএল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। অকেজো বা পরিত্যক্ত হয়ে থাকলে দ্রুত সরিয়ে নেওয়ার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। বিদ্যুতের খুঁটির ছোঁয়ায় যাতে বিপদ না ঘটে, সেদিকে নজর দিতে বলা হয়েছে।'

তথ্য : শুভাশিস বসাক

ভূমিহীন ধূপগুড়ি গার্লস কলেজ

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ১ নভেম্বর : ঢাউস মাপের অত্যাধুনিক পরিকাঠামো থেকে শিক্ষক, পড়ুয়া, ক্যান্টিন সবই রয়েছে। ১২ বছর ধরে কলেজে চলছে পঠনপাঠন। তবুও আজ পর্যন্ত জমির মালিকানা নেই ধূপগুড়ি গার্লস কলেজের। টাকার অভাবে জমি রেজিস্ট্রি না হওয়ায় আটকে রয়েছে কলেজের স্থায়ী অনুমোদন এমনকি পরিচালন সমিতি নথিভুক্ত করার কাজ। জমির রেজিস্ট্রেশন ফি মকুবের দাবিতে এক যুগ ধরে লড়াই করে ক্লান্ত এবং দিশেহারা কলেজ কর্তৃপক্ষ।

হতাশার সুরে ধূপগুড়ি গার্লস কলেজের অধ্যক্ষ বিজয় দেবনাথ বললেন, '২০২১ সালে এখানে যোগদানের পর থেকে বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন স্তরে আবেদন-নিবেদন করে চলেছি। সরকারি দরে ফি দিয়ে জমি রেজিস্ট্রি নেওয়ার মতো আর্থিক ক্ষমতা কলেজের নেই।'

২০১১ সালে রাজ্যে পালাবদলের এক বছরের মাথায় পুরভোটের সময় ধূপগুড়িতে একটি গার্লস কলেজ তৈরির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় শাসকদলের ইস্তাহারে। পুরসভা দখলের কিছুদিনের মধ্যেই তৎকালীন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী গৌতম দেবও এনিয়ে সক্রিয়তা দেখান। ২০১৩ সালের গোড়ায় জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে ধূপগুড়ি গার্লস কলেজ তৈরির প্রস্তাব যায় কলকাতায়। তবে কলেজ নির্মাণের জন্য জমির ব্যবস্থা করতে পারেনি কেউই। এরপর ২০১৩ সালের ৬ অগাস্ট ধূপগুড়ি সুকান্ত মহাবিদ্যালয়ের তরফে ১ নম্বর ওয়ার্ডের উত্তর বোরাগাড়ি মৌজায় প্রায় ১২ বিঘা জমিতে গার্লস কলেজ তৈরির জন্য হলফনামা দেওয়া হয়। সেই হলফনামায় এ-ও বলা হয়, সরকার কলেজের অনুমোদন দিলে ছয় মাসের মধ্যে জমি ধূপগুড়ি গার্লস কলেজের নামে রেজিস্ট্রি করে নেওয়া হবে। তার ভিত্তিতেই ২০১৩ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর অস্থায়ী অনুমোদন পেয়ে পথ চলা শুরু হয় ধূপগুড়ি গার্লস কলেজের। তারপর ১২ বছরেও টাকার অভাবে সেই জমি আজও রেজিস্ট্রি করাতে পারেনি গার্লস কলেজ কর্তৃপক্ষ।

তথ্য অনুসারে এই মুহূর্তে উত্তর বোরাগাড়ি মৌজায় যেখানে ধূপগুড়ি গার্লস কলেজের বিল্ডিং রয়েছে, সেখানে জমির সরকারি দর কমবেশি বিঘা প্রতি গড়ে ৮০ লাখ টাকা। সেই হিসেবে ১২ বিঘা জমির যা দর হবে তার সরকারিভাবে ৮ শতাংশ রেজিস্ট্রেশন ফি দাঁড়াবে প্রায় ৭৭ লাখ টাকা। এই বিশাল অঙ্কের টাকা জোগান দেওয়া কলেজের পক্ষে 'অসম্ভব' বলেই সরাসরি জানায় কর্তৃপক্ষ। জমি দান করেও রেজিস্ট্রি না হওয়ায় চিন্তিত জমি মালিক, ধূপগুড়ি সুকান্ত মহাবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

ওই কলেজের অধ্যক্ষ নীলাংশুশেখর দাসের কথায়, 'একটা কলেজের পক্ষে নিজস্ব তহবিল থেকে এত বড় অঙ্কের টাকা খরচ করা সম্ভব নয়। আশা করব, এনিয়ে ইতিবাচক পদক্ষেপ করবে প্রশাসন।'

এদিকে, কলেজের নিজস্ব জমির মালিকানা না থাকায় পরিচালন সমিতির সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন এবং স্থায়ী অনুমোদন দুই-ই আটকে আছে। এনিয়ে দিশেহারা কলেজ কর্তৃপক্ষের দাবি, এক কলেজ থেকে অপর কলেজে জমি হস্তান্তর করার ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন ফি মকুব করুক সরকার। তবে ১২ বছরেও সেই দাবি পূরণ না হওয়ায় দিশেহারা অবস্থায় তারা।

ঘটনাক্রমে ধূপগুড়ি গার্লস কলেজে অধ্যাপনা করেন ধূপগুড়ির বিধায়ক নির্মলচন্দ্র রায়। তিনিই আবার ধূপগুড়ি সুকান্ত মহাবিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সভাপতি। নিজের কর্মস্থলের জমির মালিকানা নিয়ে জটিলতা ইস্যুতে বিধায়ক বলেন, 'কলেজে যোগদানের অনেক দিন পর বিষয়টি আমি জানতে পারি। সেই থেকে এনিয়ে কাজ শুরু করি। আশা করছি, মুখ্যমন্ত্রী অর্থ দপ্তর মারফত রেজিস্ট্রেশন ফি মকুবের উদ্যোগ নেবেন।'

বিধায়ক তথা কলেজের অধ্যাপক আশা প্রকাশ করলেও, বিভিন্ন সরকারি দপ্তর এমনকি 'দিদিকে বলো' পোর্টালে জানিয়েও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এর জেরে এক যুগ যাবৎ জমির মালিকানাহীন ধূপগুড়ি গার্লস কলেজ।

অস্থায়ী অনুমোদন

- ২০১৩ সালের গোড়ায় আনুষ্ঠানিকভাবে ধূপগুড়ি গার্লস কলেজ তৈরির প্রস্তাব যায় কলকাতায়
- ওই বছরের ৬ অগাস্ট ধূপগুড়ি সুকান্ত মহাবিদ্যালয়ের তরফে উত্তর বোরাগাড়ি মৌজায় প্রায় ১২ বিঘা জমিতে গার্লস কলেজ তৈরির জন্য হলফনামা দেওয়া হয়
- হলফনামায় বলা হয়, সরকার কলেজের অনুমোদন দিলে ছয় মাসের মধ্যে জমি গার্লস কলেজের নামে রেজিস্ট্রি করে নেওয়া হবে
- তার ভিত্তিতে ২০১৩ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর অস্থায়ী অনুমোদন পেয়ে পথ চলা শুরু হয় গার্লস কলেজের
- ১২ বছরেও টাকার অভাবে সেই জমি রেজিস্ট্রি করাতে পারেনি কলেজ কর্তৃপক্ষ

> ২০২১ সালে এখানে যোগদানের পর থেকে বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন স্তরে আবেদন-নিবেদন করে চলেছি। সরকারি দরে ফি দিয়ে জমি রেজিস্ট্রি নেওয়ার মতো আর্থিক ক্ষমতা কলেজের নেই।
>
> **বিজয় দেবনাথ**, অধ্যক্ষ, ধূপগুড়ি গার্লস কলেজ

> একটা কলেজের পক্ষে নিজস্ব তহবিল থেকে এত বড় অঙ্কের টাকা খরচ করা সম্ভব নয়। আশা করব এনিয়ে ইতিবাচক পদক্ষেপ করবে প্রশাসন।
>
> **নীলাংশুশেখর দাস**, অধ্যক্ষ, ধূপগুড়ি সুকান্ত মহাবিদ্যালয়

জাতীয় সড়কে বেপরোয়া টোটো

দুর্ঘটনার আশঙ্কায় শহরবাসী

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১ নভেম্বর : জলপাইগুড়ি শহরে জাতীয় সড়কে টোটো চলাচল তেমন কোনও অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। হামেশাই দেখা যায় বাস বা অন্যান্য গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে বাইক, স্কুটার, টোটোও। কিন্তু গত দু'দিনের লাগাতার বৃষ্টিতে জাতীয় সড়কে টোটো চলাচল দেখে অন্যান্য গাড়ির চালকদের অভিমত, তাদের প্রাণের ভয় নেই। টানা বৃষ্টিতে পিচ্ছিল জাতীয় সড়কে, বাইক, স্কুটার বা টোটোর মতো তুলনায় হালকা যানগুলোর চাকা হড়কে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। শুধু যাতায়াতই নয়, অনেক সময় জাতীয় সড়কের ধারে সাদা দাগের বাইরে দাঁড়িয়ে, বিপজ্জনকভাবে যাত্রী তুলতে দেখা যায় তাদের।

গত শুক্রবারই জাতীয় সড়কের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল দুটি টোটো। একজন টোটোচালক গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলেন। শনিবার গোশালা মোড়, পাহাড়পুর মোড়ের ট্রাফিক পুলিশকর্মীরা টোটোচালকদের জাতীয় সড়কে উঠতে বারণ করলেও, তাঁরা কার্যত সেই নির্দেশকে কোনওরকম পাত্তা দিচ্ছেন না। এর আগে বহুবার টোটোগুলো আটক করে তাদের সচেতন করার চেষ্টা করেছে ট্রাফিক পুলিশ। তবে যাত্রী সহ বা বিনা যাত্রীতে জাতীয় সড়কে টোটো চলছে অনবরত। এমনকি রাস্তার পাশে ট্রাফিক পুলিশের তরফে ব্যানার লাগিয়েও কোনও ফল হচ্ছে না।

জাতীয় সড়কে এভাবেই চলে টোটো।

শনিবারও দেখা গেল আসাম মোড় থেকে পাহাড়পুরের দিকে যাওয়া একটি যাত্রীবাহী টোটোকে লাগাতার হর্ন দিয়ে যাচ্ছিল আসামগামী একটি বাস। একাধিকবার হর্ন শোনার পর টোটো একপাশে যাওয়ার সময় বড়সড়ো বিপদ থেকে কোনওক্রমে বাঁচে। সেটির সামনের চাকা তখনই হড়কে গিয়েছিল। অল্পের জন্য পরিস্থিতি সামলে নেন ওই টোটোর চালক। এবিষয়ে ওই টোটোচালক শ্যামল রায়কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'প্রতিদিনই যাত্রী নিয়ে ময়নাগুড়ি থেকে জলপাইগুড়ি যাই। কত বড় গাড়িকেই তো পাশ দিতে হয়। আসলে ভয় পেলেই ভয়। কপালে থাকলে আর দুর্ঘটনা তো ঘটবেই। কেউ আটকাতে পারবে না। রাস্তা ভেজা ছিল বলে একটু ব্যালেন্সের সমস্যা হয়েছিল।' টোটোর যাত্রী তরুণ প্রামাণিক বলেন, 'দোমোহনি যাচ্ছিলাম। বৃষ্টিতে আর কোনও গাড়ি না পেয়ে বাধ্য হয়ে টোটোয় যাচ্ছিলাম। কপালের জোরে বেঁচে গিয়েছি।'

স্বাভাবিকভাবেই এখন জাতীয় সড়কে অন্য চালকদের জন্য অন্যতম মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে টোটো। শহরবাসী সুজয়কৃষ্ণ বর্মন বলেন, 'রেজিস্ট্রেশন করা হলে নিশ্চয়ই কিছু নিয়ম, নির্দেশ থাকবে। আশা করছি জাতীয় সড়কে টোটো চলার দিকে প্রশাসনের কড়া নজর থাকবে। না হলে দিনকে দিন টোটোর দৌরাত্ম্য বাড়তেই থাকবে। দুর্ঘটনাও ঘটবে অনেক।'

এবিষয়ে ডিএসপি ট্রাফিক অরিন্দম পালচৌধুরী বলেন, 'আমাদের তরফে লাগাতার টোটোচালকদের সচেতন করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। তাদের জাতীয় সড়কে উঠতেও না করে হয়েছিল। তবুও কেউ কেউ নির্দেশ মানছেন না। আগামীতে কড়া পদক্ষেপ করা হবে।'

বৈঠক

ধূপগুড়ি, ১ নভেম্বর : বিজেপির টাউন মণ্ডল নেতৃত্ব শনিবার একটি বৈঠক করে। দলীয় সূত্রে জানানো হয়েছে, এসআইআর নিয়েই মূলত আলোচনা হয়েছে। বিরোধী তৃণমূল কংগ্রেস যেভাবে এসআইআর নিয়ে ময়দানে নেমেছে, তার পালটা হিসেবে বিজেপি নেতৃত্বও ময়দানে নামার পরিকল্পনা করছে। বিজেপির টাউন মণ্ডলের সভাপতি পাপাই বসাক বলেন, 'দলের অভ্যন্তরীণ বৈঠক হয়েছে। সেখানে এসআইআর নিয়ে আলোচনা হয়েছে।'

ফাইনালে ভারত, তবু নিরুত্তাপ জলপাইগুড়ি

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১ নভেম্বর : রবিবার সুপার সানডে। বিশ্বকাপের ফাইনালে ভারতীয় মহিলা দল মুখোমুখি হতে চলেছে দক্ষিণ আফ্রিকার। কিন্তু প্রায় বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই জলপাইগুড়ি শহরবাসীর। অথচ পাশের শহর শিলিগুড়িতে রাস্তার মোড়ে যেমন প্রোজেক্টর লাগানোর পরিকল্পনা রয়েছে, তেমনই বাঘা যতীন পার্কে খেলা দেখানোর ব্যবস্থা করানো হবে বলে ঘোষণা করেছেন মেয়র গৌতম দেব। শুধু কি তাই, শহরের অদূরে একটি শপিং মলের পাবকে সাজিয়ে তোলার পাশাপাশি খাবারে থাকছে বিশেষ অফারও।

মহিলা দলের ফাইনাল ঘিরে শিলিগুড়িতে যখন এত উন্মাদনা, তখন মুখ ভার জলপাইগুড়ির খেলার সামগ্রী বিক্রেতাদের। বিক্রেতা মনোজ দাস, গৌতম রায়রা ফাইনাল উপলক্ষ্যে নীল জার্সি, জাতীয় পতাকা তুলেছিলেন। কিন্তু সেসব কিছুই বিক্রি হয়নি। তাঁদের বক্তব্য, ছেলেদের জাতীয় ক্রিকেট দল নিয়ে যতটা উন্মাদনা দেখা যায়, মেয়েদের খেলায় তার এক শতাংশ নেই। এভাবে মেয়েদের খেলার উন্নতি হবে কী করে?

আক্ষেপের সুরে বিক্রেতা গৌতম বলেন, 'মেয়েদের ক্রিকেট দল হারলে আমরা বলি ওদের দ্বারা কিচ্ছু হবে না। কিন্তু ওদের সাপোর্ট করার সময় নেই আমরা। ভেবেছিলাম জাতীয় দলকে সমর্থন করতে জাতীয় পতাকা, জার্সি কিনে টিভির পর্দার সামনে মানুষজন বসবেন। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ জানেনেই না মহিলা দলের ফাইনাল রবিবার।'

যদিও জেলা ক্রীড়া সংস্থা নিজেদের জায়েন্ট স্ক্রিনে সকলে মিলে বিশ্বকাপ ফাইনাল দেখতে প্রস্তুত। তাঁদের কাছে এটা একটা ক্রিকেট দল, যারা বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলবে এবং জিতবে বলে আশা। জেলা ক্রীড়া সংস্থার সহ সভাপতি অলোক সরকারের কথায়, '১৯৮৩-তে যেমন বিশ্ব ক্রিকেটে ভারতের একটা পার্মানেন্ট স্ট্যাম্প ছেপে দিয়েছিল, ঠিক তেমনই এই ফাইনাল জিতে মহিলা দল ভারতীয় ফ্যানদের বাধ্য করবে তাদেরও পুরুষ দলের মতো সমান মর্যাদা ও সম্মান দিতে। আমরা সবাই মিলে ভারতীয় দলের হয়ে একসঙ্গে গলা ফাটাব।'

জেলা ক্রীড়া সংস্থা মহিলা ক্রিকেট দলকে সাপোর্ট করলেও খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, যেসব মহিলা ভারতীয় দল টি২০ বিশ্বকাপ জেতার পর রাস্তায় নেমে উল্লাস করেছিলেন, তাঁরাই রবিবারের ফাইনাল নিয়ে কেমন যেন উদাসীন।

মুখে তেরঙা এঁকে ভারতীয় দল পাকিস্তানকে এশিয়া কাপে হারানোর পর রাস্তায় নেমে চিৎকার করা সম্প্রীতি ঘোষাল বলছেন, 'যেহেতু ছুটি আছে তাই খেলা দেখব। কিন্তু মহিলা দল জিতলে রাস্তায় বেরোনোর কোনও প্ল্যান নেই। বন্ধুরা অতটা আগ্রহী নয়।' কিন্তু কেন তিনি বাকি বন্ধুদের উৎসাহ দিতে পারলেন না? প্রশ্ন করতেই নিস্তব্ধতা ছাড়া কিছুই মিলল না। একই উত্তর জেন জেড-এর বাকি ইন্ডিয়া ফ্যানদের। তাদের কাছে পুরুষ দল টিম ইন্ডিয়া হলেও মহিলা দল 'মেয়েদের ক্রিকেট টিম'।

অঙ্কন প্রতিযোগিতা

জলপাইগুড়ি ও মালবাজার, ১ নভেম্বর : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের শিশুকিশোর অ্যাকাডেমির তরফে অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন হল। এদিন জলপাইগুড়ির সরোজেন্দ্রদেব রায়কত কলাকেন্দ্রে শিশুকিশোর অ্যাকাডেমির তরফে ছবি আঁকার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন এখানে সদর ব্লকের প্রায় ১০০ জন প্রতিযোগী অংশ নেয়। আঁকার বিষয় ছিল 'আমার বাংলা'।

পাশাপাশি, মাল আদর্শ বিদ্যাভবনেও দুপুরের দিকে প্রতিযোগিতাটি আয়োজিত হয়। ৫৪ জন স্কুল পড়ুয়া তাতে অংশগ্রহণ করে। মাল মহকুমা তথ্য সংস্কৃতি আধিকারিক ইন্দ্রজিৎ সাহা বলেন, 'দুটি বিভাগে প্রতিযোগীদের ভাগ করে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হয়েছে। অংশগ্রহণকারীদের দেওয়া হয়েছে শংসাপত্র। 'ক' বিভাগে প্রথম আদৃতা রায়, দ্বিতীয় সন্নির্ধী সরকার ও তৃতীয় স্থানে উষসী সাহা। 'খ' বিভাগে প্রথম হয়েছে স্নেহা সরকার, দ্বিতীয় সংস্থিতা পাল ও তৃতীয় পৃথা হালদার।'

জরুরি তথ্য

(শনিবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

■ জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংক

এ পজিটিভ	-	২
বি পজিটিভ	-	০
এবি পজিটিভ	-	১
ও পজিটিভ	-	২

■ মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল ব্লাড ব্যাংক

■ পিআরবিসি

এ পজিটিভ	-	২
বি নেগেটিভ	-	০
বি পজিটিভ	-	২
ও পজিটিভ	-	২
এবি পজিটিভ	-	১
বোম্বে	-	১

বৃষ্টিতেই স্কুলের পথে। শনিবার জলপাইগুড়িতে মানসী দেব সরকারের তোলা ছবি।

ময়নাগুড়িতে জমে উঠেছে শীতবস্ত্রের বিকিকিনি

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ১ নভেম্বর : গত দু'দিন ধরে মন্থার প্রভাবে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় একটানা বৃষ্টিপাত হচ্ছে। অবিরাম বৃষ্টিতে তাপমাত্রার পারদ বেশকিছুটা নেমেছে। নভেম্বর মাস শুরু হতে না হতেই রাতেরবেলায় তো বটেই দিনেও যেন হালকা শীত অনুভূত হচ্ছে। শীতের আমেজ দেখা দিয়েছে বাজারেও। ময়নাগুড়ি শহরের বিভিন্ন বাজারে দোকানগুলিতে শীতের পোশাকের বিকিকিনি বাড়তে শুরু করেছে।

অনেকেই প্রবল শীত পড়ার আগে কম্বল কিনতে দোকানগুলিতে ভিড় জমিয়েছেন। ক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী বাজারে হরেকরকম রং ও ডিজাইনের কম্বল পাওয়া যাচ্ছে। ক্রেতারাও নিজেদের সাধ্যমতো পছন্দের কম্বলটি কিনে ঘরে ফিরছেন। তবে শুধু কম্বল নয়, চাহিদা রয়েছে শীতের পোশাকেরও। ময়নাগুড়ি সুপার মার্কেট থেকে খুচরোর পাশাপাশি পাইকারি দরেও

শীতের বিভিন্ন পসরা সাজিয়ে বসেছেন ব্যবসায়ী। ময়নাগুড়িতে।

শীতের পোশাক কিনে নিয়ে যাচ্ছেন ময়নাগুড়ির আশপাশের বিভিন্ন এলাকার ক্রেতারা। এমনকি বাইরে থেকে ব্যবসায়ীরা এই ময়নাগুড়ি সুপার মার্কেটে এসে পাইকারি দরে শীতের পোশাক কিনছেন। তাই সব বয়সি ক্রেতাদের কথা মাথায় রেখে হরেকরকম ডিজাইন ও ব্র্যান্ডের জ্যাকেট ও সোয়েটার বাজারে বিক্রি হচ্ছে। হরেকরকম দামের পণ্য পাওয়া যায় বলে সবশ্রেণি ও পেশার মানুষের কাছেই ময়নাগুড়ি সুপার মার্কেট বেশ জনপ্রিয়।

ময়নাগুড়ি ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বাপ্পা সাহা জানান, শীতের পোশাক, কম্বল সহ বিভিন্ন সামগ্রী বিক্রির বড় বাজার রয়েছে এখানে। এবছর আশা করা হচ্ছে, সকলেই ভালো ব্যবসা করবেন। শীতকালে পরার মতো জ্যাকেট বিক্রি করেন গোবিন্দ বিশ্বাস। তিনি জানান, গত দু'দিনে তিনি তিরিশটি হাফ জ্যাকেট বিক্রি করেছেন।

ময়নাগুড়ি বাজারে শীতের পোশাক কিনতে এসেছিলেন অমল দাস। তিনি বলেন, 'দিনেরবেলায় হালকা শীত অনুভূত হলেও রাতেরবেলায় যখন বাইক চালাই তখন বেশ শীত অনুভূত হয়। তাই জাঁকিয়ে শীত পড়ার আগেই শীতের কিছু পোশাক কিনতে বাজারে এসেছি।'

গত বছর শীত পড়তে বেশ দেরি হওয়ায় শীতের বাজার জমে উঠেছিল প্রায় নভেম্বরের শেষের দিকে। এবছর নিম্নচাপের ফলে টানা দু'দিন বৃষ্টি হওয়ায় ডুয়ার্স সহ বিভিন্ন অঞ্চলে বেশ শীত অনুভুত হচ্ছে। তাই গত বছরের তুলনায় এবছর অনেকটা আগে শীতের বাজার জমে উঠেছে। এর ফলে বিক্রেতারাও বেশ খুশি। ময়নাগুড়ি নতুন বাজারের শীতবস্ত্র ব্যবসায়ী প্রণব দাসের কথায়, 'কালীপুজোর পর থেকে শীতের পোশাক দোকানে নিয়ে এসেছিলাম। গত দু'দিন বেশ ভালোই বিক্রি হয়েছে। এবছর এত আগের থেকে শীতবস্ত্র বিক্রি হবে ভাবিনি।' একই সুর শোনা যায় ময়নাগুড়ি বাজারের আরেক শীতবস্ত্র বিক্রেতা অসীম রায়ের গলায়।

আরেক ক্রেতা শীতেশ মণ্ডল বলেন, 'এবছর দোকানগুলিতে বিভিন্ন দামের বিভিন্ন ডিজাইনের শীতের পোশাক বাজারে উঠেছে।' ময়নাগুড়ি বাজারে সন্তানের জন্য শীতের পোশাক কিনতে এসেছিলেন রত্না বিশ্বাস। তাঁর কথায়, 'হঠাৎ করেই দু'দিন ধরে বেশ ঠান্ডা লাগছে। এই সময় যাতে বাচ্চাদের ঠান্ডা না লেগে যায়, তাই ওদের জন্য গরম পোশাক কিনতে বাজারে এসেছি।'

নিখোঁজ বৃদ্ধা

জলপাইগুড়ি, ১ নভেম্বর : নিখোঁজ বৃদ্ধা মায়ের সন্ধান পেতে শনিবার পুলিশের দ্বারস্থ হলেন মেয়ে। নিখোঁজ মহিলার নাম বকুল দে। তিনি পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের জয়লেনে মেয়ের বাড়িতে থাকতেন।

বৃহস্পতিবার সকালে তিনি নিখোঁজ হয়ে যান। পরিবারের তরফে আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে খোঁজখবর করার পর অবশেষে শনিবার কোতোয়ালি থানায় নিখোঁজ ডায়েরি দায়ের করেছেন বকুল দে'র মেয়ে বাবলি চক্রবর্তী। তিনি বলেন, 'মা শারীরিকভাবে অসুস্থ ছিলেন। তিনি বেশ কয়েকবছর ধরে আমার বাড়িতেই থাকতেন। বৃহস্পতিবার সকালে আমরা ঘুম থেকে উঠে দেখি মা বাড়িতে নেই। আমরা বাসস্ট্যান্ড, টোটোস্ট্যান্ড থেকে শুরু করে আমাদের পরিচিতদের বাড়িতে খোঁজ করেছি। কোথাও মায়ের সন্ধান না পেয়ে পুলিশকেও বিষয়টি জানিয়েছি।'

অভিযোগ পেয়ে পুলিশের তরফেও বিভিন্ন থানায় যোগাযোগ করে বৃদ্ধার খোঁজ চালানো হচ্ছে।

পৃথিবীর পাঠশালা

মহাশূন্য থেকে মহাজাগতিক কণা

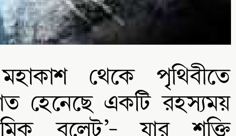

মহাকাশ থেকে পৃথিবীতে আঘাত হেনেছে একটি রহস্যময় 'কসমিক বুলেট'- যার শক্তি মানুষের তৈরি যে কোনও কিছুর থেকে অনেক বেশি! এই অতি উচ্চশক্তির কণাটির নাম দেওয়া হয়েছে আমাতেরাসু কণা, যা ২৪০ এক্সা-ইলেক্ট্রন ভোল্টের অবিশ্বাস্য শক্তি নিয়ে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ধাক্কা মেরেছে। এই শক্তি ১৯৯১ সালের বিখ্যাত 'ও-মাই-গড' কণাটির সঙ্গেই তুলনীয়। অথচ গবেষকরা এর গতিপথ অনুসরণ করে দেখেছেন যে এটি মহাকাশের এক বিশাল, শূন্য অঞ্চল থেকে এসেছে- যেন কিছুই না থাকার জায়গা থেকে! এই আবিষ্কার আধুনিক পদার্থবিদ্যার সীমাগুলিকে নাড়িয়ে দিয়েছে। কণাটি জিরেকে সীমা অমান্য করেছে, যা বলে দেয় এত শক্তিশালী কণা এত দূর থেকে এত শক্তি নিয়ে আসতে পারে না। অজানা মহাজাগতিক শক্তি, নাকি সম্পূর্ণ নতুন কোনও ঘটনা এর পেছনে আছে, সেটাই এখন বিজ্ঞানীদের কাছে প্রশ্ন।

১ মিলিয়ন টাইপ, ১৬ বছর

অস্ট্রেলিয়ার লেস স্টুয়ার্ট নামে এক ব্যক্তি টানা ১৬ বছর ধরে টাইপরাইটারে ১ থেকে ১ মিলিয়ন পর্যন্ত প্রতিটি সংখ্যা টাইপ করেছেন, একটি মাত্র আঙুল ব্যবহার করে। তিনি ১৯৮২ সালে শুরু করেন এবং ১৯৯৮ সালে শেষ করেন। এই কাজে তাঁর সাতটি টাইপরাইটার, ১০০০টি কালির ফিতে এবং প্রায় ২০,০০০ শিট কাগজ লেগেছিল। ভিয়েতনামে কাজ করার পর আংশিকভাবে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও, লেস টাইপিংকে তাঁর আবেগ এবং মিশনে পরিণত করেন। তাঁর এই অবিচল নিষ্ঠা তাঁকে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড এনে দেয়। এটি সত্যিই মনে করিয়ে দেয় যে ধৈর্য, অধ্যবসায় এবং দৃঢ় সংকল্প ছোট এবং সূক্ষ্মতম কাজকেও অবিশ্বাস্য সাফল্যে পরিণত করতে পারে।

পুলিশ রান্না করল পাস্তা

ইতালির ঘটনা। এক সন্ধ্যায় ৮৭ বছর বয়সি এক বৃদ্ধা পুলিশকে ফোন করলেন। কোনও চুরি, ডাকাতি বা বড় বিপদের জন্য নয়, তিনি একেবারে একা ছিলেন আর তাঁর পেটে ভীষণ খিদে! সেদিন তাঁর দেখাশোনার জন্য কেউ আসেননি, আর তিনি কী করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। ফোন পেয়ে দুজন পুলিশ অফিসার হাজির হলেন। তাঁরা শুধু জিজ্ঞেস করে চলে গেলেন না, যা করলেন তা মন ছুঁয়ে যাওয়ার মতো! তাঁরা সোজা রান্নাঘরে ঢুকে গেলেন! বৃদ্ধার জন্য নিজেদের হাতে রান্না করলেন গরম গরম পাস্তা! তারপর তাঁর পাশে বসে গল্প করলেন আর তাঁকে খাওয়ালেন। তাঁরা শুধু দায়িত্ব পালন করলেন তাই নয়, দেখিয়ে দিলেন যে তিনি মোটেই একা নন।

বাফেটের সাদাসিধে জীবন

ওয়ারেন বাফেট এখন ৯৫ বছর বয়সি। তবুও তিনি সেই সাধারণ বাড়িতেই থাকেন যা তিনি ১৯৫৮ সালে মাত্র ৩১,৫০০ ডলারে কিনেছিলেন। কোনও ব্যক্তিগত জেট বা বিশাল প্রাসাদ নয়, ওমাহাতে তিনি শান্ত, সাধারণ জীবনযাপন করেন যা তিনি সবসময় ভালোবাসেন। তিনি তাঁর সম্পত্তির ৯৯ শতাংশ দান করার অঙ্গীকার করেছেন, যা প্রমাণ করে যে আসল সম্পদ তা নয় যা আপনি নিজের কাছে রাখেন, বরং তা যা আপনি অন্যদের দেন। এটা যেন এক বড় বার্তা, বিপুল সাফল্য আপনার মূল্যবোধকে বদলে দিতে পারে না।

অতিষ্ঠ পক্ষীকুল

প্রথম পাতার পর

বনের সত্যিকারের বাসিন্দা পাখিরা তাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা নিয়ে বেজায় দুশ্চিন্তায় পড়েছে। তথাকথিত পাখিপ্রেমের ভারে নুইয়ে পড়ছে উত্তরের পক্ষী সংরক্ষণ ব্যবস্থা। পরিস্থিতি এমন যে, চেনা বাসা, পরিচিত প্রজননক্ষেত্র ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে পাখিদের দল।

বিশিষ্ট পক্ষীবিশারদ বিপ্লব রায়ের গলায় তাই আক্ষেপের সুর, 'পর্যটন বা বিনোদন বা ফোটোগ্রাফির নামে জঙ্গলে পাখিদের বিরক্তির শেষ সীমায় নিয়ে গিয়েছে কিছু মানুষ। প্রকৃতির মারাত্মক ক্ষতি করছে তাঁরা। তাদের লাগাতার অত্যাচারে পাখিরা অতিষ্ঠ। এটা অন্যায় নয়, আইনত অপরাধ। এই অপরাধ বেড়েই চলছে।' শুকনা, রংটং, শিবখোলা বা আশপাশের এলাকায় যেভাবে পাখির সংখ্যা কমছে তাতে উদ্বিগ্ন দীর্ঘদিন পাখি নিয়ে কাজ করা ওই পরিবেশকর্মী।

শুধু কি ছবি তোলা বা রিল বানানোর হিড়িক? না তা নয়, বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পাখিদের আবাসস্থলের কাছে দেদার রিসর্ট, হোটেল বা জনবসতি তৈরি এবং কোলাহল পাখিদের দূরে সরে যেতে বাধ্য করছে। বিশিষ্ট বার্ড ওয়াচার শুভজিৎ চৌধুরীর জানিয়েছেন, গরুমারা, জলদাপাড়া অভায়ারণ্য বা মহানন্দা বন্যপ্রাণ এলাকার যেসব অংশে বসতি বেড়েছে সেখান থেকে ইতমধ্যেই বেশকিছু প্রজাতির পাখিরা সরে গিয়েছে জঙ্গলের আরও গভীরে। তাঁর কথায়, 'ঘুম পাখিদের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। অতিরিক্ত আলো, রাতভর কোলাহল তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। অথচ কেউ এসব নিয়ে ভাবে না। কোনও পদক্ষেপ হয় না।' না এখানেই শেষ নয়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পাখির ছবি তুলতে গিয়ে আরও ভয়ংকর ক্ষতি করছে একদল মানুষ। খাবারের লোভ দেখিয়ে পাখিদের বাইরে আনা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে বনের স্বাভাবিক খাদ্য নয় এমন খাবার ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, আর সেই খাবার খেয়ে পাখিরা নানা সমস্যায় পড়ছে। তাদের খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন ঘটছে। আবার জঙ্গল লাগোয়া এলাকায় আলোয় আকর্ষিত হয়ে উড়ে আসা পোকামাকড় খেতে ফিঙের মতো অনেক পাখিই রাতেও বাসা থেকে বেড়িয়ে পড়ছে। এভাবে পাখিদের জীবনযাত্রাতেও অভিযোজন ঘটছে যা ক্ষতিকর।

পাখি দেখানোর জন্য মোটা টাকা নিয়ে গাইডরা ভুয়ো মেটিং কল করছে। কৃত্রিম ডাক পাখি এবং বাস্তুতন্ত্রের জন্য গুরুতর ক্ষতি করছে। প্রাণীবিদ্যার অধ্যাপক অসিত চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, নকল ডাক পাখির মানসিক চাপ বাড়ায়, যা তাদের হরমোনের মাত্রাকে প্রভাবিত করতে পারে। কৃত্রিম কল শুনে পুরুষ পাখি এটিকে অন্য প্রতিদ্বন্দ্বীর চ্যালেঞ্জ ধরে নিয়ে দ্রুত ছুটে আসে। ফলে তাদের প্রচুর অপ্রয়োজনীয় শক্তি খরচ হয়। নকল ডাকে বিভ্রান্ত হয়ে বাবা-মা পাখি বাসা বা ডিম ছেড়ে চলে যেতে পারে। এতে ডিম বা ছোট ছানারা শিকারির কাছে অরক্ষিত হয়ে পড়ে বা ঠান্ডায় জমে যেতে পারে। কৃত্রিম ডাকে সাড়া দিয়ে খোলা জায়গায় বের হলে শিকারি পাখির খপ্পরেও পড়তে পারে ছোট পাখিরা। অসিতের কথায়, 'বক্সা ও নেওড়াভ্যালি সহ উত্তরের বিভিন্ন জঙ্গলে লাগোয়া রিসর্টগুলোতে পর্যটক টানতে নকল মেটিং কল ব্যবহার হচ্ছে। এসব বন্ধে কঠোর আইনি পদক্ষেপ জরুরি।'

দীর্ঘদিন পাখি নিয়ে কাজ করছেন জলপাইগুড়ির বিশ্বপ্রীয় রাউত। তাঁর বক্তব্য, 'মানুষের লাগাতার অত্যাচারে ৩৫-৪০ বছর আগেও উত্তরবঙ্গের পাহাড় ও সমতল এলাকায় যেসব প্রজাতির পাখি দেখা যেত সেগুলো আর দেখা যাচ্ছে না।' উল্লেখযোগ্যভাবে পাখি কমেছে গজলডোবাতেও। দীর্ঘদিন থেকেই উত্তরের নানা এলাকায় পাখি গণনার সঙ্গে যুক্ত পরিবেশকর্মী অনিমেষ বসুর কেথা, 'জলাশয় ঘেঁষে পর্যটন প্রকল্প তো বটেই, গজলডোবা থেকে পাখিদের ধীরে ধীরে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার অন্যতম কারণই হল, ক্যামেরা হাতে মানুষের লাগাতার অত্যাচার।' এই সম্মিলিত উদাসীনতা এবং লোভের ভিড়ে উত্তরবঙ্গের পাখি সংরক্ষণ বড় চ্যালেঞ্জের মুখে।

আজ, কাল রোদ-মেঘের লুকোচুরির পূর্বাভাস

মন্থার প্রভাবে ঠান্ডার ভাব উত্তরে

সানি সরকার

সর্বোচ্চ তাপমাত্রা

- দার্জিলিং -১৪.৮
- শিলিগুড়ি -২২.০
- জলপাইগুড়ি -২৩.০
- কোচবিহার -২৩.২
- আলিপুরদুয়ার -২৩.০
- মালদা -২৪.৬

(শনিবার/ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড)

শিলিগুড়ি, ১ নভেম্বর : কখনও রিমঝিম, কখনও আবার ঝমাঝম। দিনভর শুনসান ম্যাল, ফাঁকা চৌরাস্তার দোকানগুলি। সন্ধের সময় বৃষ্টি বিরতি ঘটলেও, ম্যালের পথে পা বাড়াননি কেউই। চৌরাস্তায় কয়েকজন ঢুঁ মেরেছিলেন, গরম পোশাক কেনার দাগিদে। উৎসব শেষে কাঞ্চনজঙ্ঘা দর্শনের জন্য যে পর্যটকরা, দার্জিলিংয়ে পা রেখেছিলেন, তাঁরা হতাশ প্রকৃতির 'গাল ফোলা' মনোভাবে।

দফাওয়াড়ি বৃষ্টিতে মন ভালো নেই সমতলেরও। টানা তিনদিন ধরে যদি বৃষ্টি হয়, কার বা ভালো লাগে। তার মধ্যে জলকাদায় যদি ছুটির দিনটা নষ্ট হয়! তাই সর্বত্রই প্রশ্ন, 'বরুণ দশা' ঘুঁচবে কবে?

মন্থার পরোক্ষ প্রভাবেই যে এমন পরিস্থিতি, তা এখন আর কারও অজানা নয় কারও। আকাশ পরিস্থিতিতে স্পষ্ট, ক্রমেই মন্থার প্রভাবমুক্ত হচ্ছে উত্তরবঙ্গ। রবিবার ছুটির দিন থেকেই পরিবর্তন ঘটবে আবহাওয়ার। সময়ের সঙ্গে আকাশ পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটবে। রবি এবং সোমবার রোদ-মেঘের লুকোচুরি চললেও, মঙ্গলবার থেকে উত্তরের আকাশ থাকবে সম্পূর্ণভাবেই মেঘমুক্ত, যতদিন না আবার কোনও নিম্নচাপ তৈরি হয় সাগরে বা শক্তিশালী পশ্চিমী ঝঞ্ঝা ধাক্কা না মারে পাহাড়ে।

আগামীতে দিনে যেমন রোদ উঠবে, তেমনভাবেই রাতে তাপমাত্রার পতন ঘটবে। উত্তুরে হাওয়ার দাপট বাড়বে। অনুভূত হবে জাঁকিয়ে ঠান্ডা। মন্থার প্রভাব এবং ঝঞ্ঝার দাপটে অবশ্য গত দু'দিন ধরেই ঠান্ডা অনুভূত হচ্ছে। শনিবার তো পাহাড় থেকে সমতল, রাত তো বটেই, দিনেও তাপমাত্রার পতন ঘটেছে অস্বাভাবিকভাবে। যা কাঁপন ধরিয়েছে উত্তরবঙ্গকে। বৃহস্পতিবার পাহাড়ে উঠেছেন শিলিগুড়ির দেশবন্ধুপাড়ার পাঞ্চালি বসাক। এদিন বললেন, 'বৃষ্টি হলেও, সূর্য এবং কাঞ্চনজঙ্ঘার দেখা মিলবে না, কল্পনাতেও ছিল না। কিন্তু এখন দেখছি, সময় নির্বাচন ভুল ছিল। সকাল থেকে রাত হোটেলে কাটিয়ে টাকা গুনতে হচ্ছে।' আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য বলছে, এদিন বিকেল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত ৯ ঘণ্টায় দার্জিলিংয়ে বৃষ্টি হয়েছে ১৩ মিলিমিটার। যা উত্তরবঙ্গের জেলা শহরগুলির থেকে অনেক বেশি। ধারেকাছে কিছুটা আছে আলিপুরদুয়ার (১১.৪)। পুজো শেষে হালকা শীতে এই সময়ে পাহাড় থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দর্শন বা টাইগার হিল থেকে সূর্যদয়, অসাধারণ অনুভূতি। তাছাড়া পর্যটন মরশুম শেষ হয়ে যাওয়ায়, খরচটাও কম পড়ে। তাই অনেকেই পাহাড়ে ছুটে আসেন। কালিম্পংয়ের হোটেল ব্যবসায়ী সিদ্ধান্ত সুদ বললেন, 'খুব বেশি ভিড় না থাকলেও, পর্যটক নেই, বলা যাবে না। কিন্তু যাঁরা এসেছেন, তাঁদের জন্য আমাদেরও খারাপ লাগছে। বেড়াতে এসে হোটেলের ঘরেই থাকতে হচ্ছে তাঁদের। আবহাওয়া কবে অনুকূল হবে, বুঝতে পারছি না।'

আকাশ যত পরিষ্কার হবে, ততই রাতের তাপমাত্রা হ্রাস পাবে, শীতের সময় এটাই দস্তুর। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণভাবে দু'দিনের বৃষ্টির সৌজন্যে দিনের তাপমাত্রার পতনও এদিন ঘটেছে অস্বাভাবিকভাবে। উত্তরবঙ্গের প্রতিটি বড় শহর এদিন ২৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের গণ্ডি টপকাতে পারেনি। সকাল সাড়ে ৮টা থেকে সন্ধে সাড়ে ৫টা পর্যন্ত কোচবিহারে মাত্র ২ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৩.২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। ভাবা যায়! আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপানাথ রাহা বলছেন, 'সূর্যের আলোয় দিনের তাপমাত্রার কিছুটা বৃদ্ধি পাবে। তবে রাতের তাপমাত্রা হুহু করে কমবে, অন্তত আগামী কয়েকদিন।'

ক্লাসে ফের সহপাঠীর হেনস্তা ছাত্রীকে

মনোজ বর্মন

শীতলকুচি, ১ নভেম্বর : শীতলকুচিতে ফের ছাত্রী হেনস্তার ঘটনা ঘটল। এবারে শালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি হাইস্কুলে দশম শ্রেণির এক ছাত্রীকে আচমকা জড়িয়ে ধরে তাকে হেনস্তা করা হয় বলে অভিযোগ। অভিযুক্ত ছাত্র ওই ছাত্রীরই সহপাঠী। শুক্রবার এই ঘটনার পর ব্যাপক হইচই শুরু হয়। ওই ছাত্রীর পরিবার স্কুল কর্তৃপক্ষকে অভিযোগ জানায়। শনিবার দু'পক্ষের অভিভাবকদের নিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ সালিশি সভা বসায়। সেখানে কোনও মীমাংসা না হওয়ায় গ্রামের মাতব্বররা ওই কিশোরকে পুলিশের হাতে তুলে দেন। পুলিশ পরে অভিযুক্ত কিশোরকে আটক করে। শীতলকুচি থানার ওসি অ্যান্থনি হোড়ো বলেন, 'ঘটনার বিষয়ে পুলিশে কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের না হলেও এক কিশোরকে আটক করে তদন্ত চলছে।'

এর আগে শীতলকুচিতে বেশ কয়েকটি ছাত্রী হেনস্তার ঘটনা ঘটেছে। কিছুদিন আগেই শীতলকুচি হাইস্কুলের এক ছাত্রীকে রাস্তায় জোর করে সিঁদুর পরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। এই ঘটনার কয়েকদিন বাদেই এক তরুণের বিরুদ্ধে ডাকঘরা হাইস্কুলের ক্লাসরুমে এক ছাত্রীকে মারধরের অভিযোগ ওঠে। তার কয়েকদিন পর দুই তরুণ শিবপুর হাইস্কুলের দুই ছাত্রীকে খুনের হুমকি দেয়। আক্রারহাট পঞ্চারহাট সড়কে টিউশন থেকে ফেরার পথে দুই ছাত্রীকে সাইকেলের চেন দিয়ে মারধর করে এক তরুণ পালিয়ে যায়। পুলিশ অবশ্য পরে অভিযুক্ত তরুণকে গ্রেপ্তার করে।

তবে একের পর এক এ ধরনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উদ্বেগ বাড়ছে। ক্ষোভও। আক্রারহাটের বাসিন্দা শাহাজান মিয়াঁর কথায়, 'ছাত্রীদের রাস্তাঘাটে প্রায়ই ইভটিজিংয়ের শিকার হতে হয়। স্কুল ছুটির সময় বেশ কিছু তরুণ বাইক নিয়ে রাস্তায় ঘোরাঘুরি করে। সেগুলি এমনভাবে চালানো হয় যে ভয়ে সাধারণ মানুষের বুক কাঁপতে থাকে। পুলিশ এই বাইকবাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিক। স্কুল ছুটির সময় রাস্তাঘাটে নজরদারি বাড়ানো হোক।'

বিরোধীরাও এ বিষয়ে সরব হয়েছে। বিজেপির শীতলকুচি ৫ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি পবিত্র অধিকারীর কথায়, 'শীতলকুচিতে আইনশৃঙ্খলা বলে কিছু নেই। অপরাধমূলক কোনও ঘটনা ঘটলে

শীতলকুচিতে পরপর একই ঘটনায় প্রশ্ন

> ঘটনার বিষয়ে পুলিশে কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের না হলেও এক কিশোরকে আটক করে তদন্ত চলছে।
>
> **অ্যান্থনি হোড়ো** ওসি
> শীতলকুচি থানা

শাসক শিবির তাকে আড়াল করার চেষ্টা করে। আর পুলিশ তাদের সহযোগিতা করে। তাই বাসিন্দাদের নিজেদেরই সচেতন হতে হবে। নিজেদের নিরাপত্তার বিষয়টি নিজেদেরই নিশ্চিত করতে হবে।' ছোট শালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী তথা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের ছোট শালবাড়ি অঞ্চল সহ সভাপতি আলতাফ মিয়াঁ বিরোধীদের অভিযোগ মানতে চাননি। তাঁর কথায়, 'বিরোধীরা সবকিছুতেই রাজনীতি খোঁজে। এ ধরনের কোনও ঘটনা ঘটলে তৃণমূল কখনোই তাকে আড়াল করা চেষ্টা করে না। এখানে এ জাতীয় যত ঘটনা ঘটেছে, পুলিশ দোষীদের গ্রেপ্তার করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়েছে।'

জয়ের স্বাদ চেখে দেখতে চাই : হরমনপ্রীত

প্রথম পাতার পর

বিশ্বকাপের আয়োজক দেশের অধিনায়ককে ট্রফির ডানদিকে দাঁড়াতে হয়। ১৯ নভেম্বর নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে কী হয়েছিল, সেটা আর নতুন করে বলার দরকার পড়ে না। ভক্তদের বিশ্বাস ছিল, ট্রফির বাঁদিকে দাঁড়ালে ভারতকে বিশ্বকাপের ফাইনালে হারতে হত না।

রাত পেরোলে আরও একটি ওডিআই বিশ্বকাপের ফাইনাল। পুরুষদের বদলে এবার মহিলাদের। শনিবার নবি মুম্বইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামের ছাদে ভারতের হরমনপ্রীত কাউর ও দক্ষিণ আফ্রিকার লরা উলভারডট ট্রফির সঙ্গে ফোটোসেশন করলেন। 'হোস্ট' অধিনায়ক হিসেবে এবারও হরমনপ্রীতকে ট্রফির ডানদিকে দাঁড়াতে হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই ভক্তদের মনে আশঙ্কা, তাহলে কি ১৯ নভেম্বরের মতো ২ নভেম্বরের রাতটাও হতাশার হতে চলেছে?

কিন্তু ভারতের এই মেয়েরা তো অসম্ভবকে সম্ভব করতে জানে। অসাধ্যসাধন করতে পারে। মহিলাদের ওডিআইয়ে সাতবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়ার দম্ভ চূর্ণ করে ফাইনালে উঠেছে। ভেঙে দিয়েছে ওডিআই বিশ্বকাপে অজিদের টানা ১৫ ম্যাচ অপরাজিত থাকার রেকর্ড। হরমনপ্রীত ব্রিগেড মাঠে রূপকথা লিখতে জানে। এই দলটার কাছে 'আমি' পরে, আগে 'আমরা', 'আমি' পরে, আগে 'দেশ'। সেইজন্যই অজিদের বিরুদ্ধে ম্যাচ জেতানো শতরানের পর জেমিমা রডরিগেজ বলে দিতে পারেন, 'আমার ৫০ বা শতরান নয়, দলের জয়টাই আসল।' তাই ভারতের এই মহিলা দলকে নিয়ে স্বপ্ন দেখাই যায়। রবিবার অধরা মাধুরী ছোঁয়ার লক্ষ্যে নামবেন হরমনপ্রীতরা। আশায় বুক বাঁধবেন ১৪০ কোটি ভারতীয়।

সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক জয় এক ধাক্কায় ভারতের মনোবল অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছে। ফলে রবিবার ভারত কিছুটা হলেও এগিয়ে থেকে নামবে। এদিন অনুশীলনে হরমন-জেমিমা-রেণুকা সিং ঠাকুরদের ফুরফুরে মেজাজ সেটাই জানান দিচ্ছিল। যদিও প্রস্তুতির ফাঁকে কোচ অমল মুজুমদার গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সেরে নেন। কারণ প্রোটিয়াদের হালকাভাবে নিলে ঠকতে হবে। প্রথমত, লিগ পর্বে প্রোটিয়াদের কাছে হেরেছিল ভারত। দ্বিতীয়ত, প্রথম ম্যাচে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৬৯ রানে গুটিয়ে গিয়েও সেমিফাইনালে সেই ইংল্যান্ডকে ১২৫ রানে উড়িয়ে ফাইনালের টিকিট পেয়েছে প্রোটিয়ারা। অধিনায়ক উলভারডট চলতি বিশ্বকাপের সর্বাধিক রানস্কোরার। তাঁকে শুরুতে ফেরানোর দায়িত্ব থাকবে রেণুকা-ক্রান্তি গৌড়দের উপর। মারিজানে ক্যাপ মিডল অর্ডারে ব্যাটিংয়ের সঙ্গে পেস বোলিংটাও করতে জানেন। গত ম্যাচে ৫ উইকেট নিয়ে ইংল্যান্ডকে শুইয়ে দিয়েছিলেন। তাঁকে থামানোর দাওয়াই বার করতে হবে ভারতীয় ব্রিগেডকে।

দীপ্তি শর্মা (১৭ উইকেট নিয়ে সর্বাধিক উইকেট শিকারি)-নাল্লাপুরেড্ডি শ্রী চরণি-রাধা যাদব সমৃদ্ধ স্পিন বিভাগ নিঃসন্দেহে ভারতের এক্স ফ্যাক্টর। সেমিফাইনালে রূপকথা লিখেছিলেন মুম্বইয়ের মেয়ে জেমিমা। রবিবার তাঁর ব্যাটে আরও একটা দুরন্ত ইনিংস ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের সবচেয়ে সুন্দর রাতটা এনে দিতে পারে। জেমিমার পাশাপাশি ব্যাটিংয়ে 'বিউটি উইথ ব্রেন' স্মৃতি মান্ধানার ব্যাট কথা বললে ভারতের জয়ের রাস্তা সুগম হবে। ফিনিশার রিচা ঘোষের উপরও অনেককিছু নির্ভর করবে। মিডল অর্ডারে অধিনায়ক হরমনপ্রীতের ফর্মে ফেরা ভারতের জন্য প্লাস পয়েন্ট। সঙ্গে বৃষ্টির আশঙ্কা থাকায় টস গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে হরমনপ্রীত বলেছেন, 'অতীতে ফাইনালে হারের যন্ত্রণা সহ্য করেছি। জয়ের স্বাদ কেমন হয়, এবার সেই অভিজ্ঞতা নিতেই আগামীকাল মাঠে নামব। আশা করি, আগামীকাল দিনটা স্পেশাল হবে। পরিশ্রম করে ফাইনালে উঠেছি। এবার শেষ ধাপটা ঠিকঠাক পেরোতে হবে।'

২০১৭ সালের ওডিআই বিশ্বকাপের ফাইনালে ইংল্যান্ডের কাছে ৯ রানে হেরে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল হরমনদের। কিন্তু ২ তারিখ তো ভারতীয় ক্রিকেটে ২০১১ সালে এই মুম্বইয়েই 'মাহেন্দ্রক্ষণ' উপহার দিয়েছিল। আগামীকালও তো ২ তারিখ। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হবে কি? তাছাড়া গত বছরের ২৯ জুন এই দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়েই টি২০ বিশ্বকাপ জিতেছিলেন রোহিতরা। চলতি বছরটা দক্ষিণ আফ্রিকার শাপমোচনের ঠিকই। কিন্তু সেমিফাইনালে স্মরণীয় জয়ের পর জেমিমা-হরমনরা খালি হাতে ফেরার মুডে নেই। ফলে মহিলাদের ওডিআইয়ে নতুন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নকে বরণের অপেক্ষায় ক্রিকেট দুনিয়া।

জঙ্গলের পাশে

প্রথম পাতার পর

লাটাগুড়ির গ্রিন লেভেল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সম্পাদক অনির্বাণ মজুমদার বলছেন, 'খাবারের জন্য অনেক সময় বন্যপ্রাণীরা এই এলাকায় চলে আসছে। ফলে মানুষ-বন্যপ্রাণী সংঘাত বাড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। পাশাপাশি জঙ্গলের পাশে এভাবে প্লাস্টিকের সামগ্রী ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকায় বন্যপ্রাণীদের ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কাও রয়েছে।' চালসার পরিবেশপ্রেমী মানবেন্দ্র দে সরকার বলেন, 'কীভাবে ওই জায়গায় আবর্জনা রাখার অনুমতি পেল গ্রাম পঞ্চায়েত? অবিলম্বে বন দপ্তরের এই ব্যবস্থা বন্ধের জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ করা প্রয়োজন।'

লাটাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কৃষ্ণা রায়বর্মন জানান, সপ্তাহে দু'দিন অপচনশীল আবর্জনা ময়নাগুড়ির খাগড়াবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্ল্যান্টে পাঠানো হয়। অন্য কোথাও এই আবর্জনা রাখার জায়গা পাওয়া যায়নি। বাধ্য হয়ে জঙ্গল লাগোয়া জমিতে তা রাখতে হচ্ছে।' লাটাগুড়ির রেঞ্জ অফিসার সঞ্জয় দত্ত বলেন, 'জঙ্গল লাগোয়া এই আবর্জনা সংগ্রহ কেন্দ্র যাতে বন্ধ করে দেওয়া হয় সেইজন্য লিখিতভাবে জানানো হবে গ্রাম পঞ্চায়েতকে।'

লাভ কী কমরেড, বাম-প্রদীপেই তেলে

প্রথম পাতার পর

প্রচলিত বিশ্বাস হল, যিনি নিজের জাত-কুল হারিয়ে ফেলেন, তিনি কাশ্যপ ঋষিকে নিজের পূর্বপুরুষ ঠাউরে আত্মতৃপ্তি লাভ করেন।

আসলে সময়ের স্রোত বড় মারাত্মক। হড়পার মতো। চারপাশের সব ধ্বংস করে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। আদর্শ, নীতি ইত্যাদি সেই স্রোতে ভেসে যায়। অপরিকল্পিত উন্নয়ন, নির্মাণ ইত্যাদি হড়পা, ধস ডেকে আনে। ক্ষমতার লোভ, দুর্নীতি, ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা, বিলাসের লালসা ইত্যাদি তেমন মতাদর্শের ভিতকে ঝুরঝুরে করে দেয়। জন অসন্তোষের স্রোত তীব্র হলে সেই ভিতকে ফোঁপরা করে দেয়। শেষপর্যন্ত ধাক্কায় ভেঙে পড়ে কিংবা ভেসে যায়।

মাওবাদী তকমাধারীদের ভিত আমাদের দেশেও ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছে। প্রমাণ? অক্টোবর মাসজুড়ে মাওবাদীদের আত্মসমর্পণের হিড়িক। অমিত শা'র মাওবাদমুক্ত ভারত গঠনের ধাক্কায় নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে প্রায় ৩০০ জন অস্ত্র নামিয়ে রেখে প্রশাসনের ঘেরাটোপে নিরাপদ জীবন শুরু করলেন। চুলোয় যাক মাওবাদ! একের পর এক আত্মসমর্পণের খবর আসতে থাকায় আমার এক সহকর্মী প্রশ্ন করলেন, কী হল তাহলে এত দীর্ঘ লড়াইয়ের!

ওই সহকর্মী মাওবাদের সমর্থক নন। কিন্তু মাওবাদী বলে যাঁরা নিজেদের দাবি করতেন, তাঁদের ত্যাগ, নিষ্ঠা ও আদর্শের প্রতি আনুগত্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। এরকম লোকের সংখ্যা কম নয়। বাস্তবে এই তথাকথিত মাওবাদীরা অনেকদিনই আদর্শচ্যুত, নীতিভ্রষ্ট। জঙ্গলে লুকিয়ে থেকে মানুষের থেকে দূরে সরে গিয়ে মাঝেমধ্যে দু'-একটা নাশকতায় আর যাই হোক, ক্ষমতা দখল দূরের কথা, কোনও ভালো কাজই হয় না।

ভোটের রাজনীতির মোহে মাওবাদীদের একাংশ আবার জাতপাত, দুর্নীতির সঙ্গে আপস করছে। উদাহরণ বিহার। নকশালপন্থীদের একাংশ লালুপ্রসাদদের জাতপাতের ভোটের অঙ্কে গা ভাসাচ্ছে। পশুখাদ্য কেলেঙ্কারির মতো চরম অন্যায়ে দাগি লালুপ্রসাদদের সঙ্গে দীপঙ্কর ভট্টাচার্যরা জোট করেছেন ভোটে অন্তত কয়েকটি আসন জেতার লোভে। জিতলে হয়তো সাম্প্রদায়িকতারই আরেক রূপ জাতপাতের কাণ্ডারীদের হাত ধরে সরকারের মন্ত্রী হবেন। এ দোষে দুষ্ট অবশ্য শুধু মাওবাদীরা নন, অন্য বাম দলগুলিও।

বিহারে আরজেডি-কংগ্রেসের জোটসঙ্গী সিপিএম, সিপিআই-ও। সাম্প্রদায়িকতার পাশাপাশি জাতপাতের সমীকরণকে ছিন্ন করার মতাদর্শ থেকে দূরে সরে এই দলগুলি দুর্নীতিবাজদের সঙ্গে আপস করছে। বাংলায় বামেদের কাছে কংগ্রেস আর অচ্ছুত নয় অনেকদিন। আবার বামেদের একাংশের রামনাম জপ করার ঘটনাও কম নয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একক নেতৃত্বে ৩৪ বছরের শাসনটা উচ্ছেদ হয়ে যাওয়ায় এরাজ্যের বামেদের কাছে তৃণমূল কার্যত 'জাতশত্রু।'

সেই রাগে গায়ের জ্বালা মেটাতে (যার মধ্যে আদর্শের তিলমাত্র ছিল না) ২০১৬-তে 'আগে রাম, পরে বাম' জিগির ছড়িয়ে পড়েছিল। নেতৃত্বের একাংশের প্রশ্রয়ে, মদতে সেই জিগির পুষ্ট হয়েছিল। পরিণামে খগেন মুর্মু, শংকর ঘোষ, বঙ্কিম ঘোষদের মতো হার্ডকোর সিপিএম নেতারা এখন বিজেপির গলায় মালা হয়ে শোভা পাচ্ছেন। তৃণমূলকে উৎখাত করার উদগ্র স্বপ্নে লঘু হয়ে গিয়েছে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধিতা। আদর্শভ্রষ্ট হওয়ার সমস্ত লক্ষণ স্পষ্ট।

সদ্য সিপিএমের পার্টি চিঠিতে আক্ষেপ করা হয়েছে, শত চেষ্টাতেও নতুন প্রজন্মকে দলে টানা গেল না। মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, কলতান দাশগুপ্ত, প্রতীক উর রহমান, সৃজন ভট্টাচার্য, দীপ্সিতা ধর, ঐশী ঘোষদের মতো একঝাঁক উজ্জ্বল তারকাকে নেতৃত্বে ঠাঁই দিলেও দলে দলে তরুণ প্রজন্ম সিপিএমে যোগ দেয়নি। অতীতে আদর্শের টানে তরুণরা দলে নাম লেখাতেন। বাম জমানায় চাকরি, লাইসেন্স ইত্যাদির আকর্ষণে কেউ কেউ দলের সঙ্গে গা ঘষাঘষি করতেন।

এখন আদর্শের টান নেই, পাওয়ার আশা নেই। বিকল্প হিসেবেও এমন ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারছে না বামেরা যাতে তরুণদের আস্থা অর্জন করা যায়। বরং নেতৃত্বের একাংশের 'এমনি করেই যায় যদি দিন যাক না' গোছের মনোভাব, জনমত সংগঠিত করার পরিশ্রমে অনীহা ইত্যাদি স্পষ্ট। ৩৪ বছরে সুবিধাবাদের মেদে আক্রান্ত বামেদের একাংশের আপস করে নিজেকে নিরাপদ রাখার আদর্শহীন মনোভাব তরুণ প্রজন্মের কাছে কোনও উদাহরণ তৈরি করতে পারছে না। আদর্শের নাম করে স্রোতে ভেসে থাকাই এখন দস্তুর।

বরাদ্দ ঘোষণা

গয়েরকাটা, ১ নভেম্বর : অবশেষে দাবি পূরণ। দেড় কিলোমিটার পাকা রাস্তা পেতে চলেছে বানারহাট ব্লকে সাঁকোয়াঝোরা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের তেলিপাড়া জ্যোতির্ময়পল্লি। জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের তরফে ৮৬ লক্ষ ৮ হাজার ৯৫৭ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি সীমা চৌধুরী বলেন, 'আশা করছি, রাস্তাটি তৈরি হলে এলাকাবাসীর সমস্যা মিটবে।'

তেলিপাড়া জ্যোতির্ময়পল্লির ওই রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল। কাঁচা রাস্তায় বৃষ্টি হলেই জলকাদা জমে যায়। কার্তিক ওরাওঁ হিন্দি হাইস্কুল ও বিআর আম্বেদকর রেসিডেন্সিয়াল স্কুল ও এফসিআই গোডাউনে যাওয়ার জন্য ওই রাস্তাটিই একমাত্র ভরসা। রোজ ওই রাস্তা দিয়ে কয়েকশো মানুষ যাতায়াত করেন। রাস্তাটির জন্য বরাদ্দ হওয়ায় খুশি এলাকাবাসী।

আতঙ্কে আশ্রয় ত্রাণশিবিরেই

প্রথম পাতার পর

রাতভর বৃষ্টির ফলে জল বাড়ে নেওড়া, মূর্তি, কূর্তি নদীর। নদীর জল বাড়ায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন নদী সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা। ময়নাগুড়ির প্লাবিত এলাকার তিনশো মানুষ চারেরবাড়ি নগেন্দ্রনাথ উচ্চবিদ্যালয় ও আমগুড়ি রামমোহন উচ্চবিদ্যালয়েই আশ্রয় নিয়েছেন। ভেঙে যাওয়া বাঁধের মেরামত করা অংশে যাতে বৃষ্টির ফলে রেইনকাট তৈরি না হয় সেজন্য ত্রিপল দিয়ে ঢাকা রয়েছে এখনও।

প্রশাসনের তরফে সতর্ক থাকার মাইকিং করা হয়। গত ৫ অক্টোবরের সেই ভয়ংকর প্লাবনের স্মৃতি ফের ফিরে আসায় শনিবার স্কুলমুখী হয়নি নাগরাকাটার অধিকাংশ প্রাথমিকের পড়ুয়ারা। নাগরাকাটার অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক বিজয়চন্দ্র রায় বলেন, 'ভয়ভীতি কাজ করেছে অনেকের মধ্যে।'

৫ অক্টোবরের প্রবল বৃষ্টি ও সঙ্গে লাগোয়া জলঢাকা নদীর প্লাবনে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বামনডাঙ্গা চা বাগান। সেখানকার মডেল ভিলেজ থেকে ভেসে গিয়ে মারা যান ১১ জন। তার মধ্যে এক স্কুল ছাত্রীও ছিল। এবারের বৃষ্টির পূর্বাভাসের পরপরই প্রশাসনের তরফে কোনও ঝুঁকি না নিয়ে গোটা বাগানের প্রায় সমস্ত বাসিন্দাকেই ফ্যাক্টরির অস্থায়ী ত্রাণশিবিরে নিয়ে আসা হয়। এদিনও তাঁরা সরকারি আশ্রয়েই কাটিয়েছেন।

১৬ ট্রাভেল ব্লগ ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়

১৭ ছোটগল্প শাশ্বত বোস
কবিতা পঙ্কজ ঘোষ, সুবীর সরকার, তুহিনা সুলতানা, মৌমিতা সরকার, চৈতালি ধরিত্রীকন্যা, অভিজিৎ সেন ও অনুভব দে

ঋত্বিক তোমার জন্য

সংগীত ও আবহের বিমূর্ত উচ্চারণ

ল্যাডলী মুখোপাধ্যায়

সিনেমার জন্মলগ্ন থেকেই নানা বাঁক নিয়েছে ছায়াছবি। প্রাথমিকভাবে চলচ্চিত্র ছিল নিঃশব্দ এবং নির্বাক। ক্রমে সে নিবিড় এক সম্পর্কের সূত্রে জড়িয়ে নিয়েছে শব্দকে, পরে হয়ে উঠেছে সবাক। যখন সেলুলয়েডে ছবি করতে এলাম তখন শুনলাম ছবি ও শব্দ একত্রিত করে যে ফিল্ম স্ট্রিপ রসায়নাগারে প্রস্তুত হয় তাকে ম্যারেড প্রিন্ট বলে। অর্থাৎ শব্দগ্রহণ ও চিত্রগ্রহণ আলাদা করে নিষ্পন্ন হওয়ার পরে এরা যেন বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়। তাই বলা হয় ম্যারেড প্রিন্ট।

সিনেমার প্রথম যুগে এই শব্দ আসে কিছু যন্ত্রানুষঙ্গে সংগীতের সুর নিয়ে কিংবা নানাবিধ জাগতিক শব্দজুড়ে। যাকে ফিল্মের ভাষায় বলা হয় অ্যাম্বিয়ঁস সাউন্ড। পরবর্তীকালে চলচ্চিত্র নির্মাতারা আবিষ্কার করেন যে, যেমন যেমন ছবি এগোচ্ছে ঠিক সেই অনুযায়ী যদি শব্দ গেঁথে দেওয়া যায় তবে পরিস্থিতি আরও বাস্তবসম্মত হয়। সৃজনশীল চলচ্চিত্রকাররা এরপর শুরু করেন নানা সব পরীক্ষানিরীক্ষা। যা দেখছি তার হুবহু শব্দ প্রক্ষেপণ না করে যদি অন্য এমন শব্দ, এমন সংগীত রাখা যায় তবে এক ভিন্ন মাত্রায় পৌঁছে দেওয়া যেতে পারে ছবিকে, তার অভিঘাত আরও বাড়িয়ে তোলা যেতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ ধরা যায়, কোনও এক গ্রাম্য দৃশ্যে একজন মহিলা বাড়ির উঠোনে কাজ করছেন। হঠাৎ এক দাঁড়কাকের কর্কশ কা-কা ডাক ব্যবহার করলেন নির্মাতা। দর্শকের মন আচমকা কেঁপে উঠল এক অজানিত অমঙ্গলের সম্ভাবনায়। যেমন ধরা যাক এক দৃশ্য থেকে অন্য দৃশ্যে যাওয়ার মধ্যে উড়োজাহাজের বা রেলগাড়ির বা ঘড়ির টিকটক শব্দ ব্যবহারের চল আছে সিনেমায়।

এতটা গৌরচন্দ্রিকা করতেই হল এই কারণে যে, সিনেমায় শব্দ মায় আবহ সম্পর্কে স্বল্পপরিসরে একটা ধারণা প্রথমেই দিয়ে রাখা ভালো। যেহেতু আমার বিষয় হল চলচ্চিত্রে শব্দের ব্যবহার বা আরও পরিষ্কার করে বললে ঋত্বিককুমার ঘটকের চলচ্চিত্রে শব্দ-আবহ ও সংগীতের ব্যবহার। শুরুতেই লিখে রাখা প্রয়োজন

> ঋত্বিক তাঁর ছবিতে ছিলেন আগাগোড়া এক্সপেরিমেন্টাল, বেপরোয়া। ক্যামেরা থেকে, ডায়ালগ থেকে, আবহ ও সংগীত থেকে সমস্ত ক্ষেত্রেই একথা সত্য।

যে ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত সংগীত ও আবহের যে আঙ্গিক তা অন্য কোনও ভারতীয় চলচ্চিত্রকারের মধ্যে দেখা যায়নি। তার মূল কারণ হল ঋত্বিক তাঁর ছবির প্রতিটি ইঞ্চি ব্যবহার করেছেন সমাজ-সংস্থার নিদারুণ সংকটের প্রেক্ষিতে ও রাজনৈতিক অবস্থানের নিরিখে। শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও সেই কারণেই প্রতিফলিত হয়েছে এক দ্বন্দ্বমূলক অভিজ্ঞান।

কখনো-কখনো সমালোচিত হয়েছেন যে, শব্দ ব্যবহারে তিনি ছিলেন থিয়েট্রিকাল বা অতি নাটকীয়। এমনকি সংলাপের ক্ষেত্রেও তা মনে করেন অনেকে। মনে রাখা দরকার যে, ঋত্বিকের শিল্প সন্ধান শুরুই হয়েছিল নাটক দিয়ে। তিনি যা শিখেছিলেন তা ওই নাটকেরই শিক্ষা, যার প্রলম্বিত ছায়া পড়েছিল তাঁর বোধ ও মননে। যা ক্রমে তাঁর ছবিতে ব্যাপ্তি পায়। ফলে সচেতনভাবেই ব্যবহার করেছিলেন মেলোড্রামা ও নাটুকে সংলাপ। ফিল্মের চিরাচরিত ব্যাকরণ ভেঙে তৈরি করেছিলেন এক নিজস্ব আঙ্গিক। মধ্যবিত্ত মানসিকতায় ধাক্কা দিতে চেয়েছিলেন। নিটোল গল্পকে ভেঙে তাঁর নির্মিত পাত্রপাত্রীকে রেললাইনের শেষ প্রান্তে দ্রুত ট্র্যাকশটে ব্যাক টু ক্যামেরা শট নিয়ে জুড়ে দিয়েছিলেন 'দোহাই আলি' সুরশব্দে পূর্ববঙ্গের জেলেদের গানের বাঙ্ময় আবহ। অবহেলিত, দ্বিধাগ্রস্ত, অবদমিত মানুষের ভাষা (কোমল গান্ধার)। তিনি মনে করতেন, সিনেমা সব সময়েই সমালোচনামূলক। দেশ-দশের কাণ্ডজ্ঞান আদৃত রাজনৈতিক দিশা থাকতে হবে একজন চলচ্চিত্রকারের। ঋত্বিক কোনও আড়াল না রেখেই বলেছেন, শিল্পের শেষ কথা হচ্ছে মানুষ। বলেছেন, পলিটিকাল ছবি করা আসলে শেষপর্যন্ত মেরুদণ্ডের প্রশ্ন।

ফিল্ম আলোচকদের অনেকেই ঋত্বিক ঘটকের আগে-পরে সত্যজিৎ রায় ও মৃণাল সেনের নাম লিখে দেন। তুলনামূলক আলোচনারও চেষ্টা করেন কেউ কেউ। প্রকৃতপক্ষে এই তুলনা খুব একটা কার্যকর বলে মনে হয়নি। সত্যজিতের ছবি সবসময়ই একটা নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে রচিত হয়েছে। ছবিতে ক্যামেরা, সম্পাদনা, আবহ সবই ছিল সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনাপ্রসূত।

যা কিছু পরীক্ষামূলক কাজ তিনি করেছেন তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চিত্রনাট্য তৈরি করার সময়েই মোটামুটি স্থিরীকৃত থাকত। তাঁর স্টোরি বোর্ডগুলোর ডিটেলিং দেখার ও সিনেমার ছাত্রদের শেখার মতো। মৃণাল সেনও অনেকটাই তাই। তবে সংগীত ও আবহ নিয়ে তিনি তেমন পরীক্ষামূলক কাজ করেছেন বলে মনে হয় না। তাঁর ছবিতে সংগীতের ব্যবহার খুবই পরিমিত। অতি সামান্য বললেও অত্যুক্তি হবে না। অন্যদিকে, ঋত্বিক তাঁর ছবিতে ছিলেন আগাগোড়া এক্সপেরিমেন্টাল, বেপরোয়া। ক্যামেরা থেকে, ডায়ালগ থেকে, আবহ ও সংগীত থেকে সমস্ত ক্ষেত্রেই একথা সত্য।

এরপর ষোলোর পাতায়

এক অনন্ত বর্তমানের চলচ্চিত্রকার

শুভময় সরকার

বছর কয়েক আগের এক অপরাহ্ণ। শীতের আমেজভরা দিন শেষে রাতের অপেক্ষায় শহর কলকাতা। দমদম রোড ধরে হাঁটতে হাঁটতে এক কবিবন্ধু ডাইনে-বাঁয়ের বড় বড় আবাসন আর দোকানপাট দেখিয়ে বলেছিল- ওদিকে বিজয়গড় আর এদিকে দমদম, উদ্বাস্তু আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র। ঘটনাক্রমে আমার বন্ধু আজন্ম দমদমেরই বাসিন্দা, সেই উদ্বাস্তু অঞ্চলেরই। বয়সের কারণেই দেশভাগ এবং তার পরবর্তী সময়ের উদ্বাস্তুস্রোত ওর প্রত্যক্ষ করা হয়নি তবে ধীরে ধীরে আমূল বদলে যাওয়া একটা অঞ্চলের প্রত্যক্ষদর্শী। এরপর আমার অনিবার্য প্রশ্ন ছিল, উদ্বাস্তু আন্দোলনের সেই ইতিহাস কি আজ এই প্রজন্মের কাছে আদৌ প্রাসঙ্গিক, কারণ যাঁরা লড়েছিলেন সেই লড়াই, আশ্রয়হীনতা থেকে আশ্রয়-সন্ধানের যে লড়াই, সেই লড়াইয়ের কথা পরবর্তী প্রজন্মকে জানিয়েছিলেন কি সেই লড়াকু মানুষগুলো...! আর ঠিক এখানেই আসছে সেই অমোঘ প্রশ্ন, এই বহুজাতিক সময়ে এবং ভুবনায়নোত্তর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে দেশভাগের যন্ত্রণা আমাদের কতটা তাড়িত করে...! এসব ডিসকোর্সের মাঝে যাঁকে ছাড়া একটা সময়ের দলিল অসম্পূর্ণ, তিনি ঋত্বিককুমার ঘটক, যিনি নির্মাণ করেছিলেন চলচ্চিত্রের এক নিজস্ব ভাষা। ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের তিন মায়েস্ত্রোর অন্যতম তিনি, যাঁর সম্পর্কে অপর মায়েস্ত্রো সত্যজিৎ রায় বিশ্বাস করতেন, বাকিদের থেকে তিনি আলাদা কারণ ঋত্বিক ছিলেন হলিউড প্রভাবমুক্ত। তাঁর সিনেমার নির্মাণশৈলী সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব।

প্রসঙ্গক্রমে অপর এক কবিবন্ধু আশিস দে সরকারের কবিতার কয়েকটি পংক্তি মনে পড়ছে – "সীমান্ত পেরিয়ে যাচ্ছে একটি শালিক / নীচে ক্ষমতার খাকি রঙ, ঝলসানো মুরগি, কার্তুজ / কলোনির কাদা স্মৃতির রক্তে গাঢ়, আঠালো। / কলোনি,/ একটি মেয়ের হাওয়াই-এর ফিতে ছিঁড়ে যায় / ছিঁড়ে যায় একটি দেশ... "! মনে পড়ছে 'কোমল গান্ধার'-এ বেদনার সেই আর্ত প্রলাপ – 'এমন কোমল দেশটারে ছাইর্‌যা, আমার নদী পদ্মারে ছাইর্‌যা আমি যামু ক্যান?' সেই দ্বিখণ্ডিত দেশ আর ছিন্নমূল মানুষকে নিয়ে বহু প্রশ্ন আজ এতগুলো যুগ পেরিয়েও উত্তরহীন রয়ে গেল,

> ভুবনায়ন-পরবর্তী সময়ের পৃথিবীতে আজ অভিবাসন, রাজনীতি, পরিবেশ ও পরিচয়ের সংকটের সময়ে ঋত্বিকের সিনেমা আরও বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে।

উত্তর মেলে না। ঋত্বিকের সিনেমা নেহাতই সময়ের প্রতিচ্ছবি হিসেবে কি দেখব আমরা? অন্তত আমি সেভাবে দেখি না। কেবলমাত্র এক উচ্চমার্গের শিল্পকর্ম হিসেবেও আমি দেখি না, বরং শিল্পের দীক্ষিত, স্বীকৃত চোখে তাঁর সিনেমার কিছু ত্রুটি, অগোছাল দৃশ্য নির্মাণ চোখে পড়ে কিন্তু তিনি যে আমার কাছে আসেন ভিন্ন এক ডকুমেন্টেশন নিয়ে, ভিন্ন এক দলিলের সন্ধান দেন তিনি যেখানে মানুষের বেদনা, দেশভাগের ক্ষত, সমাজবাস্তবতা সব নিয়েই তাঁর সৃষ্টি হয়ে ওঠে এক গভীর আর্তনাদ, হাহাকার। মহাযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে এই পৃথিবীর অন্যতম, সম্ভবত সবচেয়ে বড় সমস্যার নাম মাইগ্রেশন। ভুবনায়ন-পরবর্তী সময়ের পৃথিবীতে আজ অভিবাসন, রাজনীতি, পরিবেশ ও পরিচয়ের সংকটের সময়ে ঋত্বিকের সিনেমা আরও বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে। শুধু প্রাসঙ্গিক নয়, অনেক বেশি অর্থবহ।

ঋত্বিকের সিনেমার কেন্দ্রে মূলত রয়েছে 'দেশভাগ, বাস্তুচ্যুতি ও পরিচয়ের সংকট'। এক্ষেত্রে 'মেঘে ঢাকা তারা', 'কোমল গান্ধার', 'সুবর্ণরেখা'কে আমরা উদাহরণ হিসেবে ধরতে পারি। যে সময়টাকে সিনেমায় ধরার চেষ্টা করেছেন ঋত্বিক, সেই জীবন বাঙালির ইতিহাসের এক সুদীর্ঘ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তাঁর 'কোমল গান্ধার' নিয়ে ঋত্বিক নিজে কী বলছেন দেখি– "I tried to put layer upon layer, allegory upon allegory, to see if I could touch that great truth of unification in a flash of lightning somewhere". বাস্তুচ্যুত মানুষের হাহাকার, যন্ত্রণা আর ফেলে আসা স্মৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে থাকার সেই নিবিড় অনুভবকে ছুঁতে চেয়েছিলেন

এরপর ষোলোর পাতায়

তাঁর সিনেমার নানা আঙ্গিক বারবার দর্শকদের চমকে দিয়েছে। মাত্র পঞ্চাশ বছরের জীবনকাল। খান আষ্টেক পূর্ণদৈর্ঘ্যের ছবি; কিছু অসমাপ্ত কাজ। তিনি আনখশির ব্যতিক্রম। ৪ নভেম্বর শতবর্ষ পূর্ণ হবে তাঁর।

রাজনীতির গর্ভগৃহে এক সংস্কৃতিঋষি

পার্থপ্রতিম মিত্র

কী করে একজন চলচ্চিত্র পরিচালক হওয়া যায়? কুন্দন শাহ জানতে চাইছেন তাঁর শিক্ষক ঋত্বিক ঘটকের কাছে। ঋত্বিক ঘটক তখন পুনে ফিল্ম ইনস্টিটিউটের শিক্ষক। ভারতীয় চলচ্চিত্রের উত্তর যুগের ডাকসাইটে তাবড় পরিচালক- যেমন কুমার সাহানী, মণি কাউল, সাঈদ মির্জা- তখন তাঁর ক্লাসঘরে। সবাইকে একটা জোর ধাক্কা দিয়ে ঋত্বিক বলে উঠেছিলেন, 'পাঞ্জাবির এক পকেটে একটি বোতল আর অন্য পকেটে নিজের ছেলেবেলাকে পুরতে পারলে।' কিন্তু উলটোদিকে হেমাঙ্গ বিশ্বাস যে বলেছিলেন, 'শিল্পী ঋত্বিক মদ স্পর্শ করেননি।'

সাতের দশকের শুরুর দিকে যাওয়া যাক। এক জ্যোৎস্না-ঝরা রাতে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় রামপুরহাটের অদূরে খোয়াইতে গর্জন করতে করতে এগিয়ে চলা এক জিপে দেখছেন 'যুক্তি তক্কো গপ্পো'র ইউনিট ঠাসাঠাসি করে বসে চলেছে শুটিংয়ে, সামনে ড্রাইভারের আসনের পাশে বসে ঋত্বিক। অর্ধেক দেহ ঝুলছে বাইরে। হাতে মদের বোতল। ঋত্বিক ঘটক নকশাল রাজনীতির বিরোধী ছিলেন। হেমাঙ্গ বিশ্বাস বলছেন তাঁর কমরেডকে, ''এরা কেরিয়ারিস্ট হতে পারত। না হয়ে বিপ্লবী হয়েছে। আপনার ছবিতে 'লস্ট ডেজ'-এর বদলে 'বার্নিং এজ'-এর কথা বলুন।'' এই আলোচনার স্বর্ণালি ফসল 'যুক্তি তক্কো গপ্পো'। এখানে শেষ দৃশ্যে নীলকণ্ঠ (ঋত্বিক) নকশালদের এক ডেরায় এসে ওঠে। 'তোমরাই তো সব। দ্য ক্রিম অফ বেঙ্গল। বাট মিসগাইডেড।' নীলকণ্ঠ / ঋত্বিক বলছেন, 'আমি কনফিউসড। ফুললি কনফিউজড!' রাজনৈতিক ঋত্বিক তার আত্মজৈবনিক চলচ্চিত্রে বলছেন এ কথা! বলছেন, 'সব পুড়ছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পুড়ছে, আমিও পুড়ছি, কিছু তো একটা করতে হবে।' এরপর, তাঁর চিত্রনাট্যেই নকশাল তরুণদের সঙ্গে পুলিশি এমবুশে তাকে মেরে ফেলবে। সাউন্ড ট্র্যাকে বেজে উঠবে পঞ্চম সিম্ফনি।

গোবরা মানসিক হাসপাতালে ঋত্বিককে শঙ্খচিলের গান শোনানোর আগে তার জ্বলে ওঠা চোখের দিকে তাকিয়ে হেমাঙ্গ বিশ্বাস বলতে থাকে, 'মানতে পারি না ঋত্বিক সম্পর্কে লস্ট জিনিয়াস তত্ত্ব। শিল্পী ঋত্বিক কোনও দিন মদ স্পর্শ করেননি। অবশ্য ক্রিয়েটিভ সোল কোনওদিনই নেশা করে না।' এমনটাই বলছেন সত্যজিৎ রায়ও। কিন্তু ঋত্বিক ঘটকের নিজের পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি এ নিয়ে অভিযোগ তোলে।

এরপর ষোলোর পাতায়

কালিদাসের কালী

ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়

আমাদের মোক্ষদায়ী তীর্থ উজ্জয়িনী। পুরাকালে যার নাম ছিল অবন্তীনগর।

রাতের ফ্লাইটে কলকাতা থেকে ইন্দোরে নেমে পরদিন সকালেই সেখানেই যাওয়া এই পুজোয়। রুদ্ররূপীশিবের স্বরূপ মহাকালের আবির্ভাব নিয়ে পুরাণের কাহিনীতে জড়িয়ে অবন্তী, উজ্জয়িনী নগরী, শিপ্রা বা ক্ষিপ্রা নদী, মহাকালের মন্দির। আর যেখানে বিরাজ করেন ভৈরব সেখানে শক্তিপীঠ যে থাকবেই তা বলাই বাহুল্য। কুসংস্কার, অলৌকিকত্ব সব দূরে সরিয়ে রেখে এগিয়ে চলা আমাদের উজ্জয়িনী সাইটসিংই-এ। ভতৃহরি গুহার অনতিদূরেই এই গড়কালিকা মন্দির। আপাতত বিশ্বাস আর তীর্থবোধ এই দুইকে পাথেয় করে নামলাম সেই শক্তিপীঠ গড়কালিকার সামনে। ৭ম শতাব্দীতে থানেশ্বরের রাজা হর্ষবর্ধন প্রাচীন মন্দিরটির সংস্কার করেন। বর্তমান মন্দিরটির সংস্কারের কৃতিত্ব গোয়ালিয়রের রাজার। দুর্গার এক ভয়ানক রূপ এই গড়কালী।

আমাদের দুর্গাপুজো আর তাদের রমরমিয়ে নবরাত্রির মেলা ইত্যাদির কারণে খুব ভিড়। ডালা কিনে ভেতরে প্রবেশ করলাম। তবে আমার মনের দোলাচল অব্যাহত। সেই সংশয় উজ্জয়িনী আর বর্ধমানের উজানী নিয়ে। সে রাজ্য বলে আমার সতীপীঠ আর আমরা বলি আমাদের। কেমন করে তা সম্ভব? না কি বাংলায় রসগোল্লার উদ্ভাবন না ওডিশায় অথবা জয়দেব বাংলার কবি না ওডিশার তার মতোই অমীমাংসিত আজও?

শিবমহিমাতেই ভরপুর উজ্জয়িনীর মাহাত্ম্য সতীপীঠ বা শক্তিপীঠের কারণেও। মহাদেবীর কোনও মন্দির এখানে না থাকলেও কিংবদন্তি সম্রাট বিক্রমাদিত্যের আরাধ্যা দেবী হরসিদ্ধি ও নবরত্নসভা খ্যাত মহাকবি কালিদাসের উপাস্য গড়কালিকাই মূলত দুই শক্তিপীঠ উজ্জয়িনীতে। সেই শক্তিপীঠ সতীপীঠ হোক বা না হোক নিজ মাহাত্ম্যে বলীয়ান।

তাই উজ্জয়িনীর অবশ্য গন্তব্য এই দুই প্রসিদ্ধ কালীমায়ের থান। একটি গড়কালিকা। অন্যটি হরসিদ্ধি। আমরা যে নবরত্ন সভার কালিদাসের কথা জানি তিনি আক্ষরিক অর্থেই মা-কালীর দাস মানে আশীর্বাদধন্য। এই দুই পীঠই ছিল তাঁর পরম আরাধ্য। কারণ মূর্খ কালিদাস একসময় সরস্বতীর বরপ্রাপ্ত হয়েছিলেন এই দুই স্থানে উপাসনা করে। সাক্ষাৎ ৫০টি বর্ণমালার অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতীস্বরূপা

আয় মন বেড়াতে যাবি

গড়কালিকা ভর করেছিলেন তাঁর লেখনীতে। আমরা অনেকেই জানি তন্ত্রমতে কালী সরস্বতীরূপেই পূজিতা হন। সতীর দেহত্যাগের ফলে তাঁর দেহের ছিন্নভিন্ন অংশ পড়ে যে ৫১টি সতীপীঠ হয়েছিল তার দুটি উজ্জয়িনীতে এমন দাবি অসম্ভবের কিছু নয়।

পীঠনির্ণয়তন্ত্রে উজ্জয়িনী ও অবন্তী দুয়ের নামই আছে শক্তিক্ষেত্র হিসেবে কিন্তু অবন্তীদেশের ভৈরব পর্বতে দেবীর ঊর্ধ্ব ওষ্ঠ পতিত হয়েছিল দক্ষযজ্ঞের কালে সতীর দেহত্যাগের সময়। দেবী এখানে মহাদেবী যার ভৈরব লম্বকর্ণ বা নম্রকর্ণ। আবারও সেই পুরুষ ও প্রকৃতির খেলায় চিরন্তন ভাঙাগড়া।

'ঊর্ধ্বোষ্ঠো ভৈরব পর্বতে, অবন্ত্যাঞ্চ মহাদেবী লম্বকর্ণস্তু ভৈরবঃ'(পীঠ নির্ণয়তন্ত্র)।

তবে শিবচরিতে দেবীর ওপরের ঠোঁটের বদলে শুধুই ওষ্ঠ আছে। আবার ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গলে 'ভৈরবপর্বতে ওষ্ঠ পড়ে চক্র ঘায়/ নম্রকর্ণ ভৈরব অবন্তী দেবী তায়' রয়েছে।

ভারতচন্দ্র 'উজানীতে কফোণি মঙ্গলচণ্ডী দেবী/ভৈরব কপিলাম্বর শুভ যারে সেবি...' এও লিখেছেন। যাকে দীনেশচন্দ্র সরকারও মান্যতা দিয়ে তাঁর The Shakti Pithas -এ বাংলার বর্ধমানের কোগ্রামেই যে এই উজানী সতীপীঠ তার ওপর জোর দিয়েছেন। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস তাঁর অভিধানে এই পীঠস্থানকেই কোগ্রাম বলে অভিহিত করেছেন। আর তাই বুঝি উজ্জয়িনীর দুই যুগ্মপীঠ হরসিদ্ধি ও গড়কালিকার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে ঠিক কোনটি সতীপীঠ তা নিয়ে মতানৈক্যের অন্ত নেই।

বর্ধমানের কোগ্রামের উজানী আর মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনী এই দুইয়ের সেই চিরাচরিত কোন্দল নিয়ে চাপানউতোর অব্যাহত থাক।

আমরা আপাতত ধরেই নিলাম উজ্জয়িনীর মহাকালেশ্বর অথবা কালভৈরব কেউ একজন হয়তো সেই প্রস্তাবিত সতীমায়ের পুরুষ বা ভৈরব সেখানে। কারণ পীঠনির্ণয়তন্ত্রের ৫১ পীঠের তালিকায় অবন্তী হল উনচত্বারিংশ শাক্তপীঠ। অবন্তীতে দেবীর ওষ্ঠ আর উজ্জয়িনীতে দেবীর কূর্পার বা কনুই পড়েছিল দেহত্যাগের কালে।

'উজ্জয়িন্যাং কূর্পারশ্চ মাঙ্গল্য কপিলাম্বর/ভৈরব সিদ্ধিদঃ সাক্ষাদেবী মঙ্গলচণ্ডিকা।।'

তবে দেবী এখানেও মঙ্গলচণ্ডী।

পুরাকালে এক প্রবল বালুঝড়ে অবন্তীনগর চাপা পড়ে ভয়ানকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও একটি দুর্গের অভ্যন্তরে এক কালীমূর্তির কোনও ক্ষতি হয়নি। তাই গড়ের মধ্যে সেই কালীই হলেন গড়কালিকা। উজ্জয়িনী থেকে কিছুটা দূরেই গড়পার নামক এক স্থানেই এই কালী মন্দির। নবরাত্রির মেলা চলছিল সাড়ম্বরে তাই ভিড় বেশ ভালোই। বিগ্রহের ছবি তোলায় নিষেধ। কোনওমতে ডালা কিনে প্রকাণ্ড লাইনে দাঁড়িয়ে একপ্রকার তাড়াহুড়োয় ফুল মিষ্টি দিয়ে পুজো দিয়ে এসেই বাইরে থেকেই মূল মন্দিরের ছবি নেওয়া।

জনশ্রুতি আছে মন্দির যে আমলেরই হোক গর্ভগৃহে দেবী কালীর প্রস্তরমূর্তিটি নাকি মহাভারতের আমলের। প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ঐতিহাসিক নিদর্শনের ভিত্তিতে এটি শুঙ্গ থেকে পারমার যুগের বলে মনে করা হয়। পাশেই প্রাচীনতম নিদর্শন ভতৃহরি গুহা ঠিক তার আগেই দেখে এসেছি। সেখানে বিক্রমাদিত্যের সৎভাই ভতৃহরি আশ্রম গড়েছিলেন গুহার মধ্যে আর নাথযোগী হয়েছিলেন। অতএব দুয়ে দুয়ে চার করি। ইতিহাস, কিংবদন্তি, পুরাণ সব যেন মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল।

বিমূর্ত উচ্চারণ

পনেরোর পাতার পর

প্রতি মুহূর্তে ধারাবাহিক ছাঁচ ভেঙে এক ধরনের ডায়ালেকটিক্যাল উপস্থাপনা হাজির করেন তিনি। ওই যে লিখেছি, অধিকাংশ সময়েই একধরনের থিয়েট্রিকস এবং অনির্দেশ্য (আনপ্রেডিক্টেবল) অবস্থা তৈরি করেন। তা যেমন 'মেঘে ঢাকা তারা'য় প্রত্যাখ্যাত নীতার সিঁড়ি দিয়ে নামার দৃশ্যে চাবুকের শব্দ ব্যবহারের কথাই হোক কিংবা 'সুবর্ণরেখা'য় সীতা ও অভিরামের দৌড়ের সঙ্গে বেজে ওঠা দুরন্ত সেতারের গৎ হোক। ' আজ ধানের খেতে রৌদ্র ছায়া' গানটির ব্যবহার তো কালজয়ী। 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো' সিনেমায় ভূতের নৃত্যের আবহ সংগীতও ছিল দুঃসাহসিক। এই ছবিতেই তিনি দু'দুটো গানের ব্যবহারকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছে দিয়েছেন। একটি রবীন্দ্রসংগীত 'কেন চেয়ে আছো গো মা' ও অন্যটি ফকিরী গান 'নামাজ আমার হইল না আদায়।'

একদিকে যেমন রবীন্দ্রসংগীত ব্যবহার করেছেন তিনি তেমনই লোকসংগীতের ব্যবহার ঋত্বিককে অনন্য করেছে। আবার তাঁর বিভিন্ন ছবিতে রেখেছেন ভারতীয় রাগসংগীতের অনবদ্য সমস্ত সুর। এই সমস্ত সংগীতের সঙ্গে দৃশ্যের সম্পৃক্ততা একধরনের ধ্রুপদি গাম্ভীর্য প্রদান করেছে। এই সমস্ত গান ও সুর ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি বিবেচনা করেছেন স্থান-কাল ও সামাজিক বাস্তবতাকে দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে। ব্যবহার করেছেন গণসংগীত তথা মাস সং। শুধু বৃষ্টির শব্দ, রান্নার শব্দ, গাড়ির শব্দ নয়, অবাঞ্ছিত প্রোজেক্টরের আওয়াজ কিংবা ক্যানেস্তারা, ভাঙা যন্ত্রপাতির শব্দও অনায়াসে ব্যবহার করেছেন তিনি আবহ হিসাবে। তাঁর বক্তব্য ছিল, 'দৃশ্যচরিত্রের সারির পাশাপাশি বহমান শব্দচিত্রের সারির পুরোটাই মিউজিক ট্র্যাক হিসেবে গণ্য করা দরকার।' ঋত্বিক বর্তমানের তথা যাবতীয় পারিপার্শ্বিক শব্দকে বাস্তবতায় বা প্রয়োজনে পরাবাস্তবতায় প্রতিস্থাপিত করেছেন তাঁর নানা চলচ্চিত্রে। সংগীতের ক্ষেত্রে তিনি সহায়তা নিয়েছেন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, সলিল চৌধুরী, ওস্তাদ বাহাদুর খান, ওস্তাদ আলি আকবর খানের মতো দিকপাল সংগীতজ্ঞদের।

এই নিবন্ধ শেষ করার পথে ঋত্বিকের প্রিয় ছাত্র শব্দ গ্রাহক ভাস্কর চন্দভারকরের একটি লেখা থেকে কিছুটা উদ্ধৃতি রাখছি যাতে শব্দ সম্পর্কে ঋত্বিকের গভীর অনুধাবন সম্পর্কে পাঠক অবহিত হতে পারেন। ভাস্কর চন্দভারকর লিখেছেন, 'চলচ্চিত্রে সংগীতের ব্যবহার সম্বন্ধে যারা শিখতে চাইছে এমন ছাত্রদের কাছে ঋত্বিক ঘটকের বেশিরভাগ ছবি আদর্শপাঠ। সংগীতের অতুলনীয় ব্যবহার হয়েছে এমন চলচ্চিত্রের তালিকা তৈরি করতে বসলে ঋত্বিকদার 'মেঘে ঢাকা তারা' থাকবে সবার ওপরে। আর তাঁর 'সুবর্ণরেখা' বোধহয় দ্বিতীয় স্থান নেবে। সৃজনশীলতা ও কল্পনাময়তার রত্নভাণ্ডার-স্বরূপ তাঁর সাউন্ড ট্র্যাকগুলি দারুণ শিক্ষামূলক। শব্দগ্রহণের ওপর তাঁর শক্তিশালী দখল ও নিয়ন্ত্রণের পরিচয় দেয় 'মেঘে ঢাকা তারা'। শব্দগ্রহণ একজন সংগীতজ্ঞের কাছে যতটা গুরুত্বপূর্ণ, তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ চলচ্চিত্রে।' অথচ ঋত্বিক সম্পর্কিত বাংলা ভাষায় আলোচনার ক্ষেত্রে এই বিষয়টিই অত্যন্ত কম গুরুত্ব পেয়েছে।

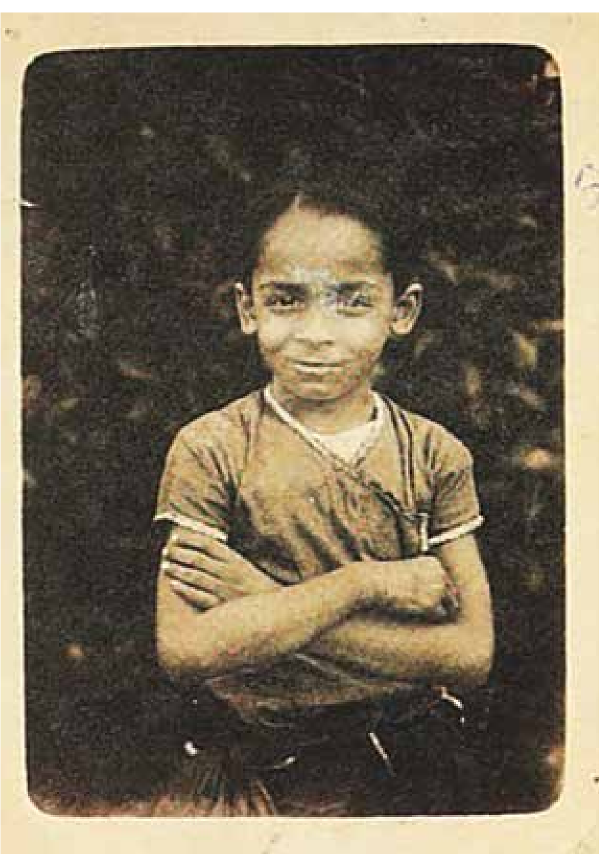

এক সংস্কৃতিঋষি

পনেরোর পাতার পর

মৃণাল স্বঘোষিত মুক্তকচ্ছ কমিউনিস্ট, আর ঋত্বিক নিজে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। একটু ভালোভাবে দেখলেই দেখা যাবে ঋত্বিকের পাজামাতে লেগে রয়েছে ওপার বাংলার পদ্মাপারের মাটি। চোখের চশমাটা শ্রেণিবীক্ষণের। শরীরটা মৃদুমন্দ আন্দোলিত হচ্ছে কোন লোকগানের সুরে। মগজে পার্টি। হৃদিতে মাতৃভাব। রক্তে গণনাট্য। ঋত্বিকের একহাতে মার্কস, আর আরেক হাতে?

ফ্যাসিবাদী উন্মত্ততা, মহামারি ও মহাযুদ্ধের সময়কার বিপন্নতাই ঋত্বিককে কমিউনিস্ট করেছিল। ১৯৪৩ সাল। বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' প্রযোজনার মধ্যে দিয়ে এই বাংলায় গণনাট্য সংঘের আত্মপ্রকাশ। কমিউনিস্ট ঋত্বিকের গণনাট্য সংঘে যোগদান আরও তিন বছর পর, ১৯৪৬-এ। ওপার বাংলার রাজশাহী কলেজ ছেড়ে ছিন্নমূল ঋত্বিক চলে এলেন বহরমপুর। তারপর দাঙ্গা বিধ্বস্ত কলকাতায়। যুক্ত হলেন আইপিটিএ-তে। আগ্নেয় সময়বৃত্তে ঋত্বিক প্রথমে কবিতা লিখতেন, তারপর ছোটগল্প, এখান থেকে নাটকে। '৫২ সালে 'ভোটের ভেট' নির্বাচনি নাটক করছেন ঋত্বিক। পরিচালনা করছেন রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন'। নিজে রঘুপতির ভূমিকায়। তাঁর প্রথম লেখা নাটক 'জ্বালা' (১৯৫০)। ১৯৫২-তে নির্মাণ করছেন চলচ্চিত্র 'নাগরিক', ওই বছরই লিখলেন 'দলিল'। তার 'দলিল' প্রযোজনা ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সর্বভারতীয় সপ্তম সম্মেলনে প্রথম পুরস্কার লাভ করে। ১৯৫১ সালেই পিসি যোশির অনুরোধে ঋত্বিক ভারতীয় গণনাট্য সংঘের কলকাতা সেন্ট্রাল ব্রাঞ্চের সেক্রেটারি হন। পিসি যোশির কাছে ঋত্বিক ছিলেন 'পিপলস আর্টিস্ট'। গণনাট্য সংঘের মূল নীতির খসড়া তৈরি করেন ঋত্বিক। 'গণনাট্য সংঘ লোকসংস্কৃতিকে জাতীয় জীবনের ব্যথাবেদনা-আশার সঙ্গে যুক্ত করবে।'– খসড়ায় এ ছিল ঋত্বিকের দৃপ্ত ঘোষণা। বলা হয়, এ খসড়ায় মাও সে তুঙের ইয়েনান ফোরামের প্রভাব ছিল। ১৯৫৪-তে ঋত্বিক ঘটক কমিউনিস্ট পার্টিকে যে দলিলটি দেন তার শিরোনাম 'অন দ্য কালচারাল ফ্রন্ট'। সুরমা ঘটক জানাচ্ছেন, সেই সময় 'নাগরিক' মুক্তি পায়নি। মনে প্রচণ্ড হতাশা। বাড়িতে প্রচণ্ড অর্থাভাব। তবু প্লেখানভ ও লেনিন ওয়ার্কস পড়ে পার্টিকে দিলেন এই দলিল। ঋত্বিক চেয়েছিলেন এই থিসিসটি নিয়ে পার্টির ভিতর মতাদর্শগত আলোচনা চলুক। কিন্তু তা হয়নি। বহু পরে ১৯৯৩-তে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য কলকাতায় কমিউনিস্ট পার্টি দপ্তরের ফাইলপত্র ঘাঁটতে গিয়ে দলিলটি খুঁজে পান। এই দলিল রাজনীতি-সংস্কৃতি সংশ্লেষণের এক মতাদর্শিক দিশা। পার্টির সঙ্গে শিল্পীর সম্পর্ক নিয়ে বহু অমীমাংসিত প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ।

কি দরকার ছিল এই দলিলের? এই দলিল লিখে তো ভোটে জিতে মন্ত্রী হওয়ার কথা না! অন্য কোনও সংকীর্ণ স্বার্থও চরিতার্থ হতে পারে না! তবে? এ দলিল নিয়ে গবেষণা করতে কলকাতায় এসেছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের এরিন এলিজাবেথ ও'ডোনেল। এই দলিলের শেষে পার্টির প্রভিন্সিয়াল কমিটির সেক্রেটারিকে ঋত্বিক লিখেছিলেন দীর্ঘ চিঠি। তার উত্তর তিনি পাননি। এই সময় নানাভাবে ঋত্বিক বিরোধিতা শুরু হয়। ঋত্বিককে 'গ্রুপ থিয়েটার' নামে নাট্যদল বানিয়ে কাজ করতে হয়। শেষমেশ ডাকযোগে একদিন পত্র এসে পৌঁছায়, তাঁকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

এরপর ঋত্বিকের সৃজনশীলতায় আসে অন্য বাঁক। কার্ল গুস্তাভ ইয়ুং-এর 'মাদার আর্কিটাইপ'-এর প্রভাব। যেমন- 'মেঘে ঢাকা তারার' নীতা চরিত্রের মধ্যে আমরা দেখি জগদ্ধাত্রী প্রতিমার আর্কিটাইপাল বিচ্ছুরণ! নীতার জন্ম জগদ্ধাত্রীপুজোতে। নীতা যে জগতের ধাত্রী। মহাকালের সঙ্গে তার মিলন হয় মৃত্যুতে। ঋত্বিক ভাষ্যে, 'তাকে আমি কল্পনা করেছি শত শত বছরের বাঙালি ঘরের গৌরীদান দেওয়া মেয়ের প্রতীক রূপে।' কোমলগান্ধার-এ অনসূয়াকে পথশিশু আঁচল টেনে ধরে, শকুন্তলা আর হরিণ শিশুর অনন্য প্রতীকী ব্যঞ্জনা! 'যুক্তি তক্কো গপ্পো'-তে দেখি বঙ্গবালার মধ্যে দুর্গা হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া। বঙ্গবালা মাতৃমূর্তিতে অভিষিক্ত হয় ছৌনাচের মুখোশের মাধ্যমে। 'কেন চেয়ে আছ গো মা মুখপানে?' নারীত্বকেন্দ্রিক কমিউনিস্ট রাজনীতি গড়ার আহ্বান গণনাট্যিক সৃজনে ঋত্বিকের উত্তুঙ্গ বিন্দু কেউই ছোঁয়ার চেষ্টা করেনি। ঋত্বিক পুরাণ বা মিথকে ব্যবহার করছেন মার্কসবাদকে ভারতীয় প্রেক্ষিতে দাঁড় করানোর জন্য। একটি দেশের আবহমান ঐতিহ্যকে ধারণ করেছেন ধমনীর উষ্ণস্রোতে। চেয়েছিলেন দুই বাংলার সাংস্কৃতিক মিলন।

আমরা জানি, স্বাধীনতার পর সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল মুম্বইয়ের প্রযোজকদের ডেকে সভা করেছিলেন। প্রচ্ছন্ন ছিল রাষ্ট্রীয় আধিপত্যবাদ। এইসময় সমবায় ভিত্তিতে 'নাগরিক' চলচ্চিত্র নির্মাণের সাহস দেখিয়েছিলেন ঋত্বিকই। 'শিল্পকে কোলবালিশ করে বাঁচতে চাই না', একমাত্র ঋত্বিকের মুখেই মানানসই। ঋত্বিক স্বতন্ত্র। কেন স্বতন্ত্র? বামপন্থী সৃজনশীল শিল্পীদের আঁকড়ে ধরা পশ্চিমী মানবতাবাদ, আর মূলস্রোতের বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রের মধ্যযুগীয় ব্রাহ্মণ্যবাদের বাইরে ঋত্বিক তৃতীয় ধারা!

বর্তমানের চলচ্চিত্রকার

পনেরোর পাতার পর

ঋত্বিক আর সেক্ষেত্রে শিল্পের জন্য শিল্প তত্ত্বকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে তিনি বেছে নিয়েছেন তাঁর নিজস্ব পথ, নিজস্ব পরিসর। আজ ঠিক এই মুহূর্তের পৃথিবীতে বাস করে আমরা বাংলাদেশ, ভারতবর্ষ, পাকিস্তান, সিরিয়া, প্যালেস্তাইন বা আফ্রিকার বহু দেশে বাস্তুচ্যুত মানুষের সঙ্গে একাকার হয়ে সেই অস্তিত্বহীনতা থেকে আশ্রয়-সন্ধানের যাত্রাপথকে অনুভব করতে পারি হয়তো-বা। ঋত্বিক আমাদের সেই উপলব্ধির জায়গাটাকে তীব্র, তীক্ষ্ণ করে তুলেছেন। তাঁর ক্যামেরা শুধুমাত্র এক যন্ত্র নয়, যান্ত্রিকতা ছাড়িয়ে ক্যামেরা হয়ে ওঠে সময়ের ভাষ্যকার। সফদার হাসমি এ নিয়ে বড় সুন্দর করে বলেছিলেন –'ঋত্বিকই প্রথমবার দেখিয়েছিলেন যে সিনেমার ক্যামেরা কেবল এক বাধাহীন আড়ি পাতার যন্ত্র নয় বরং সে হতে পারে একাধারে একজন ভাষ্যকার, দার্শনিক, ইতিহাসবিদ, সমালোচক এবং কবি।' আসলে ঋত্বিক নেহাতই এক Viewer হয়ে থাকতে চাননি, হতে চেয়েছিলেন সাক্ষী আর তাঁর ক্যামেরার লেন্স লিখে ফেলছিল সময়ের দলিল, ইতিহাসের এক উত্তরহীন অধ্যায়ের ডকুমেন্টেশন।

কিন্তু সেই ডকুমেন্টেশনে কি শুধু দেশভাগ, উদ্বাস্তু এবং এক অস্থির সময়? নিঃসন্দেহে তাঁর সিনেমায় দেশভাগ এবং ছিন্নমূল মানুষের যন্ত্রণা এক বড় পরিসরে চিত্রায়িত হয়েছে কিন্তু তাঁকে এটুকুতে বেঁধে ফেললে পরিচালক এবং সামাজিক চিন্তক হিসেবে ফ্রেমবন্দি করে ফেলা হবে। তিনি নিজে তো কোনও নির্দিষ্ট ফ্রেমে থাকতেই চাননি। তাঁর ন্যারেটিভ স্টাইল, চিত্রনাট্য, ক্যামেরার অ্যাঙ্গেল কোথাও পরিচিত ছক মানেননি, ভেঙেচুরে তছনছ করে দিয়েছেন। শিল্পের দৃষ্টিভঙ্গিতে তা কতটা সঠিক, সেটা বিচার্য নয়, সে ধৃষ্টতাও আমার নেই কিন্তু দর্শক হিসেবে আমি অনুভব করি তিনি ক্যামেরায় ধরে ফেলছেন বৃত্ত থেকে বৃত্তান্তরে ছড়িয়ে পড়া ক্রাইসিসকে, সেখানে দেশভাগ, উদ্বাস্তুর পাশাপাশি নারীও হয়ে উঠছে এক বিষয়। ঋত্বিকের সিনেমায় সামাজিক পটভূমি মূলত সাতচল্লিশের দেশভাগ-পরবর্তী সময়ে উদ্বাস্তু, অভিবাসন এবং 'সাংস্কৃতিক শূন্যতার বিকার'। সেই প্রেক্ষাপটে নারী এক অদ্ভুত সংকটের মুখোমুখি হয়। 'মেঘে ঢাকা তারা'র নীতা কিংবা 'সুবর্ণরেখা'র সীতা কেবলমাত্র সিনেমার দুটি চরিত্র নয়, সময়ের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির বা চরিত্রের সীমানা পেরিয়ে তারা হয়ে উঠেছে পরিবার, দেশ, সংস্কৃতি, ভাঙনের প্রতীক, 'mother archetype' কিংবা 'woman as nation'. এই আধুনিক, উত্তরাধুনিক কিংবা উত্তরাধুনিক-পরবর্তী সময়ে দাঁড়িয়ে নারীর সামাজিক অবস্থান, তার identity নিয়ে যখন এত চর্চা, ঠিক তখনই ঋত্বিকের সিনেমার নারী চরিত্ররা সেই ডাইমেনশনে এসে আমাদের মুগ্ধ করে। খুব সাদামাঠাভাবে উপস্থাপন নয়, এক জটিল আবর্তে তাঁর নারীরা কখনও 'voice' পায়, কখনও বা 'নীরব, নির্যাতিতা'। নীতার সেই কথাগুলো স্মরণ করি – "কখনও কোনো অন্যায়ের প্রতিবাদ করিনি, আর সেটাই তো আমার পাপ"...! ঋত্বিকের সিনেমার নারীরা কাজ করে, সিদ্ধান্তও নেয়, সামাজিক কর্তব্য করে কিন্তু পিতৃতান্ত্রিকতার চাপে শেষপর্যন্ত তাদের 'fullest freedom' প্রায়শই প্রতিহত হয়। পরিবার, পরিস্থিতি, সংস্কৃতির বন্ধনে শেষ অবধি সীতাকে আত্মহত্যা করতে হয়। নারী নিয়ে ঋত্বিক ঘটকের ভাবনা সম্পর্কে আরও বিশ্লেষণাত্মক হলে বোঝা যায় তিনি মিথ, লোককাহিনী, সাংস্কৃতিক প্রতীকের সঙ্গে সংযোগ রেখেই উপস্থাপন করেছেন তাঁর নারীচরিত্রগুলো। তাঁর সৃষ্ট চরিত্ররা কখনও 'Mother Goddess', কখনও বা 'দেশ' কিংবা 'ভূমি'। তবে নারীকে প্রতীক হিসেবে উপস্থাপনার ব্যাপারে কিছু গবেষক একটু ভিন্নভাবেও দেখেছেন, এই প্রতীকীকরণের ফলে নারীর নিজস্ব স্বর কি উপেক্ষিত হচ্ছে...! এ মতকেও আরেকদল সমালোচক অবশ্য নস্যাৎ করে দিয়েছেন। সে আলোচনার পরিসর ভিন্ন, আমার সে স্পর্ধাও নেই।

> ঋত্বিকের সিনেমার নারীরা কাজ করে, সিদ্ধান্তও নেয়, সামাজিক কর্তব্য করে কিন্তু পিতৃতান্ত্রিকতার চাপে শেষপর্যন্ত তাদের 'fullest freedom' প্রায়শই প্রতিহত হয়।

একটি স্বীকারোক্তি জরুরি, সিনেমা নিয়ে ভালো লাগার শুরু ছাত্রজীবনেই, ফলত ম্যাটিনি, ইভনিং কিংবা নাইট শো-তে নিয়মিত চালু বাণিজ্যিক মেইনস্ট্রিম ছবি দেখার পাশাপাশি সুযোগ পেলেই সমান্তরাল সিনেমা দেখার আগ্রহ ছিল প্রবল। সে তালিকায় সত্যজিৎ-মৃণাল-ঋত্বিক থেকে বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, অপর্ণা সেন, গৌতম ঘোষ হয়ে ঋতুপর্ণ কিংবা আরও কেউ কেউ। এঁদের কারও কারও সিনেমা দেখেই আমি হয়তো-বা under acting স্টাইলের কিঞ্চিৎ ভক্ত, তাই সামগ্রিক মুগ্ধতা নিয়েও ঋত্বিক ঘটকের সিনেমায় অনেকক্ষেত্রেই ওভার-অ্যাক্টিং কিংবা মেলোড্রামার আধিক্য পীড়া দিয়েছে একসময়। কিন্তু সময় যত এগিয়েছে বুঝতে পেরেছি এটা সুচিন্তিত। তিনি একদম দেশজ মাটির গন্ধকে তুলে আনতে চেয়েছেন, দেশজ উপাদানে যাবতীয় আরবান এলিটিজমকে কোথাও এক সচেতন উপেক্ষা করতে চেয়েছেন, ফলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মেলোড্রামাটিক উপস্থাপনা জরুরি হয়েছে, অন্তত তিনি সেভাবেই রিয়েক্ট করতে চেয়েছেন, সরাসরি ছুঁয়ে ফেলতে চেয়েছেন মানুষের নিরাশ্রয়তাকে। 'অযান্ত্রিক'-এ সেই কিশোর যখন জিজ্ঞেস করে বিমলের 'জগদ্দল' গাড়িটি কতদিন থেকে তার কাছে আছে, উত্তরে বিমল বলছে – 'মা যেবার গেল, জগদ্দল সেবার এলো'। শুরু থেকে বিমলের চরিত্রে কালী ব্যানার্জির অভিনয় কখনও সামান্য ওভার-অ্যাক্টিং মনে হলেও, আচমকা এমন মৃদুস্বরের জবাবে অদ্ভুত এক contrast তৈরি করে ঋত্বিক আমাদের বিষণ্ণ করলেন, মুগ্ধ করলেন এবং সেই আশ্রয়সন্ধানের ইশারাও দিলেন।

ফিরে আসি সেই শুরুর প্রসঙ্গে। হ্যাঁ, ঋত্বিককুমার ঘটক আজ শুধু প্রাসঙ্গিকই নন, অনিবার্য, নইলে এই প্রজন্ম, আগামী প্রজন্ম যে ছিন্নমূল হয়েই থাকবে, নতুন শিকড় যে গজাবেই না।

বিবর্ণ ক্যানভাস ও নীল প্রজাপতি

শাশ্বত বোস

প্রকাণ্ড একটা সাদা ক্যানভাসের গায়ে ফ্ল্যাট ব্রাশটা দিয়ে আঁকিবুঁকি, অবাধ্য আঁচড় কাটছে অনিমেষ। আজ অনেকদিন পর সে ছবি আঁকবে। হাফ হাতা গেঞ্জি আর হাফ প্যান্টে লিখে ফেলবে স্ব-যাপনে আত্মমগ্ন একটা শরীর। শরীরের ভিতর ভাঁজ হয়ে থাকা আরেকটা শরীর; বহুদিনের পুরোনো একটা শরীর! সম্ভবত কয়েক শতাব্দী পুরোনো। সে শরীরে কোনও জানলা নেই। হয়তো শরীরটার মুখে-চোখে খানিকটা ভয় লেগে থাকে। হয়তো লেগে থাকে অনেকটা বিস্ময়। সর্বদর্শী শরীরটা হয়তো আচমকা দেখায়, ক্লান্ত পতঙ্গের মতো ঘুমে ঢলে পড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে, কারও ওপর জাদুপ্রভাব বিস্তার করতে পারে। সেই শরীরটার চামড়া ফেটে বেরিয়ে এসে বেশ খানিকটা মায়াবী আলো অনিমেষের মন মাথায় ধীর গতিতে মাকড়সার জাল বোনে। জীবনের যা কিছু নিয়মিত তার কিছুটা স্রোতের অভিমুখে, কিছুটা চুনাপাথরে জমে থাকা ফসিলের মতন। নিয়মের অছিলায় সেখানে একরাশ বিবশতা শুধু মৃত্যুর মুখবন্ধ হয়ে ঝুলে থাকে অ্যাকিউট পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি থেকে অবটিউজ পঁয়ত্রিশ ডিগ্রির মাঝের কোণ ধরে। অঝোরে বৃষ্টির পর গজিয়ে ওঠা আঠালো জীবনটায় নিষ্প্রাণ গাঢ় শ্যাওলা রং লাগে। আগামী কুয়াশার গন্ধ মেখে মানুষের মনের মধ্যে কি আর মানুষ তখন তলিয়ে দেখে? জানতে চায় নতুন করে তার নিজের ভেতরের মানুষটাকে? এরপর হয়তো সেই ধূসর শরীরটা ছায়া-ছায়া আচ্ছন্নতায় ধীরে, অতি ধীরে নেমে যাবে কোনও অন্ধকার কুয়োয়, পড়ার টেবিলে ছড়ানো-ছেটানো একরাশ বইয়ের মতো অনিয়মের অস্থির আকুলতা নিয়ে। জলপাই রঙের মৃত্যুর আধিপত্য আর তার অলৌকিক ও জটিল বর্গক্ষেত্রে, একটা কৌণিক বিন্দুতে এসে দাঁড়ায় অনিমেষ, সামান্য ঠান্ডা বাতাসটুকুর হাত ধরে আসা, ফোঁটা ফোঁটা হেমন্তের ভাবনাটুকু বুকে করে নিয়ে। তার দু'চোখে গলগলিয়ে সন্ধে নামে, মাথা ভার হয়ে আসে, শরীর এলিয়ে দেয়- তবু অনিমেষ আজ ছবি আঁকবেই!

অনিমেষ দিব্যি টের পায় বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের নখটা বড় হয়েছে বেশ। গোড়ার দিকে মোটা কিন্তু আগার দিকটা সরু হয়ে ছুঁচোলো হয়েছে, ঠিক মুখভোঁতা ছুরির মতো। প্যালেট থেকে ওই নখে করেই বেশ কিছুটা ক্যাডমিয়াম রেড, ইয়েলো অকর, আল্ট্রামেরিন ব্লু আর টাইটেনিয়াম হোয়াইট খামচে তুলে এনে, রতিস্নাত জ্যোৎস্নার মতো ক্যানভাসের সারা শরীরে হরবোলা পাখির সুর এঁকে দিতে ইচ্ছা করে। বহু যুগের ওপার থেকে ভেসে আসে পাখিটার শিস। আধপোড়া ইটের ভাঁজে ভাঁজে চাপা পড়ে থাকা স্মৃতিকে খুঁচিয়ে তুলতে ওই শিসের জুড়ি মেলা ভার! এটাই হয়তো পৃথিবীর বুকে জন্ম নেওয়া প্রথম গান। এর আগেও কেউ কোনও দিন গান গায়নি, পরেও না। প্যালেট নাইফটার কাজ কেড়ে নিল শুধু অনিমেষের বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলে গজিয়ে ওঠা এই নখটাই! বিষয়টা ভিতরে-ভিতরে ভীষণ তাতিয়ে দেয়। ক্যানভাসজুড়ে তখন বিস্তৃত একটা নিবিষ্ট সমকোণী সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ। কোনও অজানা মানবীর মুখের বেস লাইনস- পোর্ট্রেট পেন্টিংয়ের একদম প্রাথমিক ধাপ। অনিমেষের জীবনটা যেন তার ঠিক দুটো বাহুতে এসে দাঁড়িয়েছে, যেন গন্তব্যের দু'দিক। আজকাল সে যেন দুটো সম্পূর্ণ পৃথক মানুষ, দুটো আলাদা আলাদা রঙের মনওয়ালা দুটো পৃথক জীবন যেন সর্বক্ষণ ভর করে থাকে তার ওপর; কোরা কাপড়ে বেশ খানিকটা সাদা আর অল্প কালো মিশে গিয়ে তৈরি হওয়া ছাই রঙের একটা জীবন। তোলপাড় ধুলোঝড়ের মতো আস্তে আস্তে সে জীবন কালো হয়ে আসে, মিহি সুতোপাড়ে জমা হয়ে আসা থকথকে আলকাতরার মতো-- নির্জন, নির্বাক, নগ্ন! আবার ঠিক তার উলটোপিঠে হলুদ, কালো আর লাল মিশে সংগম লবণের ভারে মেহগনি রঙের ঘনঘোর, অশিষ্ট একটা মন। ভিজে নিঃশেষ হয়ে যাবার মত্ত একটা জেদে যার অসুখের পরোয়া নেই। যেন রুক্ষ মরুভূমির মতন। এই প্রবল জলকষ্ট আবার এক ঢোঁকেই ভেতরে জল থইথই! ভ্রম আর ভ্রমর সেখানে বাস করে আলোর সমকামী হয়ে। এই প্রখর মে মাসের দুপুর, যে দুপুরে ঠাঠা রোদে তৃষ্ণার্ত কাক একফোঁটা জল না পেয়ে ছটফট করে। বছর বিয়াল্লিশের বিধবাকে একমাত্র ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে ট্রেনে ট্রেনে ঘুরে পেন-পেন্সিল-চিরুনি ফেরি করতে হয়। গনগনে ইমারতের গা বেয়ে ইটের পাঁজা মাথায় নিয়ে বারোতলার ছাদে উঠতে হয় বছর ছত্রিশের স্বামী পরিত্যক্ত খুশবুকে। একটা নিরেট লালসার প্রতিক্রিয়াহীন অভিব্যক্তি যখন পোড়ায়, ভেপসে যাওয়া ঘামের গন্ধে বিবর্ণ শরীরগুলোকে, তখন সেই অপরিসীম কষ্ট আর লড়াইয়ের সমান্তরাল জগতে বসে কেবল ছবি আঁকে অনিমেষ, মধ্য কলকাতার পুরোনো, জীর্ণ বাড়িটার দোতলার এই বন্ধ ঘরটায় বসে।

ঠিক এখানেই রক্তগোলাপের ছিটে হয়ে ক্যানভাসে প্রবেশ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপে বিকশিত হওয়া স্যুররিয়ালিজমের দৃশ্য ও পোশাকের কাল্পনিক বন্ধনে তৈরি ইমেজারি আর 'কাইফোর্ড স্টিল'-এর হাত ধরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় চালু হওয়া 'অ্যাবস্ট্রাক্ট এক্সপ্রেশনিজম'-এর নীলচে মিশেলে মূর্ত, রাতের বাঁকে পথ হারিয়ে ফেলা উতল চন্দ্রভাগা! অনিমেষের শুধু মনে হয়, যেন প্রাগৈতিহাসিক কালের থেকে সে দাঁড়িয়ে আছে ক্যানভাসটার সামনে। ক্যানভাসটা ধূপকাঠির মতো নগ্ন হয়েছে শুধু ব্রাইট ব্রাশ, ওয়াশ ব্রাশ, ফিলবার্ট ব্রাশ আর এগবার্ট ব্রাশের খোঁচায়; ড্রাই ওয়াশিং, স্ক্র্যাম্বলিং, গ্লেজিং, হ্যাচিং ইত্যাদি স্পেসিফিক ব্রাশিংয়ের সোহাগে আদরে! শুধু এই নখ আর রং দিয়েই হয়তো এঁকে ফেলতে পারবে সেই মুখ। সুন্দর আর মাঝামাঝি রকম দেখতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে যে মুখ, গন্ধ ফুরোনো আরব্যরজনীর সময় থেকে স্মৃতির ঘুঙুর পায়ে। ঘন-ঘিঞ্জি-ভয়-হত্যা-আতঙ্কের গলিতে বসে যে মুখটার ধ্যান করেছে অনিমেষ সেই কিশোরবেলা থেকে। আবার সেই মুখটা দেখলেই হয়তো মাঝে মাঝে স্ব-মেহনের ইচ্ছে জেগেছে। কয়েকটা মুখ অনিমেষ অনায়াসে এনে বসাতে পারে এই মুখটির জায়গায়। সাইকেলের চাকার ধুলোকাদা মেখে কয়েকটা মানুষ এভাবেই বেঁচে আছে আজও, অনিবার্য ঘুমঘুম নির্জনতার হাত ধরে। যেমন, খুকিদি।

ছোটগল্প

> প্যালেট থেকে ওই নখে করেই বেশ কিছুটা ক্যাডমিয়াম রেড, ইয়েলো অকর, আল্ট্রামেরিন ব্লু আর টাইটেনিয়াম হোয়াইট খামচে তুলে এনে, রতিস্নাত জ্যোৎস্নার মতো ক্যানভাসের সারা শরীরে হরবোলা পাখির সুর এঁকে দিতে ইচ্ছা করে। বহু যুগের ওপার থেকে ভেসে আসে পাখিটার শিস।

বৈজয়ন্তীমালার মতো ধীর এক্সপ্রেশন খেলা করে যেত খুকিদির মুখজুড়ে। কোনও এক অনুভূতি প্রখর দুপুরে ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতা পড়ানোর সময় মুখটা গাঢ় সেপিয়া টোনে হালকা ব্রাউনিশ হাইলাইটিংয়ের মতো করে খুকিদি বলেছিল, 'তুই বাড়ি যা বাবলু, কাল থেকে আর আসিস না।' সেই খুকিদির বডিটা যখন শেষবারের মতো পাড়ায় এল, ফর্সা মুখে তখন ছোপ-ছোপ নীল। যেন লাইট বেসের ওপর আর্টিস্ট স্পঞ্জে করে উইনসর ব্লু রঙে রাঙিয়ে দিয়েছে! হয়তো এরই ভালোর নাম নিঃসঙ্গতা। এই নিঃসঙ্গতার উপর মাদুর পেতে দীর্ঘদিন শুয়ে থেকেছে অনিমেষ খুকিদির ডেডবডির দিকে চেয়ে- একটা ভীষণ টাটকা বডি। আইভরি কালারের একটা ব্যাকলাইট এসে পড়েছে মুখটায়- যেন এক্ষুনি ডাকলেই উঠে বসবে! নিজের মন এবং অঙ্ক কষতে না-পারা জীবনের সবটুকু অভিজ্ঞতা ছেঁচে নিয়ে, সব স্বপ্নকে হিঁচড়ে নামিয়ে এনেছে অনিমেষ সেই অন্ধকার কুয়োটার ধারে, যেখান থেকে কেউ আত্মহননের পথ সহজেই বেছে নিতে পারে। ছোটবেলায় মা অনিমেষকে আঁকা শেখাতেন। মায়ের সেই ঢলঢলে মুখটা যেন খুব বেশি মনে পড়ে ইদানীং। মায়ের দুটো চোখে সে দেখতে পায়, দেখতে পাওয়াকে ছাড়িয়ে অসীমে। ঠিক যেখান দিয়ে চলে গেছে একটা ফাঁকা রাস্তা; যে রাস্তাটা দিয়ে কেউ কখনও হেঁটে আসেনি।

তবু ক্ষণজন্মা শিল্পীর মতো আলুথালু স্বপ্নের স্পাইরাল পথ বেয়ে, একবার ঠিক করে মুখটা এঁকে ফেলতে চায় অনিমেষ। ডার্ক ব্যাকগ্রাউন্ডে ফুটে ওঠা মুখটার নাকের কাছে রিগার ব্রাশটা ঘষে ঘষে নোজ ব্রিজটা সরু করতে থাকে, ওপরের ঠোঁটটাকে আরেকটু মোটা। চোখদুটো আরও সাদা হবে; তিরিশ বছর আগের দিনে ফুলশয্যায় পাতা চাদরের মতো সাদা- বেশ সতর্ক তুলির আঁচড়! আয়নার ওপার থেকে এক্ষুনি হয়তো উঁকি দেবে একগাদা লোক। অনেকটা একরকমের দেখতে! বসিয়ে দেবে গোল টেবিল। বলে উঠবে, 'তোমার ছবি, তোমার তুলি এক্সপ্রেশনিজমের ধার দিয়েও যায় না। কিচ্ছু হয়নি! আবার নতুন করে শেখো। নন্দলাল, যামিনী রায়, হেমেন মজুমদার, যোগেন চৌধুরী দেখো। হেঁটে যাও নির্জন পথের সেই রাস্তা দিয়ে, যেখানে আশপাশে ছড়িয়ে আছে শুধু কয়েকটা ল্যাম্পপোস্ট আর গাছ। সেদিকে তাকিয়ে আপনমনেই বলে ওঠো তারপর- ফুল ধরেছে!' ঠিক এরপরেই লোকটার মুখের ভাবভঙ্গি পালটে যাবে। মুখাবয়বে ধীরে ধীরে ফুটে উঠবে বিপন্নতা আর বিষণ্ণতার আখ্যান, বলে উঠবে, 'মেয়েদের বুকে মাথা রেখেছ কোনওদিন? মেয়েদের শরীর আঁকতে শিখেছ?' আয়নার ওপারের সারা শরীরজুড়ে তখন চিৎকার করতে চায় অনিমেষ! পৌরাণিক অভিশাপের মতো নিশ্চল কেউ তখন মন্ত্রের মতো বলে যায় ওকে, 'শান্ত হ, শান্ত হ।' মন্ত্রের ভেতর থেকেই যেন একটা তোলপাড় ফেনিয়ে ওঠে। খুব ইচ্ছে করে পালকবিহীন পাখিদের মুখ আঁকে, বদলে দেয় গোটা পৃথিবীর জ্যামিতি। 'ইথানেশিয়া', এই একটা শব্দ। তাকে ঘিরে যেন অনেকে এসে দাঁড়ায়। অনিমেষ ঠিক মাঝখানে, একেবারে একা! এই পালটে যাওয়া সময়টাতে নিজেই নিজের সাথে কথা বলে অনিমেষ। কথা বলার যে আর কেউ নেই। অনিমেষ এখন নিজেই নিজের বন্ধু, নিজেই নিজের অভিভাবক, আবার কখনও নিজেই নিজের শত্রু! নিজেই একহাতে নিজের গায়ে চিমটি কাটে, অপর হাত দিয়ে শান্ত করে। 'ডিসোসিয়েটিভ আইডেন্টিটি ডিসঅর্ডার' রোগটার আগের নাম ছিল বোধহয় 'মাল্টিপল পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার'। আমার আমিটা আস্তে আস্তে হারিয়ে যায়। এ রোগের যত বয়স বাড়ে তত মানুষ আরও বিবর্ণ, অস্পষ্ট ও অগভীর হয়ে যায়। শুধু তার মাথার মধ্যে সেঁদিয়ে থাকা লোকগুলো তখন বেরিয়ে আসে বেশি করে, চ্যাঁচামেচি করতে থাকে ব্যস্ত রাস্তায় যান্ত্রিক হর্ন দিতে থাকা গাড়িগুলোর মতো।

অনিমেষ পাশের টেবিলে রাখা বিষের শিশিটার দিকে হাত বাড়ায় ধীরে ধীরে। সেটার শরীরে তখন কচুরিপানার নীল। ঠিক যেমন একটা নীল প্রজাপতি বসেছিল সেদিন খুকিদির গালে, শরীরে যার অজস্র ক্ষত!

কবিতা

উত্তরণ
অভিজিৎ সেন

বৃশ্চিকের পায়ে নুয়ে আছে মাথা
দু'বেলা কুর্নিশ করে সমবেত মোসাহেব
না হলে পৃথিবী হারিয়ে ফেলবে যেন নিজের গতি
একটি খাদ তোমার কৃতিত্ব স্তম্ভ
পদ পরিবর্তনের ঝঞ্ঝা থেমে গেলে
তোমার পিচ্ছিল পথে দাঁড়িয়ে আছে গিলেটিন
মেডুসা পাথর করে দেবে জানি
আমি তবু পাথর ঠেলে উঠে যাব পাহাড়ের চূড়ায়
নদীর তরঙ্গ থেকে আঁজলা করে প্রেম ছড়িয়ে দেব পাথরে
সঞ্জীবনী বিদ্যা থেকে একটি ঋক তুলে নিয়েছি
তোমার শুষ্ক মনে বৃষ্টি আনব বলে।

চৌমাথা
মৌমিতা সরকার

হৃদয়ের ঠিক চৌমাথায় একটা আখড়া
প্রতি সন্ধ্যায় সেখানে অনুভূতিরা আসে
আড্ডা দেয়, চা খায়, তর্ক করে।
কোনও কোনও দিন হাতাহাতি পর্যন্ত!
তারপর, তারপর শহরে অন্ধকার গাঢ় হলে
একে একে পায়ে হেঁটে বাড়ি ফেরে তারা
এইভাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী
অনুভূতিরা আসে, ফিরে যায়
পানের পিকের মতন কিছু খয়েরি রঙ শুধু
দেওয়ালে মেখে রাখে।
কী চায় ওরা?
চৌমাথার আখড়ায় ফসিলের জন্ম দেবে?
এইভাবে পিক জমতে জমতে
আখড়ার শরীর ক্রমশ রক্তে ভরে যায়!
তারপর শতাব্দীর পর শতাব্দী...
একভাবে দাঁড়িয়ে থাকে একটা চৌমাথার মোড়
একটা নির্জন রাস্তা, কতগুলো ভাঙা কাপ
পানের পিক, আধখাওয়া সিগারেট
অন্ধকার, নিস্তব্ধতা, আর
আর একটা শূন্য হৃদয়।

তালগাছ
চৈতালি ধরিত্রীকন্যা

এই যে মেয়ে বোরখা পরছ
চলার পথে হোঁচট খাচ্ছ
টেবিল টেনিসের বোর্ডটার কী খবর এখন!
ঘোমটা দিয়ে মুখ ঢাকার দিন আর নেই
সম্মানবোধ পরস্পরের।
তুমি সেই শিক্ষাই অর্জন করো
যেন তুমি সামনে দাঁড়ালেই
সব বিবাদ তরল হয়ে যায়--
তোমার মেরুদাঁড় তোমারই
তুমিই তোমার নৌকার পাল
হেলে চোলো না
সোজা পথটা দেখো
ঝুঁকে কথা বোলো না
ঘাড়টা সোজা রাখো
চোখটা সমান রাখো।
তালগাছের বড় হতে সময় লাগে
আর বড় হয়ে গেলে যুগ যুগ টিকে থাকে
মনে করিয়ে দিই
তিনি কিন্তু
এক পায়েই দাঁড়িয়ে থাকেন।

মিথ
সুবীর সরকার

সব জনপদের নিজস্ব এক গন্ধ থাকে
আমরা ঢুকে পড়ি দশ নদী, বিশ ফরেস্টের ভেতর
এই ভূখণ্ডের যত গাছপালা।
বালি ও মাটির বহতা বিস্তার।
হাওয়ায় পুরাণ কথা, জন্মাতে থাকা মিথ
আলপথে দোতরা বাজে
হেসে ওঠেন আমাদের টগর অধিকারী।

রেডক্রস
অনুভব দে

আইসিইউ বেড থেকে শোনা গেল
ভগবান বাঁচিয়ে দিন, খোদা দয়া করুন,
ঈশ্বর সদয় হোন।

প্রাণ বাঁচালেন ডাক্তার।
তাঁকে ফুল দেওয়া হল না।

ফিরে আসার কবিতা
তুহিনা সুলতানা

স্মৃতি-সন্নিবেশে দুঃখের গোপন আলো
প্রাণের অতল বিস্তারে জেগে আছে ঘন
ভোরের কুয়াশা মেখে খেলা করে হাঁস
ঢেউ ভেঙে ঘুমের ভিতর স্বপ্ন খুলে বসি
শান্ত পুকুরের মতো তোমার গ্রীবাভঙ্গি
কোন পথে ছড়িয়ে দিলে দ্রুত আগুন?
আশ্চর্য অস্থির হয়ে ধরে রাখি প্রিয় জল
মন একা পড়ে থাকে অতীতের ছায়ায়।
মহাসময়ের উপর দাঁড়িয়ে আছি আজও
আমি কেউ নই, চাকার ঘূর্ণন জুড়ে গতি
ভুলে যাওয়া স্বভাবগত, দু'চোখের ফাঁকি।
কতটুকু চিনেছি জীবন, সামান্য আয়ুর সাজ
কীভাবে লিখব বলো হারানো পথের ভাষা
তোমারই আঙুল ছুঁয়ে ভালোবাসায় ফেরা...

উত্তরের কবিমুখ

পঙ্কজ ঘোষ

ভীষ্ম

শুধু আপনার প্রতিজ্ঞার জন্য
কৃষ্ণের এত বাড়বাড়ন্ত
শুধু আপনার জন্য
একজন অন্ধ রাজা হয়ে
রাজ্যকে নিয়ে যায় উচ্ছন্নের দিকে

শুধু আপনারই জন্য
কত কত মানুষ মরে গেল,
কত ঘর মরে গেল,
কত আগামী মরে গেল।

শরশয্যায় শুয়ে এসব না-ভেবে
আরেকটু আগে মানুষের মতো ভাবলে
আপনিই আদর্শ হয়ে উঠতেন আমাদের

শিলিগুড়ি নিবাসী পঙ্কজ ঘোষ বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় স্নাতকোত্তর। পেশায় শিক্ষক পঙ্কজের স্কুল জীবন থেকেই লেখালেখির সূত্রপাত। 'উত্তরের কবিমন' পত্রিকার সম্পাদনা করছেন দীর্ঘ ১২ বছর ধরে। প্রথম কবিতা প্রকাশ বৈতানিক পত্রিকায়। এরপর কৃত্তিবাস, কবিতাপাক্ষিক, কথাসোপান, পদ্য, মল্লার সহ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় কবিতা প্রকাশিত। তাঁর কবিতায় নিসর্গ, প্রেম-অপ্রেম, জটিল জীবনের কাব্যিক বর্ণনায়ন স্থান পায়। সমাজ বাস্তবতা বা রাজনীতি যেমন কবিকে ভাবায় তেমনি সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন সুখ-দুঃখ তাঁর লেখায় মূর্ত হয়ে ওঠে অনায়াস ভাষ্যে। 'অন্ধনগর ও চাঁদের বাগানবাড়ি' কবির একমাত্র প্রকাশিত বই। এই বইয়ের জন্যই পেয়েছেন কৃত্তিবাস পত্রিকার 'তারাপদ রায় সম্মাননা'। বই পড়া, সিনেমা দেখার শখ রয়েছে।

সপ্তাহের সেরা ছবি

চিকিৎসা চলছে।। কেন্টের (ইংল্যান্ড) একটি অভয়ারণ্যের বাঘের হাঁটাচলায় সমস্যা হওয়ায় তাকে সিটি স্ক্যানে নেওয়া হচ্ছে।

বিজয়ীর মুকুট, বিজেতার সাজ
নতুন কেউ তা পড়বে আজ

স্বপ্ন বোনার সময় এখন

তূণীর

সোফি মোনেনিউয়ের বলটা কাট করে সীমানার বাইরে পাঠিয়েই জেমির কোলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন আমনজ্যোৎ। সতীর্থরা একে একে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরেছেন দু'জনকে। জেমির নীল জার্সিতে লালমাটির ছোপ। জোড় হাতে দর্শকদের অভিনন্দন কুড়াচ্ছেন। আবেগে, আনন্দে চোখের জলের বাঁধ ভেঙেছে। পাথর চাপা পাহাড়ি ঝোরা নতুন পথের দিশা পেয়ে বিহ্বল। সে আর কোনও হারিয়ে যাওয়া ঝোরা নয়, উচ্ছ্বল ঝর্না...

ফ্ল্যাশ ব্যাক, ৯ অক্টোবর। ঘরের মেয়েকে কৈলাসে পাঠিয়ে বাঙালি তাঁর প্রাত্যহিক অভ্যাসে ফিরছে। ভাইজাগে ভারতের মুখোমুখি লরা উলভার্টের প্রোটিয়া বাহিনী। ৯১-১ থেকে ভারত হঠাৎ ১০২-৬! সুইপ করতে গিয়ে চলতি বিশ্বকাপে দ্বিতীয়বার শূন্য রানে ফিরে গিয়েছেন জেমি। ব্যাট হাতে নামছেন সদ্য বাইশের চৌকাঠ পেরোনো রিচা ঘোষ। রিচা প্রথমে আমনজ্যোৎ-এর সঙ্গে ধসে যাওয়া ইনিংস মেরামত করলেন। তারপর বিধ্বংসী ৯৪ রানের একটা ইনিংস খেলে বোলারদের লড়াইয়ের ভিত্তি তৈরি করে দিলেন। নাদিন ডি ক্লার্কের অনবদ্য ব্যাটিং-এর সৌজন্যে ভারত শেষ পর্যন্ত ম্যাচটা হেরে যায়। কিন্তু রিচা সেদিন একটা ম্যাজিক করে গেলেন। কিংবদন্তি বলে, আঠারো শতকে বিলেতের মহিলারা ক্রিকেট খেলার উদ্ভাবন করেছিল! এখন যাঁর নিয়ন্ত্রক ভারত। অথচ আজ সে বড়ো পুরুষতান্ত্রিক। রিচার ইনিংস চলতি মহিলা বিশ্বকাপকে পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে এল।

যদিও উন্মাদনা দীর্ঘস্থায়ী হল না। পরের ম্যাচে ভারতের খাঁড়া করা পাহাড়প্রমাণ রান তাড়া করে জিতে গেল অস্ট্রেলিয়া। বিশ্বকাপ শুরুর আগে বোলিং নিয়ে যে আশঙ্কা ছিল, অ্যালিশা হিলি তা সত্যি প্রমাণ করলেন। অনভিজ্ঞ ক্রান্তি গৌড় এবং আমনজ্যোৎ জুটি পাওয়ার প্লে-তে উইকেট তুলতে ব্যর্থ। শিশিরে বল পরে পিছল হয়ে যাচ্ছে। সারা বছর ভালো বল করা স্নেহ রানা বলের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারছেন না। দীপ্তি শর্মা উইকেট পেলেও বাধ্য হয়ে অতিরিক্ত আক্রমণ করতে গিয়ে প্রচুর রান দিয়ে ফেলছেন। একমাত্র শ্রীচরনী ভেজা বল ভালো নিয়ন্ত্রণ করছেন। প্রতি ম্যাচে প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে ভারতের পাঁচ বোলার থিওরি, আধুনিক ক্রিকেটে অচল। ভারত অগত্যা বাধ্য হয়ে পাওয়ার প্লে স্পেশালিস্ট রেনুকাকে ফেরাল। পরিসংখ্যান বলছে, পাওয়ার প্লে-তে ভারতের বোলাররা গ্রুপ পর্যায়ে মাত্র সাত উইকেট তুলেছেন। অন্যদিকে, মিডল ওভারে প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ডট বল করলেও, স্নেহরা ওভার পিছু সবচেয়ে বেশি রানও দিয়েছেন। অর্থাৎ তাঁরা প্রতিপক্ষের ওপর চাপ বজায় রাখতে পারেননি।

ষষ্ঠ বোলারের প্রয়োজনে দল থেকে বাদ পড়লেন জেমি! অথচ প্রত্যাশামাফিক খেলতে না পেরেও দলে থেকে গেলেন হরলিন! আসলে হরলিনকে না বসানোর পিছনে অমল মজুমদারের গোঁড়ামি দায়ী। বিশ্বকাপের পরিকল্পনা শুরুর সময় থেকেই অমল প্রতীকার মতো আরও একজন ব্যাটার চাইছিলেন, যিনি স্মৃতিকে সঙ্গ দেবেন। জেমি ততদিনে নিজেকে পাঁচ নম্বর ব্যাটার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছেন। ভুলে গেলে চলবে না, পাঁচ নম্বরে ব্যাট করে গত এক বছরে জেমি পৃথিবীর সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক। ভারতের ব্যাটিং-এর কৌশল হল, পাওয়ার প্লে-তে উইকেট বাঁচিয়ে রান করা। স্মৃতিকেন্দ্রিক এই পরিকল্পনা বিশ্বকাপের আগে পর্যন্ত ফল দিয়েছিল। তারপর হরমন, দীপ্তি, জেমি মাঝের ওভার শাসন করতেন। ডেথ ওভারে রিচা, আমনজ্যোতের ফিনিশ। এই বিশ্বকাপেও তার অন্যথা হয়নি। পাওয়ার প্লে-তে ভারত যেখানে গড়ে ৪৮.৭ রান তুলেছে, মাঝের ওভারে গড়ে উঠেছে ১৭৫ রান। অন্যদিকে ডেথ ওভারে উঠেছে গড়ে ৭৭.৫ রান। যা সেনা দেশের গড়ের (৬০.২) থেকে অনেকটাই বেশি। ভারত জেমিকে বসানোর চরম ফল ভুগল ইংল্যান্ড ম্যাচে। আবারও জেতা ম্যাচ মাঠে রেখে এলেন হরমনবাহিনী। মনুবাদীরা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। শুরু হল পুরুষতন্ত্রের হিংস্র আস্ফালন।

কিউয়িদের বিরুদ্ধে মরণ-বাঁচন ম্যাচে, ফের পাঁচ বোলারে ফিরে গেলেন অমল অ্যান্ড কোং। মনে হচ্ছিল গত বিশ্বকাপের মতো এবারেও খোলসে ঢুকে যাচ্ছে ভারত। স্মৃতি ও প্রতীকা প্রথম উইকেটের জুটিতে বিশ্বরেকর্ড করলেন। অমল অবশেষে তূণীরের সবচেয়ে কাঙ্খিত অস্ত্রকে তিন নম্বরে জ্যা মুক্ত করলেন।

জেমি আবার প্রমাণ দিলেন, ভারতের মহিলা ক্রিকেটে তিনিই সব ফর্ম্যাটের সেরা তিন নম্বর ব্যাটার। বিশ্বকাপের বড় মঞ্চে সাফল্য পেতে শুধু নিবিড় পরিকল্পনা করলে হয় না, একটু ভাগ্যের সাহায্যও প্রয়োজন। সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিকল্পনা পরিবর্তনের সাহস। অমল-হরমন, দেরিতে হলেও সেই সাহস দেখিয়েছেন।

কাট টু, ৩০ অক্টোবর। ডাগ আউটে অমলের বুকে মুখ লুকিয়ে কাঁদছেন হরমন। এই মধ্য তিরিশে, আজও তিনিই ভারতের বড় ম্যাচের ভরসা। ইংল্যান্ড ম্যাচের পর কার্যত অন্তরালে চলে গিয়েছিলেন। আবার দলের প্রয়োজনে জ্বলে উঠলেন, আবারও ম্যাচ শেষ করে আসতে পারলেন না। কিন্তু এবার আগের পুনরাবৃত্তি হয়নি। জেমি-দীপ্তি-রিচা-আমনজ্যোতের হাত ধরে চিত্রনাট্য বদলাল। তবে অজি বধ হয়েছে। বিশ্বজয় কিন্তু এখনও হয়নি।

ইতিহাসে প্রথমবার ইংল্যান্ড বা অস্ট্রেলিয়া বিহীন একদিনের বিশ্বকাপ ফাইনাল আজ। গত এক বছরের সবচেয়ে ধারাবাহিক দুদল মুখোমুখি হতে চলেছে। দু-দলই এই বিশ্বকাপে চূড়ান্ত উত্থান পতনের সাক্ষী। দু-দলই অনেকটা একইরকমের ক্রিকেট খেলে। হেমন্তের শিশির ভেজা মাঠে টস খুব গুরুত্বপূর্ণ। স্মৃতিকে প্রমাণ করতে হবে, তিনি বড় ম্যাচের প্লেয়ার। দক্ষিণ আফ্রিকার স্পিন বিভাগ দুর্বল। ভারতীয়রা জোরে বল ভালো খেলে। শেফালির হারানোর কিছু নেই। কাপের শুরুর ওভার সামলে নিলে, ভারত প্রতীকার অভাব বুঝবে না। জেমিকে সেমির শতরানের নিরুত্তাপ মূহুর্ত থেকে শুরু করতে হবে। এখনও কাজ শেষ হয়নি। রাতে বল করতে হলে রাধার গুরুত্ব বাড়বে। রাধার আন্তর্জাতিক টি২০-তে শতাধিক উইকেট আছে। তিনি মার খেতে পারেন, কিন্তু মোক্ষম সময়ে উইকেট শিকারের প্রবণতা আছে। সেমিফাইনালে যেমন পেরির উইকেট তুলে নেন। আমনজ্যোতের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। রেনুকার প্রথম স্পেল খুব গুরুত্বপূর্ণ। একটা ভালো বল দরকার, যেটা উলভার্টের উইকেট খুঁজে নেবে। গ্রুপ লিগের মতো টাইরনকে ব্যাটে বলে মাঝের ওভার নিয়ন্ত্রণ করতে দেওয়া যাবে না। নাদিন ডি ক্লার্ক বা রিচা ঘোষদের মতো খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে অবশ্য পূর্বপরিকল্পনা খাটে না। বেলাশেষে যেকোনও ফাইনাল স্নায়ুর লড়াই। যে লড়াই নির্ধারণ করবে- কাপ আরব সাগরের তীরে থাকবে না ভারত মহাসাগর পাড়ি দেবে।

স্মৃতিকে প্রমাণ করতে হবে তিনি বড় ম্যাচের প্লেয়ার। শেফালির হারানোর কিছু নেই। কাপের শুরুর ওভার তিনি সামলে নিলে ভারত প্রতীকার অভাব বুঝবে না। জেমিকে সেমির শতরানের নিরুত্তাপ মুহূর্ত থেকে শুরু করতে হবে। রাতে বল করতে হলে রাধা গুরুত্বপূর্ণ। অজি বধ হলেও কাজ এখনও শেষ হয়নি।

ভারত এবং দক্ষিণ আফ্রিকা একদিনের ক্রিকেটে শেষ এক বছরে সবচেয়ে ধারাবাহিক দুটি দল। চলতি বিশ্বকাপে দুটি দলই চূড়ান্ত উত্থানপতনের সাক্ষী। গ্রুপ লিগে একটি দল যখন দু-বার অলআউট হয়েছে ১০০ রানের নীচে, অন্য দল তখন মুখোমুখি হয়েছে পরপর তিন ম্যাচ হারের। সমস্ত কিছু কাটিয়ে আজ তারা ফাইনালে।

ভারত কিংবা দক্ষিণ আফ্রিকা যারাই জিতুক, সেই দেশের মেয়েদের ক্রিকেট আজকের পর বদলে যাবে।

হলুদাভ সবুজ ভোরের অপেক্ষায়

তন্ময় মল্লিক

কোনও ঘটনা প্রথম ঘটলে সকলে অবাক হয়। দু'বার ঘটলে কাকতালীয় বলা যায়। কিন্তু বারবার ঘটলে লালমোহনবাবুর ভাষায় কালটিভেট করে দেখার প্রয়োজন পড়ে বই কি। দক্ষিণ আফ্রিকার মহিলা ক্রিকেট দলের ব্যাপারটাও খানিক সেরকমই। তাদের ২০২২ টি২০ বিশ্বকাপের ফাইনালে পৌঁছোনো অনেকের কাছে বিস্ময় জাগিয়েছিল, ২০২৪-এও যখন একই জিনিস হল সেটা কাকতালীয় মনে হয়েছিল বহু মানুষের। এবার যখন প্রথমবার বিশ্বকাপের ফাইনালেও পৌঁছে গেল, তখন তাদের নিয়ে আগ্রহ বাড়ল। কিন্তু মহিলা ক্রিকেট সম্বন্ধে সামান্যতম ওয়াকিবহাল ব্যক্তিমাত্রই জানেন, এটা কোনও অঘটন নয়। বরং দীর্ঘদিন ধরে দক্ষিণ আফ্রিকা দল এইরকম ধারবাহিকতার সঙ্গেই খেলে চলছে।

বুধবার গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামে বৃষ্টির সঙ্গে মেঘের গর্জনের পূর্বাভাষ ছিল। গর্জন হল, তবে সেটা লরা উলভার্টের ব্যাটে, মেরিজেন কাপের বলে। তাঁদের সঙ্গে যোগ্য সঙ্গত করল পুরো দল। এবারের বিশ্বকাপে ফেভারিট হিসেবে শুরু করলেও এই বর্ষাপাড়াতেই ইংল্যান্ডের সামনে ৬৯ রানে ভেঙে পড়তে হয়েছিল। আবার গায়ে উঠেছিল 'চোকার্স'-এর তকমা। এরপর অবশ্য গ্রুপ স্টেজেই অসাধারণ কামব্যাক দেখিয়ে সেমিফাইনালে জায়গা নিশ্চিত করেন উলভার্টরা। যদিও গ্রুপপর্বের শেষ ম্যাচে আবার 'অপরাজেয়' অস্ট্রেলিয়ার কাছে দুরমুশ হওয়া কিছুটা চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল। কারণ এরপর সেমিতে ফের মুখোমুখি হতে হত ইংল্যান্ডের। ২০১৭-তে যাদের কাছে হেরেই ফাইনালের স্বপ্ন চুরমার হয়েছিল। তবে সবকিছুই স্ট্রেট ব্যাট আর বুদ্ধিদীপ্ত অধিনায়কত্বের জোরে মাঠের বাইরে ফেলে আজ ফাইনালে ভারতের মুখোমুখি তাঁরা। ফাইনালের আগে প্রোটিয়াদের শক্তি-দুর্বলতা দেখে নেওয়া যাক।

শক্তি :

১. অধিনায়ক লরা উলভার্টের ব্যাট হাতে ফর্ম ও সীমিত ক্ষমতার মধ্যে দলকে অসাধারণভাবে চালিত করানোর ক্ষমতা এই দক্ষিণ আফ্রিকা দলটার অন্যতম বড় শক্তি। দেশের দুই কিংবদন্তি মিগনুন ডু প্রিজ ও ডেন ভ্যান নিয়েকার্ক গত একযুগ ধরে ধীরে ধীরে যে মশলা মজুত করে দিয়ে গিয়েছেন তা দিয়ে নিজের মতো করে সুস্বাদু বিরিয়ানি বানিয়েছেন লরা। ফলাফল পরপর দুটো টি২০ বিশ্বকাপ ফাইনালের পর ওডিআই বিশ্বকাপ ফাইনালে পৌঁছোনো।

২. শেষ কয়েক বছরে লরার অবিশ্বাস্য ফর্মের সঙ্গে যোগ হয়েছে বিগত ওডিআই বিশ্বকাপের পর কার্যত 'উপন্যাসের পাতা থেকে উঠে আসা' তাজমিন ব্রিটস। লরার সঙ্গে ওপেনিং জুটিতে ঝুড়ি ঝুড়ি রান করেছেন তাজমিন। ব্রিটস আসার আগে লিজেল লির সঙ্গেও অসাধারণ রেকর্ড ছিল লরার। ব্রিটস-লরা তাকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছেন। একটি পথ দুর্ঘটনা ব্রিটসকে অলিম্পিয়ানের তকমা দেয়নি। তবে তাঁর সামনে সুযোগ রয়েছে দেশকে প্রথমবার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন করে মহাকাব্য লিখে ফেলার।

৩. অসামান্য প্রতিভার অধিকারী কয়েকজন দক্ষ অলরাউন্ডার এই দলের অন্যতম প্রধান চালিকা শক্তি। কিংবদন্তি মেরিজেন কাপ (বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ উইকেট শিকারী), হার্ডহিটার-মিডিয়াম পেসার ডি ক্লার্ক কিংবা লুস-ট্রায়নের মতো পোড়খাওয়া স্পিন অলরাউন্ডাররা বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হতে দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যতম ট্রাম্প কার্ড।

দুর্বলতা :

১. চাপের মুখে ভেঙে পড়ার প্রবণতা এই দলটার মধ্যে সবসময়ই রয়েছে। শেষ দুটো টি২০ বিশ্বকাপের ফাইনালে এর প্রতিফলন দেখা গিয়েছে। এই বিশ্বকাপেও গ্রুপ স্টেজে দুবার ১০০-র নীচে অল আউট হয়েছে এই দল।

২. ব্রিটস এই বিশ্বকাপে একটি শতরান এবং অর্ধশতরান করলেও বাকি ম্যাচে নিজের ফর্মের প্রতি সুবিচার করতে পারেননি। অন্যদিকে, সারা টুর্নামেন্টে মিডিল অর্ডারও তেমন রান করেনি।

৩. দলে তেমন ভালো স্পিনার নেই। পার্টটাইমরাও বিশেষ ভরসা দিতে পারেননি।

ভারতের বিপক্ষে কি করতে চাইবে

১. টসে জিতলে চেজ করার কথা ভাবা উচিৎ। গ্রুপ ম্যাচে এই দলের বিপক্ষে শুরুতে বিপদে পড়লেও ডি ক্লার্কের অসাধারণ ব্যাটিংয়ে রান তাড়া করতে পেরেছিল। নবি মুম্বাইয়ের পিচ, শিশিরের প্রভাব সব কিছু মাথায় রেখে রান তাড়া করাই যুক্তিযুক্ত।

২. স্মৃতি-শেফালীর আইসিসি নক আউটে অকল্পনীয় খারাপ রেকর্ডের ফায়দা তুলতে চাইবে।

৩. ভারতের শুরুর বোলার রেনুকা-ক্রান্তির অপেক্ষাকৃত খারাপ ফর্মের ফায়দা তুলতে চাইবে।

চাইবে না :

১. ফাইনালের চাপ না নিতে। নিজেদের অ্যাবিলিটিকে ব্যাক করতে।

২. সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়াকে হারানোয় মোমেন্টাম নিঃসন্দেহে এখন ভারতের সঙ্গে। উলভার্টরা ভারতীয়দের জায়গা দিতে কোনওভাবেই চাইবে না। সেজন্য কোচ মান্ডলা মাসিম্বি কী পরিকল্পনা সাজান সেদিকে নজর থাকবে।

ফাইনালে সম্ভাবনা :

ফাইনালে কাউকে ফেভারিট ধরা যায় না। দু'দলই ৫০-৫০ শুরু করবে। ভারতের পক্ষে যাবে হোম গ্রাউন্ড, হোম ক্রাউড এবং অস্টেলিয়ার বিরুদ্ধে ওই অতিমানবীয় চেজ। কিন্তু লরার দল গ্রুপ স্টেজে এই দলকে হারানোর স্মৃতি এবং গোটা বিশ্বকাপে অসাধারণ ক্রিকেটে খেলার ওপর ভর করে ইতিহাস গড়তে চাইবে।

কাম অন ইন্ডিয়া

শুভেচ্ছাবার্তা অভিষেক-ঋষভদের

ফাইনালের অনুশীলনে খোশমেজাজে হরমনপ্রীত কাউর। শনিবার।

নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর : আর একটা জয়। তারপরেই ইতিহাস গড়বেন হরমনপ্রীত কাউররা।

মহিলাদের ওডিআই বিশ্বকাপের রবিবাসরীয় ফাইনালের আগে উত্তেজনায় ফুটছে গোটা দেশ। সেমিফাইনালে ভারতের পারফরমেন্স দেখে আশায় বুক বাঁধছেন সবাই। বাদ যাননি ভারতের পুরুষ দলের প্রাক্তন ও বর্তমান তারকারা। ফাইনালের আগে হরমনদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তাঁরা।

ভারতীয় 'এ' দলের হয়ে বেঙ্গালুরুতে বেসরকারি টেস্ট খেলতে ব্যস্ত উইকেটরক্ষক ঋষভ পন্থ। তাঁরই ফাঁকে হরমন, জেমিমা রডরিগেজদের শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি বলেছেন, 'ভারতীয় মহিলা দলের জন্য শুভেচ্ছা রইল। তোমরা এই বিশ্বকাপে অনেক উত্থানপতন দেখেছ, কিন্তু শেষপর্যন্ত নিজেদেরকে মেলে ধরেছ। এখন সুযোগ রয়েছে ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ জিতে ইতিহাস গড়ার। গোটা দেশ তোমাদের পাশে রয়েছে।'

ঋষভের সঙ্গেই বেঙ্গালুরুতে ভারতীয় 'এ' দলের হয়ে খেলতে ব্যস্ত রজত পাতিদার, বি সাই সুদর্শন এবং দেবদত্ত পাডিক্কালরা। ম্যাচের মাঝে ঋষভের মতো তাঁরাও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। সুদর্শন বলেছেন, 'ফাইনালের জন্য ভারতীয় দলের প্রতি শুভেচ্ছা রইল। ওরা ইতিহাস গড়ে দেশকে গর্বিত করবে।' পাডিক্কাল বলেছেন, 'তোমরা সবসময় দেশকে অনুপ্রাণিত করেছ।' পাতিদার সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'কাম অন ইন্ডিয়া। লেটস ডু দিস।'

হরমনরা যখন নভি মুম্বইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে প্রোটিয়াদের চ্যালেঞ্জ সামলাবেন তখন হোবার্টে অস্ট্রেলিয়ার টক্কর নেবেন অভিষেক। অজিদের বিরুদ্ধে তৃতীয় টি২০-তে নামার আগে তারকা ওপেনার বলেছেন, 'হরমনপ্রীতরা দুর্দান্ত পরিণতবোধ দেখিয়ে ফাইনালে উঠেছে। জেমিমা, হরমনপ্রীত, স্মৃতিরা ফর্মে রয়েছে। এই বিশ্বকাপ ভারতেরই প্রাপ্য।'

শুভেচ্ছাবার্তা এসেছে প্রাক্তন তারকা ইরফান পাঠানের থেকেও। সমাজমাধ্যমে তিনি লিখেছেন, 'রবিবার তোমরা কী করবে? দেশের প্রতিটি ক্রিকেট ফ্যানই এর উত্তরে বলবেন, আমরা মহিলা দলকে সমর্থন করব। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে রবিবার বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলতে নামবে ভারত। সবাই হরমনদের পাশে রয়েছে।'

আপাতত রবিবার হরমনরা ইতিহাস গড়তে পারেন কি না, সেইদিকে নজর থাকবে গোটা ভারতের।

ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের ফাইনাল ফোবিয়া

প্রতিযোগিতা	বছর	বিপক্ষ	হারের ব্যবধান
ওডিআই বিশ্বকাপ	২০০৫	অস্ট্রেলিয়া	৯৮ রানে
ওডিআই বিশ্বকাপ	২০১৭	ইংল্যান্ড	৯ রানে
টি২০ বিশ্বকাপ	২০২০	অস্ট্রেলিয়া	৮৫ রানে
কমনওয়েলথ গেমস	২০২২	অস্ট্রেলিয়া	৯ রানে

৩৮৯ স্মৃতি মান্ধানা ৮ ম্যাচে ৩৮৯ রান করে চলতি বিশ্বকাপে সর্বাধিক স্কোরারের তালিকায় ২ নম্বরে রয়েছেন। শীর্ষে দক্ষিণ আফ্রিকার লরা উলভারডট। ৮ ম্যাচে তাঁর সংগ্রহে ৪৭০ রান।

১৭ অস্ট্রেলিয়ার অ্যানাবেল সাদারল্যান্ডের মতো দীপ্তি শর্মাও এই বিশ্বকাপে ১৭ উইকেট নিয়েছেন। কিন্তু ইকোনমি রেট ভালো থাকায় উইকেট শিকারিদের তালিকায় ১ নম্বরে অ্যানাবেল।

৯৪ বিশ্বকাপের লিগ ম্যাচে রিচা ঘোষ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ৭৭ বলে ৯৪ রান করেছিলেন। যা মহিলাদের ওডিআইয়ে ৮ বা তার নীচে ব্যাটিং করতে নামা ক্রিকেটারের সর্বাধিক রান।

২০ মহিলাদের ওডিআইয়ে ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা ৩৪ বার মুখোমুখি হয়েছে। ভারত জিতেছে ২০ বার। হেরেছে ১৩ বার। একটি ম্যাচের নিষ্পত্তি হয়নি।

মহিলা বিশ্বকাপে আজ

ফাইনাল

ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা

সময় : দুপুর ৩টা
স্থান : নভি মুম্বই
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

হালকা থাকতে পোষ্যের সঙ্গে খেলায় জেমিমা রডরিগেজ।

আজ ব্যাটিং ভরাডুবি কাটিয়ে ওঠার চ্যালেঞ্জ

আতশকাচের নীচে গম্ভীরের স্ট্র্যাটেজি

হোবার্ট, ১ নভেম্বর : রাত ফুরোলেই মহিলা বিশ্বকাপের মহারণ।

ক্রিকেট দুনিয়ার চোখ সেদিকেই। মুম্বইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে হতে যাওয়া ফাইনাল যুদ্ধে কাপ আর ভারতের মাঝে 'প্রাচীর' দক্ষিণ আফ্রিকা। হরমনপ্রীত কাউর নাকি লরা উলভারডট, কার হাতে রবিবার ট্রফি উঠবে, তা নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে। আসমুদ্রহিমাচলকে স্বপ্ন দেখাচ্ছে সেমিফাইনালে অজি-বধে জেমিমা রডরিগেজের অতিমানবিক ইনিংস।

১৪০ কোটি ভারতীয়র প্রার্থনা নাকি 'দিস টাইম ফর আফ্রিকা'? উত্তরের অপেক্ষায় পারদ চড়ছে। স্মৃতি মান্ধানা, রিচা ঘোষরা যখন মুম্বই কাপযুদ্ধে নামবে, তখন প্রায় একই সময়ে ১২ হাজার কিলোমিটার দূরে হোবার্টে অন্য চ্যালেঞ্জের সামনে ভারতের পুরুষ দল। চলতি টি২০ সিরিজ জয়ের আশা টিকিয়ে রাখতে জিততেই হবে পরিস্থিতি। হার মানে সম্ভাবনার দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়া।

ক্যানবেরায় প্রথম ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে গিয়েছিল। মেলবোর্নে ভারত-বধে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে ক্যাঙারু ব্রিগেড। হোবার্টে স্কোরলাইন ১-১ করার দ্বৈরথে ভারতের জন্য একাধিক ভুলভ্রান্তি শুধরে নেওয়ার চ্যালেঞ্জ। মেলবোর্নে ভারতকে ডুবিয়েছে ব্যাটিং। ম্যাচ পরিস্থিতি, পিচ এবং জোশ হ্যাজেলউডের দক্ষতাকে গুরুত্ব না দেওয়ার খেসারত চুকোতে হয়েছে। অভিষেক শর্মা ও শেষদিকে হর্ষিত রানার চমকপ্রদ ইনিংসটুকু সরিয়ে রাখলে হতাশার লম্বা তালিকা। আর কোনও ব্যাটার দুই অঙ্কে পৌঁছোতে পারেনি! পরিসংখ্যানটা গৌতম গম্ভীরকে চিন্তায় রাখতে বাধ্য।

আঙুল উঠছে গম্ভীরদের টিম কম্বিনেশন, ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে। মেলবোর্নে মেঘলা আকাশ ও বাউন্সি পিচে তিন স্পিনার নিয়ে খেলার যুক্তি খুঁজে পাননি প্রাক্তনরা। প্রশ্নের মুখে ব্যাটিং অর্ডারে অহেতুক 'মিউজিকাল চেয়ার' মানসিকতা। পাঁচ নম্বরে সঞ্জু স্যামসন এশিয়া কাপে ক্রমশ থিতু হওয়ার বার্তা দিয়েছিলেন। শুক্রবার মেলবোর্নে হঠাৎ তিনে সঞ্জু। তিলক ভার্মার আগে!

রান পেলেও শিবম দুবের আগে হর্ষিত কেন প্রশ্ন উঠছে। সাংবাদিক সম্মেলনে ডান-বাম কম্বিনেশনের কথা অভিষেক বললেও যার যৌক্তিকতা খুঁজে পাচ্ছেন না অনেকেই। ব্যাটে-বলে ব্যর্থতা ঝেড়ে এই রকম একঝাঁক প্রশ্নের উত্তর খুঁজে নিতে হবে থিংকট্যাংককে। হারা ম্যাচে অভিষেকের ব্যাটিং এবং জসপ্রীত বুমরাহর শেষ স্পেল থেকে ঘুরে দাঁড়ানো রসদ জোগাচ্ছে।

কিছুটা স্বস্তি মেলবোর্নের নায়ক হ্যাজেলউডের না থাকা। অ্যাসেজের প্রস্তুতির কথা মাথায় রেখে শেফিল্ড শিল্ড খেলতে হ্যাজেলউডকে ছাড়া হয়েছে। তবে অস্বস্তি বাড়াতে চোট সারিয়ে ফিরছেন গ্লেন ম্যাক্সওয়েল।

তারকা অলরাউন্ডারের উপস্থিতি অজি দলের ভারসাম্য বাড়াবে। মিচেল মার্শদের জন্য অবশ্য থাকছে হ্যাজেলউডের শূন্যতা পূরণের অ্যাসিড টেস্ট। যার ফায়দা পাওয়ার প্লে-তে অভিষেক-শুভমান গিলরা নিতে পারলে শুরুতেই অ্যাডভান্টেজ সূর্য ব্রিগেডের। হোবার্টের পিচেও থাকছে ব্যাটারদের জন্য বন্ধুত্বের হাতছানি।

পিচ কিউরেটরের দাবি, ব্যাটার ও বোলার, উভয়ের জন্য উপভোগ্য হবে মাঝের বাইশ গজ। প্রথমে ব্যাটিং করলে গড় রান ১৯০-২০০। তবে রান তাড়ায় বাড়তি সুবিধা হোবার্টে। ফলে টসও গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। যদিও ভারতের 'টস' দুর্ভাগ্যের লম্বা খতিয়ানে আদৌ আগামীকাল ব্রেক লাগবে, তার নিশ্চয়তা নেই। সামাজিক মাধ্যমে মজা করে বলিউডি ব্লকব্লাস্টার 'শোলে'-র কয়েন (দুইদিকেই হেড) নিয়ে সূর্যকুমার যাদবকে নামার পরামর্শও ভাসছে!

টসে যাই হোক না কেন, নিজেদের দক্ষতা, ক্রিকেটীয় স্কিলের জোরেই ম্যাচের ভাগ্য গড়তে হবে সূর্যদের। আর যে ভাবনায় চিন্তার জায়গা স্বয়ং অধিনায়ক-সহ অধিনায়কই। চলতি অস্ট্রেলিয়া সফরে এখনও পর্যন্ত প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ শুভমান। আর নেতৃত্ব পাওয়ার পর সূর্যের নিম্নমুখী গ্রাফে কবে ব্রেক লাগবে, প্রশ্নটা দানা বাঁধছে। বছর ঘুরলেই টি২০ বিশ্বকাপ। দ্রুত সমস্যা না মিটলে চাপ বাড়বে।

অভিষেক, শুভমান, তিলক, সূর্যদের যেমন ভালো শুরু দিতে হবে, তেমনই ট্রাভিস হেড, মার্শ সমৃদ্ধ আগ্রাসী অজি ব্যাটিংকে থামানোর দায়িত্বও বোলারদের কাঁধে। সেক্ষেত্রে আগামীকাল বোলিং কম্বিনেশনে পরিবর্তনের সম্ভাবনা থাকছে। দুই স্পিনার, তিন পেসারের দাবিটা অস্বীকার করা মুশকিল। সমুদ্রের আড়াআড়ি হাওয়া থাকে হোবার্টে। ফলে পেসাররা নতুন বলে বাড়তি সুইং পেয়ে থাকে।

অর্শদীপ সিংকে খেলালে ব্যাটিং গভীরতা অবশ্য কিছুটা কমবে। আর তা গিলদের হেডস্যর গম্ভীর মেনে নেবেন, জোর দিয়ে বলা মুশকিল। সবকিছু ছাপিয়ে হোবার্টে বাজিমাতে টিম গেম প্রয়োজন। অভিষেকের আগ্রাসনের পাশে শুভমানদের বুদ্ধিদীপ্ত ব্যাটিং সেই শর্ত পূরণ করতে পারে কি না, সেটাই এখন দেখার।

অস্ট্রেলিয়া বনাম ভারত

তৃতীয় টি২০

সময় : দুপুর ১.৪৫ মিনিট
স্থান : হোবার্ট
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

শুক্রবার দলের ব্যাটিংয়ে খুশি ছিলেন না অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব।

ট্রফি ভারতে ফেরাবই, হুংকার সইকিয়ার

নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর : বিতর্ক চলছে। চলবেও। পরিস্থিতি খারাপ হচ্ছে। হয়তো আগামীদিনে আরও খারাপ হবে পরিস্থিতি।

২৮ সেপ্টেম্বর মধ্যরাতের দুবাইয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জয়ের হ্যাটট্রিক করে এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল সূর্যকুমার যাদবের ভারত। মাঝে এক মাসের বেশি সময় পার। চ্যাম্পিয়ান হওয়ার স্বীকৃতি হিসেবে এশিয়া সেরার ট্রফি এখনও পায়নি টিম ইন্ডিয়া। আদৌ কি ট্রফি হাতে পাবেন সূর্যকুমাররা?

জবাব জানা নেই কারও। আজ এশিয়া কাপ ট্রফি ভারতে ফেরানোর হুংকার শোনা গিয়েছে বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সইকিয়ার গলায়। মঙ্গলবার দুবাইয়ে আইসিসি বৈঠকে এব্যাপারে তিনি সোচ্চার হতে চলেছেন বলে খবর। কিন্তু তারপরও কি ট্রফি পাবেন সূর্যকুমাররা?

এশীয় ক্রিকেট সংস্থার প্রধান মহসিন নকভি পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ মন্ত্রীও। তাঁর হাত থেকে খেতাব জয়ের ট্রফি নিতে অস্বীকার করেছিল টিম ইন্ডিয়া। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে দিনকয়েক আগে এশীয় ক্রিকেট সংস্থার কাছে ট্রফির জন্য আবেদন করে চিঠি দেওয়া হয়েছিল। জবাবে সদুত্তর মেলেনি। এমন অবস্থায় আজ আরও আগ্রাসন দেখিয়ে বিসিসিআইয়ের তরফে পাকিস্তানকে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, আগামী মঙ্গলবার দুবাইয়ে আইসিসি-র বৈঠকে এশিয়া কাপ ট্রফি বিতর্ক তুলবে বিসিসিআই। আর সেটা পাকিস্তানের নকভির জন্য খুব একটা সুখের হবে না। বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সইকিয়া শনিবার সংবাদ সংস্থা পিটিআই-কে বলেছেন, 'এসিসি-র কাছে আমরা দিন দশেক আগে চিঠি পাঠিয়ে ট্রফির দাবি জানিয়েছিলাম। পজিটিভ জবাব পাইনি এখনও আমরা। মঙ্গলবার আইসিসি বৈঠকে বিষয়টি তুলছি আমরা। ট্রফি ভারতে ফেরাবই। ভারত চ্যাম্পিয়ন হয়ে ট্রফি পাবে না, এমনটা হতে পারে না।'

এশিয়া কাপ

রিচাদের হাতে ট্রফি জয় দেখতে মুম্বইয়ে বাবা-মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১ নভেম্বর : বারবার তিনবার। আগের দুইবার রিচা ঘোষ বিশ্বকাপ ফাইনালে খেললেও ট্রফি জয়ের স্বাদ পাননি। সেই অধরা মাধুরি ছুঁয়ে দেখতে উইমেন্স ইন ব্লু যেমন মরিয়া হয়ে রয়েছে,

তেমনি মেয়ের খেলা না দেখার সংস্কার ভুলে মুম্বইয়ে পৌঁছে গিয়েছেন রিচার বাবা মানবেন্দ্র ঘোষ। সঙ্গী রিচার মা স্বপ্না ও দিদি। তাঁদের বিশ্বকাপ দর্শন সহজ করেছে ভারতীয় দলের লিগের শেষ দুই ম্যাচ (নিউজিল্যান্ড ও বাংলাদেশ) ছাড়াও সেমিফাইনাল ও ফাইনাল নভি মুম্বইয়ে পড়া। মানবেন্দ্রও বললেন, 'এখন পর্যন্ত অভিজ্ঞতা মধুর। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতীয় দলের জয় খুব উপভোগ করেছি। আশা করছি শেষটাও ভালো হবে। ভারতের বিশ্বকাপ জয় দেখেই বাড়ি ফিরতে পারব।'

ফাইনাল ওঠার আনন্দ নিয়ে শুক্রবার বাবা-মা-দিদির সঙ্গে দেখা করেন রিচা। বেশকিছুক্ষণ সময়ও কাটিয়ে যান তাঁদের সঙ্গে। কিন্তু বিশ্বকাপ বা ট্রফি জয় নিয়ে মেয়ের সঙ্গে কোনও কথা হয়নি বলেই জানালেন মানবেন্দ্র। তাঁর কথায়, 'আমরা কোনও চাপ দিতে চাই না ওকে। যেভাবে বিশ্বকাপটা খেলছে সেভাবেই যেন শেষটা করে।'

হাসপাতাল থেকে ছুটি শ্রেয়সের

সিডনি, ১ নভেম্বর : পাঁজরের চোট কাটিয়ে ক্রমশ সুস্থতার পথে শ্রেয়স আইয়ার। এবার হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হল ভারতীয় মিডল অর্ডার ব্যাটারকে। গত শনিবার সিডনিতে অনুষ্ঠিত তৃতীয় ওডিআই ম্যাচে অ্যালেক্স ক্যারির ক্যাচ ধরতে গিয়ে পাঁজরে চোট। শরীরের অভ্যন্তরে রক্তক্ষরণের কারণে আইসিইউ-তে ভর্তি ছিলেন। তারপর জেনারেল বেড। শ্রেয়সের পাশে থাকার জন্য পরিবারও সিডনিতে উড়ে যায়। সমর্থকদের স্বস্তি বাড়িয়ে এবার হাসপাতাল থেকে ছাড়া হল তাঁকে।

এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে জানানো হয়েছে, 'শ্রেয়স আইয়ারের শারীরিক অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল। ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠছেন। বোর্ডের মেডিকেল টিম, সিডনি ও ভারতের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের অধীনে রয়েছেন শ্রেয়স। আজ হাসপাতাল থেকেও ছাড়া পেয়েছেন। তবে এখনও সিডনিতেই থাকবেন। বিমান যাত্রার জন্য ওর শরীর ফিট হলে চিকিৎসকদের সঙ্গে আলোচনা করে দেশে ফেরানো হবে।'

সঞ্জুকে নিয়ে তোপ পাঠানের

অর্শদীপকে খেলাও, গম্ভীরকে বার্তা অশ্বীনের

অর্শদীপ সিংকে প্রথম একাদশে না দেখে অবাক হয়েছেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন।

নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর : হর্ষিত রানা নয়, জসপ্রীত বুমরাহর বোলিং পার্টনার হওয়া উচিত অর্শদীপ সিংয়ের। হোবার্টে ঘুরে দাঁড়ানোর ম্যাচের আগে গৌতম গম্ভীরের কাছে এমনই দাবি প্রাক্তন অফস্পিনারের। বাঁহাতি পেসার অর্শদীপ বেঞ্চে বসে, আর হর্ষিত খেলে যাচ্ছে, যে স্ট্র্যাটেজিতে রীতিমতো অবাক তিনি। অশ্বীন বলেছেন, 'বুমরাহ খেললে দ্বিতীয় পেসারের জায়গায় অর্শদীপের নাম থাকা উচিত। বুমরাহ না খেললে অর্শদীপই দলের একনম্বর পেসার। প্রথম একাদশে ওর অনুপস্থিতির কোনও যৌক্তিকতা আমি খুঁজে পাচ্ছি না।'

> বুমরাহ খেললে দ্বিতীয় পেসারের জায়গায় অর্শদীপের নাম থাকা উচিত। বুমরাহ না খেললে অর্শদীপই দলের একনম্বর পেসার। প্রথম একাদশে ওর অনুপস্থিতির কোনও যৌক্তিকতা আমি খুঁজে পাচ্ছি না।
>
> **রবিচন্দ্রন অশ্বীন**

গম্ভীরদের হর্ষিতকে অগ্রাধিকার দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। অশ্বীনের কথায়, হর্ষিত দ্বিতীয় টি২০ ম্যাচে ভালো ব্যাট করেছে। গত কয়েক ম্যাচে পারফরমেন্স খারাপ নয়। কিন্তু অর্শদীপ ২০২৪ টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের অন্যতম কারিগর। অত্যন্ত ধারাবাহিকও। তারপরও যেভাবে রিজার্ভ বেঞ্চে বসিয়ে রাখা হচ্ছে, তাতে অর্শদীপের ছন্দ নষ্ট হতে পারে। অশ্বীন আরও বলেছেন, 'কঠিন সময় অর্শদীপের জন্য। চ্যাম্পিয়ন বোলার। কিন্তু তারপরও দলে জায়গা হচ্ছে না। অথচ প্রথম একাদশ ওর প্রাপ্য। আশা করি, সুযোগ পাবে। প্লিজ ওকে খেলাও।'

সঞ্জু স্যামসনের ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে 'মিউজিকাল চেয়ার' স্ট্র্যাটেজিও তোপের মুখে। কখনও পাঁচে, কখনও আট-নয়ে, কখনও বা তিনে! গৌতম গম্ভীর-সূর্যকুমার যাদবদের যে সিদ্ধান্তে অবাক ইরফান পাঠান বলেছেন, 'যেভাবে ওর ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে টানাটানি হচ্ছে, তার সুফল আদৌ মিলবে কি না, তা নিয়ে আমি নিশ্চিত নই। মানছি ওপেনার ছাড়া টি২০-তে কারও জায়গা নির্দিষ্ট নয়। তবে সঞ্জু স্যামসনের ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে যা চলছে তাতে দলের স্থিতিশীলতাই নষ্ট হচ্ছে। ভারতীয় থিংকট্যাংকের উচিত সেদিকে নজর দেওয়া।'

এই ট্রফি দেওয়া হবে বিশ্বকাপ জয়ী দাবাড়ুকে।

আনন্দের নামে বিশ্বকাপের ট্রফি

পানাজি, ১ নভেম্বর : ফিডে দাবা বিশ্বকাপের আসর বসেছে গোয়ায়। প্রতিযোগিতার ট্রফির নামকরণ করা হল বিশ্বনাথন আনন্দের নামে। কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্যের উপস্থিতিতে আনন্দের নামাঙ্কিত ট্রফি উন্মোচিত করা হয় শুক্রবার। ট্রফির নকশায় রয়েছে ভারতের জাতীয় পাখি ময়ূর। সর্বভারতীয় দাবা ফেডারেশনের সভাপতি নীতিন নারাং জানিয়েছেন, 'দাবা বিশ্বকাপের এই রানিং ট্রফি বিশ্বনাথন আনন্দের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য। এই ট্রফি দাবায় ভারতের অগ্রগতি ও ঐতিহ্য প্রজন্মের পর প্রজন্মকে মনে করিয়ে দেবে।' আনন্দ বলেছেন, 'এই সম্মান আমার জন্য যেমন গর্বের, তেমন ভারতের প্রত্যেক দাবাড়ুর অনুপ্রেরণা।'

পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দাবাড়ু আনন্দের কৃতিত্বকে সম্মান জানিয়ে তাঁর নামে ট্রফির নামকরণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন আয়োজকরাও। ৮০টি দেশের ২০৬ দাবাড়ু পানাজিতে দাবা বিশ্বকাপে অংশ নেবেন। প্রতিযোগিতার চ্যাম্পিয়ন ২০২৬ ক্যান্ডিডেটসে খেলার যোগ্যতা অর্জন করবেন।

মন্থর ব্যাটিং, বাংলার 'কাঁটা' বৃষ্টি

বাংলা-১৭১/১

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ নভেম্বর : মেঘলা আকাশ। টসে হেরে ব্যাট করতে নামা। ত্রিপুরার জোরে বোলারদের দাপট।

নিট ফল, ত্রিপুরার বিরুদ্ধে মরশুমের তিন নম্বর রনজি ট্রফির ম্যাচের প্রথম দিনের শেষে একেবারেই স্বস্তিতে নেই বাংলা। মন্দ আলোর কারণে নির্ধারিত সময়ের অন্তত আড়াই ঘণ্টা আগে আম্পায়াররা যখন দিনের খেলা স্থগিত করতে বাধ্য হন, তখন বাংলার স্কোর ১৭১/১। সারাদিনে আজ মোট ৬০ ওভার খেলা সম্ভব হয়েছে। আগাগোড়া মন্থর ব্যাটিং করেছে বাংলা। সন্ধ্যার দিকে বাংলা টিম ম্যানেজমেন্টের উদ্বেগ বাড়িয়ে আগরতলায় শুরু হয়েছে প্রবল বৃষ্টি। ফলে রবিবার দ্বিতীয় দিনের খেলা নির্ধারিত সময়ে শুরু হওয়া কঠিন বলেই মনে করা হচ্ছে। আগরতলা থেকে সন্ধ্যার দিকে মোবাইলে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'ক্রিকেট অনিশ্চয়তার খেলা। সবসময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকে না কারও। আজ আমাদের জন্য তেমনই একটা দিন ছিল। টসে জিতে ওদের ব্যাটিং করতে পাঠালে হয়তো দিনের শেষে মন্থর ব্যাটিং নিয়ে কথাই হত না।'

প্রথম একাদশে তিনটি বদল করে ত্রিপুরা অভিযানে নেমেছিল বাংলা। জীবনে প্রথমবার নেতৃত্বের দায়িত্ব পেয়ে টস করতে নেমেছিলেন অভিষেক পোড়েল। তিনি টসে হারের পর সুদীপ ঘরামি (অপরাজিত ৭০) ও কাজি জুনেইদ সইফির (০) নয়া ওপেনিং জুটি ব্যর্থ। তিন নম্বরে ব্যাট করতে নেমে সাকির হাবিব গান্ধি (অপরাজিত ৮২) দলকে ভরসা দিয়েছেন। ওপেনার সুদীপের সঙ্গে ১৬৭ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটির মাধ্যমে ত্রিপুরার জোরে বোলারদের সুইং সামলেছেন। আবার একইসঙ্গে সকালের মেঘলা আবহওয়ার চ্যালেঞ্জ সামলে দলের মিডল অর্ডারে চাপ পড়তে দেননি। কোচ লক্ষ্মীরতনের কথায়, 'সকালের দিকে উইকেটে আর্দ্রতার কারণে ত্রিপুরার জোরে বোলাররা সাহায্য পাচ্ছিল। ফলে সতর্ক হয়ে ব্যাটিং করা ছাড়া উপায় ছিল না আমাদের। সুদীপ-গান্ধিরা সেটাই করেছে। বৃষ্টি বাকি ম্যাচে বাধা হয়ে দাঁড়ালে আমাদের কিছু করার থাকবে না। দেখা যাক আগামীকাল কী হয়।'

মহম্মদ সামি ও মহম্মদ কাইফ, লাল বলে দুই ভাইয়ের জোরে বোলিং দেখার অপেক্ষায় ছিল ক্রিকেটমহল। আজ সেটা সম্ভব হয়নি। আগামীকাল বৃষ্টি বাধা তৈরি না করলে সামি ব্রাদার্সের বোলিং স্কিল দেখবে দুনিয়া। যার সামনে হনুমা বিহারী, বিজয় শংকররা কেমন পারফর্ম করেন, সেটাই দেখার। যদিও তার আগে আজ সুদীপ-গান্ধি কঠিন পরিস্থিতি সামলে দলকে প্রাথমিক ভরসা দেওয়ার কাজটা করে দেখিয়েছেন।

রানে ফিরলেন পন্থ

বেঙ্গালুরু, ১ নভেম্বর : প্রথম ইনিংসে রান পাননি। দ্বিতীয় ইনিংসে বড় রানের পথে উইকেটরক্ষক ঋষভ পন্থ।

শুক্রবার ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম বেসরকারি টেস্টের তৃতীয় দিনে দ্বিতীয় ইনিংসে বিনা উইকেটে ৩০ রান হাতে নিয়ে খেলতে নামে প্রোটিয়া ব্রিগেড। ভারতীয় বোলারদের দুরন্ত বোলিংয়ে তাদের ইনিংস শেষ হয় ১৯৯ রানে। ভারতের হয়ে তনুষ কোটিয়ান ৪টি ও অংশুল কম্বোজ ৩টি উইকেট পান। প্রথম ইনিংসে দক্ষিণ আফ্রিকা করেছিল ৩০৯ রান। জবাবে ভারতের ইনিংস শেষ হয় ২৩৪ রানে। ফলে ৭৫ রানের লিড পেয়েছিল প্রোটিয়া ব্রিগেড। ফলে জয়ের জন্য দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতের লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায় ২৭৫ রান।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখে পড়ে ভারত। ব্যাট হতে ব্যর্থ বি সাই সুদর্শন (১২), দেবদত্ত পাডিক্কাল (৫)। প্রথম ইনিংসেও রান পাননি সাই। ফলে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের আগে তাঁর ফর্ম চিন্তায় রাখবে কোচ গৌতম গম্ভীরকে। তবে অধিনায়ক ঋষভের সৌজন্যে একশোর গণ্ডী পার হয় ভারত। দিনের শেষে তাদের সংগ্রহ ৪ উইকেটে ১১৯ রান। ঋষভ ৬৮ রানে ক্রিজে রয়েছেন। রবিবার শেষ দিনে জয়ের জন্য তাঁর দিকেই তাকিয়ে ভারত।

দক্ষিণ আফ্রিকা 'এ' দলের বিরুদ্ধে অর্ধশতরানের পর ঋষভ পন্থ (ডানে)।

হারল এফসি গোয়া

মারগাঁও, ১ নভেম্বর : সুপার কাপের গ্রুপ 'বি'-এর শেষ ম্যাচে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র কাছে ২-১ গোলে পরাজিত হল এফসি গোয়া। ৬৮ মিনিটে চিমা নুনেজের গোলে এগিয়ে যায় নর্থইস্ট। ৭২ মিনিটে গোয়াকে সমতায় ফেরান সাহিল তাভোরা। পাঁচ মিনিট পরে নর্থইস্টের হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন রবিন যাদব। এই ম্যাচ হারলেও আগেই শেষচারের টিকিট নিশ্চিত করেছিল এফসি গোয়া। এদিকে, সুপার কাপের অপর ম্যাচে জামশেদপুর এফসি ২-০ গোলে হারিয়েছে ইন্টার কাশী এফসি-কে। জয়ী দলের হয়ে গোল করেন রাফায়েল মেসি বাউলি ও মনবীর সিং।

বাগানে মোলিনা বিদায় প্রায় আসন্ন

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

মারগাঁও, ১ নভেম্বর : সুপার কাপ থেকে বিদায় নিতেই ছন্নছাড়া সবুজ-মেরুন শিবির।

ম্যাচ হারেনি, গোল খায়নি, এমন একটা দলকেই টুর্নামেন্ট থেকে স্রেফ ছিটকে যেতে হল গোল করতে না পারায়। গত পাঁচ-ছয় বছরে ক্রমাগত সাফল্যের পর এই ব্যর্থতা মেনে নেওয়া এখন যথেষ্ট কঠিন মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ম্যানেজমেন্টের পক্ষে। ফলে এই মুহূর্তে আর কোচের পাশে নেই তারা। যে কোচকে বছর দেড়েক আগে রীতিমতো জামাই-আদর করে নিয়ে আসা হয়েছিল তাঁকেই তুলোধোনা করছেন ম্যানেজমেন্টের লোকজন। পরিস্থিতি এমনই যে, দেখা গেল বিমানবন্দরে উড়ান ধরতে স্ত্রীকে নিয়ে আলাদা এলেন হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা। এমনকি তাঁকে বসে থাকতেও দেখা গেল সবার থেকে আলাদা হয়ে। বাকি সব বিদেশি গত রাতেই এখান থেকে চলে গিয়েছেন। কিন্তু তিনি কলকাতায় ফিরছেন মানে আলোচনা হয়তো করেই ফিরবেন কর্তাদের সঙ্গে। এটা ঘটনা, মোলিনার মানের কোচ এই দেশে আগে আসেননি। স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশনের স্পোর্টিং ডিরেক্টর ছিলেন তিনি। এমন একজনকে কোচ করে নিয়ে আসার মধ্যে নিজেদের সাফল্যই দেখেছেন কর্তারা। এখানে এসে গত মরশুমেও কিন্তু নড়বড়ে ছিলেন মোলিনা। কিন্তু সেবার ফুটবল মরশুম নিয়ে এত টানাপোড়েন ছিল না। তাই আইএসএল শুরু হতেই যখন তরতরিয়ে এগিয়েছে মোহন তরী তখন ফের তাঁকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত হতে দেখা গেছে ম্যানেজমেন্টকে। শুধু লিগ-শিল্ড নয়, কাপও দিয়েছেন মোলিনা। কিন্তু এবার এখনও পর্যন্ত চারটি টুর্নামেন্ট খেলে তিনটিতেই ব্যর্থ তিনি এবং তাঁর দল। মোলিনাও সেই কথা মনে করিয়ে দিচ্ছেন, 'আপনাদের মনে আছে নিশ্চয় গত মরশুমেও

আমরা শুরুটা ভালো করিনি। কিন্তু তারপর আমরা আইএসএল ডাবল করি। এখনও কিন্তু মরশুম শেষ হয়নি। তাই অপেক্ষা করুন।'

তিনি অপেক্ষার কথা বললেও কর্তারা আর আগ্রহী নন তাঁকে ঘিরে। তাই ম্যাচ শেষে এক দায়িত্বশীল কর্তা বলছিলেন, 'উনি এখন বলছেন দলগঠনের দায় আমাদের। মাঝমাঠে বিদেশি চেয়ে পাননি বলে কান্নাকাটি করছেন। অথচ উনি গত মরশুমের মাঝামাঝি সময়ে জানুয়ারিতেই গ্রেগ স্টুয়ার্টকে বাড়ি পাঠিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। আর উনি দেখলাম একবারও বলছেন না যে, ওঁর কাজ শুধু দলের অনুশীলন, ম্যাচ রিডিং এসব দেখা। তাহলে ডেম্পো ম্যাচে ভুল দল নামিয়ে ড্র করার ফলে এই যে আমরা বিদায় নিলাম, সেই দায়ও কিন্তু ওঁরই। কিন্তু যেহেতু দল তৈরি আমরা করেছি তাই আইএফএ শিল্ড জয়ের কৃতিত্ব আমাদের। কারণ আমরা দলগঠন করেছি।' এখন দেখার ফিরে গিয়েই মোলিনার সঙ্গে সোনালি করমর্দন সেরে ফেলা হয় কিনা।

মোহনবাগানের সামনে এখন আর কোনও ম্যাচ নেই। তাই যতক্ষণ না আইএসএল সম্পর্কে কোনও স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যাচ্ছে, নতুন কোচ আনার বিষয়ে সিদ্ধান্ত আটকে থাকতে পারে। যা খবর তাতে একমাত্র এফএসডিএল থাকলেই মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট দল রাখার বিষয়ে আগ্রহী। নাহলে তারাও থাকবে কিনা ভাবনাচিন্তা শুরু হয়েছে। গোয়া থেকেই সব ফুটবলার বাড়ি চলে গেলেন। ভারতীয়রা দুই-একদিন বাড়িতে কাটিয়ে অনেকেই জাতীয় শিবিরে যোগ দেবেন। বিদেশিরা ফের ফিরবেন আইএসএল শুরু হলে।

এদিকে, আপাতত মোহনবাগানের অনুশীলনে দশ দিনের বিরতি। ছুটি কাটাতে পরিবার নিয়ে মালদ্বীপ যাচ্ছেন মোলিনা।

এবার খালি হাতে ফিরতে চাইছে না ইস্টবেঙ্গল

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

মারগাঁও, ১ নভেম্বর : উড়ান বিভ্রাটে ইস্টবেঙ্গল দল।

ম্যাচ থেকে পরিকল্পনামাফিক খেলে সেমিফাইনালে পৌঁছে গেলেও এদিন বাড়ি ফেরার সময় সমস্যায় পড়লেন ইস্টবেঙ্গল ফুটবলাররা। বিমানবন্দরে আসার পর তাঁরা জানতে পারেন যে উড়ানে টিকিট করা হয়েছে তার সময় ক্রমশ পিছিয়ে চলেছে। এমনকি বিমান কোম্পানি থেকে বার্তা আসে, প্রয়োজনে টাকা ফেরত নেওয়ার। স্বাভাবিকভাবেই বেশিরভাগ ফুটবলারই তখন ক্লান্ত ও বিরক্ত। স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা দ্রুত পরবর্তী উড়ান ধরার চেষ্টা করতে শুরু করেন। সৌভিক চক্রবর্তী, দেবজিৎ ঘোষ তো বটেই মিগুয়েল ফিগুয়েরা, হিরোশি ইবুসুকিরাও টাকা ফেরত নিয়ে অন্য উড়ান ধরে নেন আগের টিকিট বাতিল

ফেরার পথে উড়ান বিভ্রাট

করে। আসলে সকালেই কোচ অস্কার ব্রুজোঁ ও তাঁর স্প্যানিশ সঙ্গীরা স্পেনের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছেন। এরপর দুপুরের অন্য বিমানে ফুটবলাররা সকলেই চলে গেলেও সন্ধ্যায় নির্দিষ্ট বিমানে কলকাতায় ফেরেন ইস্টবেঙ্গলের ফুটবল দলের প্রধান থংবোই সিংটো এবং অন্য সাপোর্ট স্টাফরা।

আপাতত এক সপ্তাহ ছুটি দিয়েছেন লাল-হলুদ কোচ। তারপরই শুরু হবে সেমিফাইনালের প্রস্তুতি। প্রথম ম্যাচে ড্র হওয়ার পর থেকেই কোচ-ফুটবলারদের মধ্যে আলোচনা ছিল নিজেদের এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের ম্যাচ থেকে কাতার বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে সৌদি আরবের কাছে আর্জেন্টিনার হার। তারপরেও যদি তারা চ্যাম্পিয়ন হতে পারে, তাহলে ইস্টবেঙ্গলও পারবে। এই আত্মবিশ্বাস নিয়েই ডার্বিতে নামেন মহম্মদ বসিম রশিদরা। খেলার মান যে খুব উঁচুতে ওঠেনি সেই কথা নিজেরাই বুঝতে পারছেন তাঁরা।

রশিদ বলছিলেন, 'মনে পড়ে আপনাদের আর্জেন্টিনা-সৌদি ম্যাচের কথা? কে ভেবেছিল সেখান থেকে ফিরে এসে মেসিরা চ্যাম্পিয়ন হবে? ফুটবল এমনই। আপনি আগাম কিছু আন্দাজ করতে পারবেন না। একবার পরিশ্রম করে যেতে হয় এবং মাঠে নেমে নিজের সেরাটা মেলে ধরাই আমাদের কাজ। কোচ আমাদের ক্রমাগত অনুপ্রাণিত করেছেন। সেটা কাজে লেগেছে।' সবে প্রথম ধাপ তাঁরা পার করেছেন বলে মনে

সুপার কাপের সেমিফাইনালে ওঠার পর দর্শকদের অভিবাদন কুড়োচ্ছেন ইস্টবেঙ্গলের সৌভিক চক্রবর্তী, মহম্মদ রাকিপ, বিপিন সিংরা।

করছেন রশিদ। তাঁর বক্তব্য, 'আমরা এখানে যে জন্য এসেছিলাম তার প্রথম ধাপ পার করা গেছে। এবার পরের ধাপে মনঃসংযোগ করতে হবে। সামনের দিকে তাকাতে চাই। আপাতত ফাইনাল বা ট্রফি নিয়ে ভাবছি না। ধীরে ধীরে এগোতে হবে ফাইনালের দিকে।' সেমিফাইনালের প্রতিপক্ষ এখনও জানা নেই তাঁদের। তাই ওসব নিয়ে না ভেবে নিজেরা পরিশ্রম করে যেতে চান তাঁরা। বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে আনোয়ার আলি বলছিলেন, 'আজ কলকাতায় ফিরে কাল বাড়ি যাব। তারপর আবার জাতীয় দলের শিবিরে যেতে হবে। আপাতত আমরা প্রথম ধাপটা পার করলাম। এবার জাতীয় শিবির থেকে ফিরে এসে সুপার কাপের পরবর্তী ধাপের ভাবনা।'

মুখে কেউ না বললেও গোটা শিবিরের শরীরী ভাষাতেই যেন ট্রফি জয়ের ভাবনা ঢুকে পড়েছে। এই ট্রফিটা দিয়ে বছর দুয়েক আগে লম্বা সময়ের খরা কেটেছিল। তাছাড়া এই ট্রফিটা পেলে এএফসি টুর্নামেন্টে ঢুকে পড়ার ছাড়পত্রও মেলে। কোচ নিজে গত রাতে বলছিলেন, 'আমরা গত মরশুম থেকেই পরিকল্পনা শুরু করি এবারের জন্য। আর সেটাই কাজে লেগেছে। ছেলেরা যেভাবে খেলেছে তাতে আমি গর্বিত।' তিনি আরও বলেন, 'এই মরশুমে ১১টা ম্যাচ খেলে আমরা সাত-আটটাতে জয় পেয়েছি। এটা কম কথা নয়। এত কিছুর পরেও আমরা ডুরান্ড বা শিল্ডে সাফল্য পাইনি। আজ আর যাতে খালি হাতে ফিরতে না হয় সেটা ছেলেরা মাথায় রেখেছিল।' সবমিলিয়ে মিশন সুপার কাপই এখন গোটা দলের একমাত্র লক্ষ্য।

ভিক্টর গোয়েকেরেসকে গোলের অভিনন্দন সতীর্থের।

আটকে গেল লাল ম্যাঞ্চেস্টার

টানা পঞ্চম জয় আর্সেনালের

বার্নলে, ১ নভেম্বর : প্রিমিয়ার লিগে টানা পঞ্চম জয় আর্সেনালের। শনিবার তারা ২-০ গোলে এগিয়ে জিতেছে বার্নলের বিরুদ্ধে। ১৪ মিনিটে আর্সেনালকে এগিয়ে দেন ১৪ নম্বর জার্সিধারী ভিক্টর গোয়েকেরেস। সেট পিস থেকে বিপক্ষকে বোকা বানান মিকেল আর্তেতার ছেলেরা। ৩৫ মিনিটে গানারদের দ্বিতীয় গোল এনে দেন প্রথম গোলের কারিগর ডেকলান রাইস। এক্ষেত্রে বাঁদিক থেকে উঠে আসা লিয়ান্দ্রো ট্রোসার্ডের ক্রসে রাইস মাথা ছোঁয়ান।

অন্যদিকে, ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড প্রথমার্ধে এগিয়ে থাকলেও বিরতির পর জোড়া গোল হজম করে। তবে ৮১ মিনিটে আমাদ ডিয়ালোর গোলে তারা ১ পয়েন্ট নিয়ে ফিরছে। নটিংহাম ফরেস্টের সঙ্গে তাদের ম্যাচ ২-২ গোলে ড্র হয়। ক্যাসেমিরো ৩৪ মিনিটে লাল ম্যাঞ্চেস্টারকে এগিয়ে দেন। ব্রুনো ফার্নান্ডেজের কর্নার থেকে হেডে বল জালে পাঠান তিনি। তবে রেফারির কর্নার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। কারণ টিভি রিপ্লেতে দেখা যায় বল মাঠের বাইরে বেরোয়নি। যা নিয়ে রেফারির সঙ্গে তর্কেও জড়ান নটিংহাম ফুটবলাররা। বিরতির পর নটিংহামের মরগ্যান গিবস-হোয়াইট ও নিকোলো সাভোনা গোল করেন।

গত মরশুমের আই লিগের ট্রফি হাতে ইন্টার কাশী।

ট্রফি পেল ইন্টার কাশী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ নভেম্বর : অবশেষে আই লিগের ট্রফি হাতে পেল ইন্টার কাশী। শনিবার সুপার কাপে জামশেদপুর এফসি-র বিরুদ্ধে ম্যাচের পর খেতাব তাদের হাতে তুলে দিল সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন।

অনেক টালবাহানার পর 'ক্যাস'-এর রায়ে ইন্টার কাশীকে লিগ চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করে এআইএফএফ। ততদিনে ট্রফি দেওয়া হয়ে গিয়েছে চার্চিল ব্রাদার্সকে। অনেক অনুরোধের পরও ট্রফি ফেরাননি চার্চিল কর্ণধার আলেমাও। উপায় না পেয়ে নতুন ট্রফি বানিয়ে এদিন তা কাশীর হাত তুলে দিল ফেডারেশন। ট্রফি হাতে পুরোনো দলের সঙ্গে সেলিব্রেশনে শামিল হলেন ইন্টার কাশী ছেড়ে এই মরশুমে ইস্টবেঙ্গলে যোগ দেওয়া এডমুন্ড লালরিনডিকাও।

আন্তেনিও লোপেজ হাবাস না আসায় সুপার কাপে দলের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন তাঁর সহকারী অভিজিৎ মণ্ডল। তিনি জানিয়েছেন, অনেকটা সময় পেরিয়ে যাওয়ায় জয়ের আনন্দ ম্লান হয়ে গেল। অভিজিৎ বলেছেন, 'ট্রফি জয়ে যাদের অবদান তাদের অনেকেই এখন অন্য দলে। হাবাসও থাকতে পারলেন না। ট্রফিটা আরও আগে পেলে ভালো লাগত।'

কোয়ার্টারে শিলিগুড়ি

বালুরঘাট, ১ নভেম্বর : সিএবি-র আন্তঃ জেলা টি২০ ক্রিকেটে শনিবার বালুরঘাট কেন্দ্রে শিলিগুড়ি বিকাশ বনাম উত্তর ২৪ পরগনা এবং জলপাইগুড়ি রাইনোসার্স বনাম দক্ষিণ ২৪ পরগনার খেলা বৃষ্টির কারণে বাতিল করা হয়েছে। দলগুলিকে পয়েন্ট ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে ১২ পয়েন্ট নিয়ে শিলিগুড়ি কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে। ১০ পয়েন্ট নিয়ে উত্তর ২৪ পরগনাও শেষ আটের টিকিট পেয়েছে।

সিউড়িতে মেদিনীপুর হিরোস ৩৫ রানে ডেয়ার ডেভিল দক্ষিণ দিনাজপুরকে হারিয়েছে। প্রথমে মেদিনীপুর ১০ ওভারে ৪ উইকেটে ১০৮ রান তোলে। শেখরকান্তি রায় ১৪ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে দক্ষিণ দিনাজপুর ১০ ওভারে ৬ উইকেটে ৭৩ রানে আটকে যায়। গৌতম রায়ের অবদান ৩৬ রান। তন্ময় দত্তর শিকার ১ রানে ২ উইকেট।

টেনিসকে বিদায় বোপান্নার

নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর : পঁয়তাল্লিশে শেষ হল পথ চলা।

থামলেন তিনি। দীর্ঘ ২২ বছরের বর্ণময় পেশাদার টেনিস কেরিয়ারে ইতি টানলেন রোহন বোপান্না। বয়সকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে একের পর এক চ্যালেঞ্জ তুড়ি মেরে উড়িয়েছেন। গতবছরই ম্যাথু এবডেনের সঙ্গে জুটিতে অস্ট্রেলিয়া ওপেন জিতে সবচেয়ে বেশি বয়সে গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের নজির গড়েন বোপান্না। টেনিসের প্রতি ভালোবাসাই বেঁধে রেখেছিল তাঁকে। তবে বুঝতে পারছিলেন বোধহয়, মন চাইলেও শরীর আর সঙ্গ দিচ্ছে না। প্যারিস মাস্টার্স থেকে বিদায়ের পরই তাই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন। শনিবার সমাজমাধ্যমে বিবৃতি দিয়ে পেশাদার টেনিস থেকে অবসর ঘোষণা করলেন তিনি।

বিদায়বার্তায় বোপান্না লিখেছেন, 'বিদায়, কিন্তু এখানেই শেষ নয়। যা আমাকে বাঁচার রসদ জুগিয়েছে, তাকে কীভাবে বিদায় বলব! আনুষ্ঠানিকভাবে র‍্যাকেট তুলে রাখছি। কুর্গের ছোট্ট শহর থেকে বিশ্বের সেরা মঞ্চে পৌঁছোনো স্বপ্নের মতো। টেনিস আমার কাছে শুধু একটা খেলা নয়। টেনিস আমাকে শক্তি দিয়েছে। দেশের প্রতিনিধিত্ব করা আমার জীবনের সবচেয়ে গর্বের মুহূর্ত।' বোপান্না জানিয়েছেন, তাঁর পরবর্তী লক্ষ্য, নিজের শহরে টেনিস অ্যাকাডেমি তৈরি করা।

পরিসংখ্যানে বোপান্না

ডেভিস কাপে অভিষেক ২০০২

ডাবলসে সাফল্য

অস্ট্রেলিয়ান ওপেন চ্যাম্পিয়ন ২০২৪
ইউএস ওপেন রানার্স ২০১০, ২০২৩
উইম্বলডন সেমিফাইনালিস্ট ২০১৩, ২০১৫, ২০২৩
ফরাসি ওপেন সেমিফাইনালিস্ট ২০২২, ২০২৪

মিক্সড ডাবলস

ফরাসি ওপেন চ্যাম্পিয়ন ২০১৭
অস্ট্রেলিয়ান ওপেন রানার্স ২০১৮, ২০২৩
ইউএস ওপেন সেমিফাইনালিস্ট ২০১৫, ২০২৪

পাঞ্জাব ম্যাচে আরও চাপে মহমেডান

সুপার কাপে আজ

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব বনাম পাঞ্জাব এফসি
সময় : বিকাল ৪.৩০ মিনিট
স্থান : ব্যাম্বোলিম
সম্প্রচার : এআইএফএফ-এর ইউটিউব চ্যানেলে

গোকুলাম কেরালা এফসি বনাম বেঙ্গালুরু এফসি
সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : ফতোরদা
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস খেল চ্যানেল ও জিওহটস্টার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ নভেম্বর : ভাঙা দল নিয়েই সুপার কাপ অভিযান শুরু করেছে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব।

প্রথম ম্যাচে বেঙ্গালুরু এফসি-র বিরুদ্ধে লড়ে হার সাদা-কালো ব্রিগেডের। রবিবার দ্বিতীয় ম্যাচে পাঞ্জাব এফসি-র বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে আরও চাপে তারা। পেটের সমস্যা থাকায় দলের মূল ভরসা থোকচাম অ্যাডিসন সিং অনিশ্চিত। একেই ফুটবলার কম। তারওপর অ্যাডিসনের শারীরিক অবস্থা আরও বেকায়দায় ফেলেছে মহমেডানকে।

এতকিছুর পরেও অবশ্য কোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াড়ু হাল ছাড়ছেন না। তিনি বলেছেন, 'প্রথম ম্যাচ ভালো খেলে হেরেছি। দ্বিতীয় ম্যাচে পাঞ্জাব এফসি শক্ত প্রতিপক্ষ। এই ম্যাচে আমাদের আরও ভালো খেলতে হবে। হাতে যা ফুটবলার রয়েছে, তাদেরকে নিয়েই লড়াই করব।' একান্তই অ্যাডিসন খেলতে না পারলে পরিবর্ত হিসেবে ম্যাক্সিওনকে খেলাবে সাদা-কালো শিবির।

কাল শিল্ডের পদক মোহনবাগানকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ নভেম্বর : সোমবার আইএফএ শিল্ডের পদক পাচ্ছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ও ইস্টবেঙ্গল। কিছু সমস্যা থাকায় শিল্ড জয়ের দিন চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দলের হাতে পদক তুলে দিতে পারেনি বঙ্গ ফুটবল নিয়ামক সংস্থা। আইএফএ সূত্রে খবর, সোমবার মোহনবাগানের চ্যাম্পিয়ন ও ইস্টবেঙ্গলের রানার্স দলের সদস্যদের পদক ক্লাবে পৌঁছে দেওয়া হবে।

অবসরে অরিন্দম

মারগাঁও, ১ নভেম্বর : পেশাদার ফুটবল থেকে অবসর ঘোষণা করলেন গোলরক্ষক অরিন্দম ভট্টাচার্য। শনিবার গত মরশুমের আই লিগ ট্রফি হাতে নেওয়ার পর ব্যাম্বোলিমের মাঠে দাঁড়িয়েই দস্তানা জোড়া তুলে রাখার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তনী অরিন্দম। টাটা ফুটবল অ্যাকাডেমি থেকে কেরিয়ার শুরু। কলকাতার দুই প্রধান ছাড়াও খেলেছেন চার্চিল ব্রাদার্স, স্পোর্টিং গোয়া, বেঙ্গালুরু এফসি, মুম্বই সিটি, এটিকে-র হয়ে। ২০২৩ সালে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি ছেড়ে ইন্টার কাশীতে যোগ দেন। সেখান থেকেই ৩৫ বছর বয়সে পেশাদারি ফুটবল জীবনে দাঁড়ি টানলেন অরিন্দম।

বাবরের অর্ধশতরানে সিরিজ পাকিস্তানের

দক্ষিণ আফ্রিকা-১৩৯/৯ পাকিস্তান-১৪০/৬ (১৯ ওভারে)

লাহোর, ১ নভেম্বর : ছন্দে ফিরলেন বাবর আজম। ৪৭ বলে করলেন ৬৮ রান। যা দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে তৃতীয় টি২০ ম্যাচের জয়ের সঙ্গে পাকিস্তানকে সিরিজও এনে দিল। প্রথমে দক্ষিণ আফ্রিকা ৯ উইকেটে ১৩৯ রান করে। দ্বিতীয় বলেই শাহিন শা আফ্রিদি (২৬/৩) ফিরিয়ে দেন কুইন্টন ডি কককে (০)। পরের বলেই লুহান-দ্রে প্রিটোরিয়াস (০) আউট হন। জোড়া ধাক্কা সামলে কিছুটা লড়াই করেন রেজা হেনড্রিক্স (৩৪), করবিন বশ (অপরাজিত ৩০) ও স্টপগ্যাপ অধিনায়ক ডোনোভান ফেরেইরা (২৯)। দুইটি করে উইকেট নেন ফাহিম আশরফ ও উসমান তারিক। জবাবে বাবর ও সলমন আলি আঘা (৩৩) পাকিস্তানকে ২ উইকেটে ১২০ রানে পৌঁছে দিয়েছিলেন। শেষবেলায় পরপর ৪ উইকেট হারিয়ে কিছুটা চাপে পড়ে যায় তারা। শেষপর্যন্ত পাকিস্তান ১৯ ওভারে ৬ উইকেটে ১৪০ রান তুলে নেয়। যা তাদের ২-১ ব্যবধানে সিরিজ এনে দিয়েছে। বশ ও লিজাড উইলিয়ামসের দখলে গিয়েছে জোড়া উইকেট।

e-Tender Notice
Office of the Prodhan Moulani Gram Panchayat Kranti :: Jalpaiguri

Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT Nos. 01/MOU/KRT/JAL/WB/2025-26 & 02/MOU/KRT/JAL/WB/2025-26 dated 30-10-2025. For further details following site may be visited https://wbtenders.gov.in

Sd/-
Prodhan
Moulani G.P
Kranti, Jalpaiguri

e-Tender Notice
Office of the Lataguri Gram Panchayat Kranti :: Jalpaiguri

Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT Nos. eNIT-01/15th-UNTIED/LTG/KRANTI/25-26, eNIT-02/15TH-TIED-SANITATION/LTG/KRANTI/25-26 & eNIT--3/15TH-TIED-D-Water/LTG/KRANTI/25-26 dated 01-11-2025. For further details following site may be visited https://wbtenders.gov.in

Sd/-
Prodhan, Lataguri G.P
Kranti, Jalpaiguri

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন দার্জিলিং-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, দার্জিলিং - এর একজন বাসিন্দা কুমার বিশ্বকর্মা - কে 08.08.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 40B 71324 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "একটা ছোট লটারির টিকিট আমার জীবনকে অনেক সুখে এবং স্বস্তিতে ভরিয়ে দিয়েছে। আমার আর্থিক অবস্থা এখন ভালো, আর অবশেষে আমি নিজের স্বপ্ন পূরণের পথে এগিয়ে যেতে পারছি। এই সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির প্রতি কৃতজ্ঞ।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

পদক গলায় মালবাজারের প্রিয়াংশু দাস।

হ্যামার থ্রোয়ে রুপো প্রিয়াংশুর

মালবাজার, ১ নভেম্বর : রাজ্য বিদ্যালয় ক্রীড়া সংসদের অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব-১৯ হ্যামার থ্রোয়ে রুপো জিতল মালবাজারের প্রিয়াংশু দাস। সে মাল আদর্শ বিদ্যাভবনের একাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র। গত ৩০ অক্টোবর সল্টলেকের সাই কমপ্লেক্সে প্রিয়াংশু ৩৭.১৬ মিটার ছুড়ে দ্বিতীয় হয়েছে। শৈশবেই বাবাকে হারানো প্রিয়াংশু মালবাজারে মাসির বাড়িতে পড়াশোনা করে। এই সাফল্যের সুবাদে সে নভেম্বরে জাতীয় বিদ্যালয় অ্যাথলেটিক্সে নামার সুযোগ পেল।

জলপাইগুড়ির ৭ পদক

জলপাইগুড়ি, ১ নভেম্বর : সল্টলেক স্টেডিয়ামে আয়োজিত রাজ্য বিদ্যালয় ক্রীড়া সংসদের অ্যাথলেটিক্সে শনিবার বালিকা বিভাগে ৭টি পদক এল জলপাইগুড়ির। অনূর্ধ্ব-১৯ বিভাগে ১০০ মিটার দৌড়ে তৃতীয় হয়েছে নন্দিনী রায়। অনূর্ধ্ব-১৭ বিভাগে ১০০ মিটারে প্রথম রিয়া রায়। অনূর্ধ্ব-১৯ জ্যাভলিন থ্রোয়ে প্রথম তনুশ্রী মহারদার। সে ৪৪.৮৪ মিটার ছুড়েছে। অনূর্ধ্ব-১৭ জ্যাভলিন থ্রোয়ে দ্বিতীয় মণিকা বৈদ্য। অনূর্ধ্ব-১৯ ট্রিপল জাম্পে তৃতীয় বৃষ্টি রায়। একই বয়স বিভাগে শট পাটে প্রথম ঈপ্সিতা মণ্ডল। অনূর্ধ্ব-১৪ বিভাগে ৪০০ মিটার দৌড়ে তৃতীয় অর্চনা সরকার। জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া সংসদের সচিব নীলেন্দু রায় জানিয়েছেন, রবিবারও অন্য বিভাগে জলপাইগুড়ির মেয়েরা নামবে।

তোমাদের হাই পাওয়ার-ই আমাদের জয়ের শক্তি
COME ON TEAM INDIA
হাই পাওয়ার স্ক্যাবিগন®
দাদ, হাজা, চুলকানি, গোড়ালি ফাটার মলম

Wanted Dealers & Distributors
For Trade Enquiry: 9438045440
সব ঔষধের দোকানে পাওয়া যায়

LM LEGENDRY MOTORS
ROYAL ENFIELD

Build on a 124 year old legacy. Be a part of our team.

ROYAL ENFIELD, THE WORLD'S OLDEST MOTORCYCLING COMPANY IN CONTINUOUS PRODUCTION, IS LOOKING FOR FOLLOWING/S FOR BURDWAN ROAD, SILIGURI

WEB & TELE EXECUTIVE	Fresher or minimum 1 year of experience, regional language & English fluency, excel proficiency.
PARTS MANAGER	Must be from two wheeler or similar industry with minimum 3 years of experience must be acquainted with excel/DMS.
FLOOR SUPERVISOR	Must be min 4 years of experience, regional language & English fluency, excel proficiency, and 2-wheeler (geared) license is mandatory.
SERVICE CONSULTANT & FQI	Must be min 2 years of experience, regional language & English fluency, excel proficiency, and 2-wheeler (geared) license is mandatory.

Mail your resume with recent passport size photo before Nov 08th, 2025

LEGENDRY MOTORS PVT. LTD.
Burdwan Road, Nr. Rishi Bhawan, Siliguri - 734005. WB
Email : legendryrehr@gmail.com